CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

6

L. C. Sharma

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

—————

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা [illegible] সুদৃঢ় মানস॥"

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীমৎ কানুপ্রি[illegible]মি-
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৫৫

[illegible] বি[illegible]
[illegible]দোহক[illegible]
[illegible]দের মনো[illegible]
[illegible] মাত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক
শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী,
৫এ, বারানসী ঘোষ লেন কলিকাতা। [৬]

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কুমার
"উমাশঙ্কর প্রেস"
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবেদন।

"শ্রীশ্রীগৌররায়" দেব—আমার অভিভাবক ও আরাধ্য দেবতা যিনি—তাঁহারই সুমঙ্গল ইচ্ছায়, "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" প্রকাশিত হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হইবে কি না, অথবা বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের কোনও উপযোগিতা আছে কি না, আমি নিজে তাহা বুঝিতে পারি নাই; নিরপেক্ষ পাঠকগণের স্বাধীন চিন্তাই সে বিষয় নির্ণয় করিবে। পুস্তক সম্বন্ধে আমার ব[illegible] বিষয় কেবল এই যে, ইহা সার্থকতা বা নিরর্থকতা যাহাকেই বর[illegible] না কেন,—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিবার জন্য অন্ততঃ যে টুকুও যোগ্য[illegible] আবশ্যক, আমাতে তাহার বিশেষ অভাব আছে—ইহা [illegible] আমার অন্তরের অকপট বিশ্বাস,—[illegible]প আমার ইহাও বিশ্বাস যে, যন্ত্র চালিত কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত—জা[illegible] কি অভিপ্রা[illegible] [illegible]নিয়ন্তা—সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানেরই [illegible], আমাকে [illegible] [illegible]স্তক [illegible]ছেন; অতএব ইহাতে আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই[illegible] [illegible] গ্র[illegible] দ্বারা যদি কেহ কিঞ্চিৎ মাত্রও উপকার বোধ করেন, তবে তাহা[illegible] তিনি শ্রীভগবানকেই ধন্যবাদ দিবেন; আ[illegible] ভ্রম, প্রমাদা[illegible] যে কিছু দোষ পরিলক্ষিত হইবে, তাহার [illegible] আমা[illegible] অকৃতিত্ব ও অজ্ঞতাকেই দায়ী জানিয়া, সদাশয় সজ্জ[illegible] [illegible]হা সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুকম্পায় আমি যে সকল মহানুভবের নিকট বিবিধ প্রকারে উপকৃত, তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। সুপ্রসিদ্ধ "শ্যামসুন্দর" পত্রিকায় "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,—এই পুস্তক তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও বহুল পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয় সেই প্র[illegible]কাশ কালে আমাকে নানাপ্রকারে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করি[illegible] বি[illegible]হা না পাইলে আমি এবিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইতে[illegible] কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ অযোগ্য হইলেও আমার প্রা[illegible]র মনো[illegible] অনাবিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্নেহাভিষিক্ত কৃপা,—ইহাও আমার নিকট অসামান্য সম্পদ বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ জগৎপূজ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎ দৌহিত্র বংশ বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের নিকট হইতে আমি বিশেষভাবে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার এই প্রাচীন বয়সে ও অসুস্থতার মধ্যেও তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়া ও যেরূপ আন্তরিকতার সহিত ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার সৌষ্ঠব বৰ্দ্ধন করিয়াছেন—আমার প্রতি তাঁহার সেই স্নেহের ঋণ অপরিশোধনীয়। তৃতীয়তঃ যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য, ভক্ত, মনীষী ও সজ্জন আমার এই অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ও অভিমতাদি প্রদান পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকেও আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশে[illegible] দি[illegible] এই যে, কলিকাতাস্থ ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদিগের [illegible]কৃত্রিম [illegible] আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ; —ব্যবহা[illegible] পরমার্থ পথে যাঁহারা ছায়ার ন্যায় সুখে, দুঃখে, উৎসাহে, নিরুৎসাহে [illegible]কল অবস্থায় আমার সঙ্গী;—যাঁহাদের স্নিগ্ধ-মধুর সঙ্গ, —যাঁহাদের [illegible]রল্য, [illegible] ভগবৎ-বিশ্বাস, মাদৃশ সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত জ[illegible] হৃদ[illegible]ও আনন্দ প্রদান করে, সেই সকল উদার-চরিত [illegible]বৃন্দের মধ্যে, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনচন্দ্র রায়, বি-এ, মহাপ্রাণ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমান্ শ্যামাপদ সিংহ, বি-এল, শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দে, শ্রীমান্ হরিমোহন শীল, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমান্ যুগল কিশোর দে প্রভৃতির নাম এই পুস্তক-প্রকাশ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইহাদেরই উৎসাহে, চেষ্টায় ও সহায়তায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। যদি কোন ভক্তের হৃদয়ে এই গ্রন্থ কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দপ্রদানে সমর্থ হয়, তবে তাহার বিনিময়ে ইঁহাদিগের কৃষ্ণভক্তিবৰ্দ্ধনের জন্য শ্রীভগবৎ-সমীপে তিনি যেন প্রার্থনা করেন,—ই[illegible]আমার বিনীত নিবেদন। ইতি—

ভাজন[illegible] |
শ্রীশ্রী[illegible] |
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৯।

শ্রীশ্রীগৌররায়-চরণাশ্রিত
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

॥ শ্রীহরিঃ ॥

উৎসর্গ-পত্র

ঘোর তিমিরাবৃত ও নিদ্রালস-নিমীলিত নয়ন
যেমন প্রাতঃস্থর্য্যের প্রথম কিরণ-সম্পাতে
উন্মীলিত হইয়া উঠে,
সেইরূপ
যাঁহার অসীম করুণার একটি কিরণচ্ছটায়
আমার চির-তমসাচ্ছন্ন ও অবিদ্যা-নিমীলিত
নয়ন-সম্মুখেও
ভক্তির উজ্জ্বলতম প[illegible]
প্রকাশ পাইয়াছে,
সেই আমার সর্ব্বস্ব পদাম্ভোজ ও পরমারাধ্যতম
শ্রীগুরুদেব [illegible] পিতৃদেব
শ্রীহরিপাদ [illegible]
(ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহোদয়ের
পুণ্য স্মৃতি-তর্পণ স্বরূপ
অযোগ্য শিষ্য ও অকৃতি সন্তানের
এই প্রথম অর্ঘ্য
তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীগৌররায়জীর শুভেচ্ছায় এবং সুধী-ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থের ১ম সস্করণ নিঃশেষ হওয়ায়, ২য় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কিত করা হইল। বিগত দশ বৎসরাধিক কাল জগতের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সকলের মধ্যেও এবং প্রচার বিষয়ে বিশেষ ভাবে কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াও যে, এই পুস্তকখানি সুধী ও ভক্ত সমাজ কর্ত্তৃক এরূপ আগ্রহের [illegible]ত গৃহীত হইয়াছে,—ইহা দ্বারাই আমার পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র সামর্থ্য যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই মনে করিতেছি। বর্ত্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা[illegible] মুদ্রাঙ্কণাদির ব্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হওয়ায়, কিছুদিন [illegible] পুস্তকখানি[illegible]কাশ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ স[illegible] ব্যক্তি[illegible] ও [illegible]ই গ্রন্থের জন্য আগ্রহাতিশয্য উপলব্ধি করিয়া, উক্ত নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যেও ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ব্যয়ের অনুপাতে যথাসম্ভব অল্প করিয়া, পুস্তকের বর্দ্ধিত মূল্য দুই টাকা ধার্য্য করা হইল। যাহা হউক, বর্ত্তমান অশান্ত জগতের প্রকৃষ্ট শান্তির পথ প্রদর্শন বিষয়ে, চিন্তাশীল সুধী-সমাজে যদি এই পুস্তকখানি কিঞ্চিৎমাত্রও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই জীবাধমের ক্ষুদ্র প্রয়াসকেও সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি—

[illegible]ম্মা.

ভাজন[illegible] [illegible]বা) শ্রী[illegible]) ২৪শে [illegible] । ৫। শ্রীচৈত[illegible]৪৯। ৬২	বিনীত গ্রন্থকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকা।

দীর্ঘকাল অকর্ম্মণ্যতা ও উদাসীনতা বা মোহনিদ্রার পরে কোন সমাজে যখন জাগরণের চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়, তখন অধিকাংশ স্থলে সাহিত্যেই তাহার প্রথম উন্মেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সাহিত্যকে নানা ভাবের মধ্য দিয়া আত্মগঠন করিতে হয়। অনেক প্রকার ঘাত সংঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও গড়ন ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া সাহিত্য-জীবন বিকশিত ও সম্পুষ্ট হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের নব জাগরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সময়ে বহুল ত্রুটি দৃষ্ট হইলেও, আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, এখন সমাজ দেহ জীবনের স্পন্দনে পরিস্পন্দিত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে; জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে, সূত্রাত্মা সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই [illegible]ত্তম উদ্দামের সময়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃ[illegible]তন্য দেবের বর্ত্তমান আবির্ভাবের সময় যে [illegible] মহাপুরুষ সান্ধ্য আকাশের তারার ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াই[illegible] [illegible]ক্তির [illegible]লোকে সমাজ-প্রাণকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাপুরুষবৃন্দের বংশধরগণেরও এখন আত্মস্মৃতি সঞ্জীবিত হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। যে প্রেম-ভক্তির পীযূষ-প্রবাহে ইঁহাদের পবিত্রাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ মৃত সমাজের শুষ্ক অস্থি-কঙ্কালে প্রীতি-ভক্তির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যান্বিত গৌরবময় কুসুমিত কুঞ্জকাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের কাব্য-সম্পদে বাঙ্গালার মৃত সাহিত্যে নবপ্রাণ, নবসৌন্দর্য্য ও নবমাধুর্য্য আনিয়া দিয়া জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, [illegible]তিক সাহিত্যে [illegible] বিশ[illegible] বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যকে সম্মানার্হ ও পূজা[illegible]লিয়াছিলেন, [illegible]দোষক[illegible] তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন আপনাদেরই বংশ[illegible]দের মনোজ্[illegible]কার বুঝিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহাশয়ের নাম সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিরচিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথার অবতারণার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি।

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গালার পল্লীবিশেষে সময়ে সময়ে যে সকল মহানুভব মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেন, সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল প্রভায় নরনারীগণের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেন, প্রেমভক্তির যমুনা জাহ্নবী-প্রবাহে ত্রিতাপতাপে প্রতপ্ত নরনারীগণের হৃদয় অভিষিক্ত করিতেন, আদর্শ চরিত্রের সুস্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় নরনারীগণের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার প্রভাব সংস্থাপন করিতেন, এই গ্রন্থকার সেই সকল মহাত্মারই ও মের সর্ব্বগুণান্বিত সুযোগ্য বংশধর।

কলিপা বতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে যে সকল কাত্মার নাম ভক্তিভরে গৃহীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রীসদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্রীপুরু ত্তমদাস ও তৎপুত্র শ্রীকানু ঠাকুর বা ঠাকুর কানাই এই পুরু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদরূপে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাদিগের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

“শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
ম পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
) হে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর॥”

। (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে; আদি—১১ পঃ)

৪৯।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের "ভক্তামৃত" নামক উত্তর খণ্ডে নির্ণীত হইয়াছে—শ্রীহরিভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত; এতাদৃশ পাণ্ডবগণ হইতেও কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ,—আবার সমস্ত যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ; উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী; যে হেতু শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ও সেই ব্রজ দেবীগণের শ্রীচরণধূলি প্রার্থনা করেন; আবার এতাদৃশ ব্রজরমাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া ভক্তি শাস্ত্রে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন,—

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যুথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যামৃগী দৃশঃ ॥

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ)

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা যুথেশ্বরী দিগের মধ্যেও শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। যাঁহাদিগের যুথ মধ্যে কোটি কোটি [illegible]সী ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত [illegible]ভা বলিয়া, একমাত্র শ্রীরাধিকাই সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি।

আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীল সদাশিব কবিরাজকেই পূর্ব্বলীলার সেই চন্দ্রাবলী রূপেই নির্দ্দিষ্টা দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রাবলী প্রাণতুল্যা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।" (অনন্ত সংহিতা)

পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা।
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিবঃ ॥

(গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা)

শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীল পুরুষোত্তমদাসও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিভাজন ছিলেন। শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের সহচর—দ্বাদশ গোপালরূপে বি[illegible] বি[illegible] যে কয়েকজন মহাত্মা এই বঙ্গদেশে নাম ও প্রেমের বিশাল দোহক[illegible]য়াছিলেন, শ্রীপুরুষোত্তমদাস সেই সকল মহাত্মারই অন্যতম [illegible]দের মনো[illegible] ইনি পূর্ব্ব-

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লীলায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সখার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ "স্তোককৃষ্ণ" রূপে বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন ;—

"স্তোককৃষ্ণঃ সখাপ্রাগ্ যোদাসঃ শ্রীপুরুষোত্তম।"

(গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা)

"স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম॥" (ভক্তমাল)

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণববন্দনাকার শ্রীল দেবকীনন্দন এই শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পদাশ্রয় করিয়া পরম পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিলেন,—ইহাও "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল পুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানু ঠাকুরও পিতা ও পিতামহের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদরূপেই সম্মানিত হইয়াছেন। অতি শৈশবকালে ইহার নাম ছিল "শিশু কৃষ্ণদাস"। অত্যল্প বয়সে ইহার হৃদয়ে অলৌকিক প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে প্রিয় নর্ম্মসখাগণেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান ; তন্মধ্যে আবার সুবলকেও উজ্জ্বল সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন ;—"প্রিয় নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবরৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।"—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)। শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থে * ইহাকে ব্রজের সেই উজ্জ্বল সখা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা,—

"পুরুষোত্তম-সুত শিশু-কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
উজ্জ্বল স্বরূপ অনুভবে জানি আমি॥"

ইনি কিশোর বয়সে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অনুপম নৃত্য-ভঙ্গিমার সহিত অপূর্ব্ব বংশীবাদন-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি- ...াম.

* শ্রীম... ঠাকুর বিরচিত "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থ, হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে ...) কবিরাজ ৺সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি মহাশয় কর্ত্তৃক ৪২৯ চৈতন্যাব্দে সম্পাদিত ও ... ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতি ব্রজবাসী আচার্য্যগণ চমৎকৃত হন এবং সেই সময় হইতে তাঁহাকে "শ্রীকানু ঠাকুর" নামে অভিহিত করেন। এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহোদয় তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

"কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে !
মহা অনুভব তাঁর দেখিয়াছি নয়নে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল।
মণিহার কণ্ঠে দোলে গলে বনমাল।
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইল প্রতীত ॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন ॥
সেই হৈতে হৈল নাম "শ্রীকানু ঠাকুর"
কি আর কহিব তাঁর মহিমা প্রচুর ॥
এই উজ্জল সথার কৃপা কিছু যারে হয়।
সহজেই সেই জন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥"

কথিত আছে এই নৃত্যকালে তাঁহার চরণস্খলিত নুপুর বিচ্ছুরিত হইয়া যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে পতিত হয় ; এই কারণে পরবর্ত্তীকালে তিনি বোধখানা গ্রামকেই স্বীয় বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করেন। এখানে তাঁহাদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভ বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার পঞ্চমদোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই স্থানে আনন্দময় উৎসবাদি হইয়া থাকে। এবং তদ্দিনে আশ্চর্য্য কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হয়। ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামিগণের মধ্যে কেহ কেহ বোধখানা হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট [illegible] আসিয়া বাস করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীরাধা-[illegible] শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামক যুগল বিগ্রহত্রয় প্রকাশিত ও [illegible]দের মনো[illegible]ইয়া অদ্যাবধি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাদিগের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীল ঠাকুর কানাই, এই পরম প্রেম-ভক্তিসম্পন্ন পবিত্র বংশের শেষ নিত্যসিদ্ধ পুরুষ। এই নিমিত্ত "ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামী" বলিয়াই ইহারা বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

বঙ্গের বৈদ্যবংশ চিরদিনই প্রতিভার জন্য প্রখ্যাত। বিদ্যা বুদ্ধি, বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান ধ্যান; ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৈভব-গৌরবে চিরদিনই ইহারা জনসমাজে মানাস্পদ হইয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে বহুল সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নয়, শাক্ত ও শৈব-সম্প্রদায়েও এই বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক ত্যাগী বৈদ্য সাধক ও সিদ্ধপুরুষের নাম আমরা শ্রুত হইয়া আসিতেছি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতকারগণের মধ্যেও শ্রীল মুরারী গুপ্ত,, শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর শ্রীল কবিকর্ণপূর, শ্রীল লোচন দাস, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষ স্বীয় আবির্ভাব দ্বারা বৈদ্যবংশ ধন্য করিয়াছেন। শ্রীল সদাশিব কবিরাজ হইতে শ্রীল ঠাকুর কানাই পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই নিত্যসিদ্ধ পুরুষত্রয়ের আবির্ভাবেও সেইরূপ বৈদ্যবংশের গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীকানু ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়েও এই বৈষ্ণব কুলে অনেক পুণ্যাত্মা ও কৃতবিদ্য সাধুপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যা-গৌরবে ও ভক্তি-বৈভবে ইহাদের অনেকেই সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালেও এই বংশে যে সকল স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ও কৃতবিদ্য পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে "শ্রীকানুতত্ত্ব-নির্ণয়"-প্রণেতা ৺বিহারিলাল গোস্বামী ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ ৺হারাধন গোস্বামি-মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহার গীতি-কাব্যনিঃস্ত[illegible])ক বিপুল আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই স্বনামধন্য পর[illegible]। ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামি মহোদয় ভাজনঘাটে এই পবিত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ঢাকায় আমার সাক্ষাৎকার হয়। আমি তখন তরুণ যুবক, তিনি প্রবীণ। তাঁহার কবি-প্রতিভায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। স্বপ্ন-বিলাস, বিচিত্র-বিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও ভরত-মিলনের অনেক গানই আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল, ; এখনও সেই গানগুলি আমার স্মৃতিপটে বিরাজমান আছে। প্রাচীনকালের ভক্তিনিষ্ঠ সদাচার সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের আচার, ব্যবহার, সৌজন্য ও বিনয়, আমি নিজেও তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই গ্রন্থ-প্রণেতার পরমারাধ্য ঋষিকল্প নিত্যধামগত পিতৃদেব, কবিরাজ ৺সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি বি-এ.,-এল এম-এস, মহাশয় আমার পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব, উপজাত হইয়াছিল। বয়সে তিনি আমার দীর্ঘকালের কনিষ্ঠ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার স্থৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে, বিদ্যানুরাগিতায়, ত্যাগ-স্বীকারে, সত্যনিষ্ঠায়, মিতভাষিতায়, সরলতায় ও সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবতায় সততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইত। আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম—স্নেহ করিতাম ; কিন্তু সে স্নেহ ঠিক কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহের ন্যায় ছিল না ; উহা শ্রদ্ধা-বিমিশ্র স্নেহ ছিল। আমি অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব লইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতাম। তাঁহার নিত্যধাম-প্রবেশে আমি দীর্ঘকাল নিদারুণ শোকের জ্বালা অনুভব করিয়াছি। এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী আবাল্য আমার পরিচিত। ইহার সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, মর্য্যাদারক্ষণ-বুদ্ধি, বাল্য-কালেই বিকশিত হইয়াছিল, আমি তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু ইনি এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে এত অধিক সমাদৃত, সম্মানিত, ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাহিত্যে এত উৎকর্ষলাভ করিয়া জগৎপূজ্য স্বীয় বংশের সম্মান-সংবর্দ্ধনে যে কৃতীত্ব লাভ করিবেন, তখন সে [illegible] বি[illegible]রিতে পারি নাই। ইহার ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম, আকুমার দোষক [illegible]গলালসা-ত্যাগ, প্রভৃতি সদ্গুণ ইহার তরুণ বয়স হইতেই[illegible] মনোপ বিকশিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থ বীজে যেমন উহার মহা মহীরুহত্বনিষ্ঠ গুণ সকল লুক্কায়িত থাকে, কালে কালে ধরিত্রীবক্ষে উহা যেমন ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সুবিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়, সেইরূপ বাল্য হইতে ইহার অশেষ চারিত্রিক সদ্‌গুণের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতাম, কিন্তু এই সিদ্ধবংশের ধারা ইহাতে যে এত অধিক সম্প্রসারণ লাভ করিবে, তাহা তখন অনুমানেরও অগোচর ছিল। ইনি স্কুলে, কলেজে বা কোন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রতিভা-প্রভাবে এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও সে সকল গুণ অতি বিরল। ইহার বাগ্মিতা-শক্তি-প্রবাহ গঙ্গা-যমুনা প্রবাহের ন্যায় অনর্গল অথচ শব্দশুদ্ধিপূর্ণ ও ভাবশুদ্ধিপূর্ণ। তাহাতে কোন প্রকার অসম্বদ্ধ-ভাষিতা, উদ্দেশ্যভ্রষ্টতা, শ্রুতিকর্কশতা বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাগ্‌ব্যবহার প্রভৃতি আবর্জ্জনার [illegible]শাভাসও পরিলক্ষিত হয় না। বক্তৃতার অনেক পরেও ভাবরসগ্রাহী সুশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সেই বক্তৃতার ভাবপূর্ণ মধুর ঝঙ্কার বর্ত্তমান থাকে।

এখন ইহার লিপিকুশলতার কথা বলিতেছি। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানিই সমুজ্জ্বল প্রমাণ। বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচনা জনসাধারণ যত সহজ মনে করেন, প্রকৃত ব্যাপার সে ধারণার অতীব বিপরীত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপায় তদীয় নিত্যপার্ষদ শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীপাদগোস্বামি-মহোদয়গণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ অতীব সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহের বিপুল ভাণ্ডার। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত কেবল আমাদের শ্রমার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধিবলে সে সিদ্ধান্ত ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার হয় না। কে[illegible]ভাবলে যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদের এ[illegible] পুণ্য থাকিতে পারে, শব্দ-বিন্যাস-কৌশলে অথবা ভাষার লা[illegible]হা সুপাঠ্য হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি-সাধনা-বিহীন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেখকগণের তাদৃশ গ্রন্থ-পাঠে ভক্ত পাঠকগণ বিন্দুমাত্রও প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। এই গ্রন্থখানিতে অতীব কঠিন দার্শনিক তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে; গ্রন্থকার ভক্তির দিব্য নয়নে সেই সকল তথ্যের নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া, সহজ ও সরলভাবে উহা জনসমাজের সুখপাঠ্য করিয়াছেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল অথচ সুমার্জ্জিত; প্রত্যেক কথাই চিন্তাশীলতার পরিচায়ক অথচ লিপিনৈপুণ্যে অল্পশিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষেও সুখবোধ্য। প্রবন্ধগুলি দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ অথচ কাব্যের সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে এবং ভাষার লালিত্যে উহা পাঠক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। এই গ্রন্থের আর এক বিশিষ্টতা এই যে, গ্রন্থকার যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ভাবের নূতনত্ব এবং চিন্তার মৌলিকত্ব অতীব পরিস্ফুট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাধারার এইরূপ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব অন্যত্র অতি বিরল। অতীব সূক্ষ্মতথ্য-সম্বলিত সিদ্ধান্তগুলিও ইহার ব্যাখ্যান-কৌশলে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। উপমা, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সুললিত সুমধুর ভাষার সৌন্দর্য্যে, প্রবন্ধ গুলিকে পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ-যোগ্যতা-সাধনও ইহার এক প্রধান বিশিষ্টতা।

স্থান বিশেষে বিষয়-বিশেষের পুনঃ পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়। কোন কোন পাঠকের নিকট উহা অসমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন গূঢ় গভীর সূক্ষ্ম তথ্যকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ঙ্গম-যোগ্য করিতে হইলে নানাপ্রকারে, নানাভাবে, নানা উপায়ে ও নানা উদাহরণে কোমলবুদ্ধি পাঠকগণের চিত্তমুকুরে তাহা প্রতিফলিত করিতে হয়। স্থলবিশেষে "স্থূণা-নিখনন" প্রণালী-অবলম্বন দূষনীয় না হইয়া ভূষণীয়ই হইয়া থাকে। সমালোচক মাত্রেরই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করা আবশ্যক। মানুষের দোহক [illegible]কার প্রকার যেমন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের নিয়মাধীন, তাহাদের মনোনয়ন, যুক্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্দ্ধারণ এবং বিচারবুদ্ধি-প্রক্রিয়ারও স্বাতন্ত্র্য অতি স্বাভাবিক; আমি এস্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের কথাই বলিতেছি। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থ দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি অতি উচ্চ স্থান লাভ করিবে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, রুচি সুমার্জ্জিত, ভাব সমুচ্চ, ইহা ব্যাখ্যান নৈপুণ্য-প্রাঞ্জলতায় ও উপমা-উদাহরণ-সংযোজনায় সমলঙ্কৃত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষার লালিত্য, ভাবরসের মাধুর্য্য এবং সৎ-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যান-বিন্যাসকুশলতার পরিস্ফুট নিদর্শন সমুজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান্।

দয়াময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে আমার প্রার্থনা এই যে তাঁহার কৃপায় এই গ্রন্থকার নীরোগ দেহ, মানসিক শান্তি ও সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তভাবের আদর্শরূপে মানব সমাজে বিরাজিত হউন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-নখচন্দ্র-চন্দ্রিকা-বিকীর্ণ কিরণচ্ছটায় যেন তদীয় সুধামধুর আনন্দজ্যোতির্ম্ময় ধামের নিত্যাধিবাসী হইয়া, ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যানে ত্রিতাপদগ্ধ জীবদিগকে ভক্তি সুধা-রসে অভিষিক্ত করেন। অলমিতি বিস্তারেণ।

১৩৪০ সাল
১২ই অগ্রহায়ণ, মহাদ্বাদশী

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা। (বিদ্যাভূষণ)
২৫ নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তি ॥

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

সম্বন্ধ-প্রকরণ

—— * ——

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

জীবমাত্রেই দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকে। জীব-জগতে "সুখ" ও "দুঃখের" মত এমন পরিচিত শব্দ অপর কিছুই নাই। জীবমাত্রেই কর্ম্মশীল; কায়িক, বাচিক বা মানসিক, যে কোনপ্রকার কর্ম্মই হউক,—কর্ম্ম ব্যতীত জীব তিলার্দ্ধকালও অবস্থান করিতে অসমর্থ। কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করেন না। কর্ম্ম ও তাহার প্রয়োজন স্থূলতঃ বহুপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ সকল কর্ম্ম ও সকল প্রয়োজন, এক উদ্দেশ্য বহন করিয়া থাকে। জিহাসা বা দুঃখ ও দুঃখেরহেতুভূত-বিষয়ের ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ ও সুখের হেতুভূত-বিষয়ের গ্রহণেচ্ছা,—কর্ম্মমাত্রই এই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। ত্যাগ বা দুঃখনিবৃত্তি, ও গ্রহণ বা সুখপ্রাপ্তিই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য;—অতএব

দুঃখের পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তিই জীব মাত্রের অভিপ্রায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি ইহাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়োজনও আত্ম-প্রয়োজন বা স্ব-প্রয়োজন।

পর-প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মই করেন না। স্থূলতঃ কোন কর্ম্মের পর-প্রয়োজন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, মূলতঃ স্ব-প্রয়োজনেই সেই পর-প্রয়োজনীয়তালক্ষণ পর্য্যবসিত। লৌকিক জগতে যে সকল কর্ম্ম 'পরার্থ' নামে পরিচিত, সে সকল কর্ম্মেরও স্ব-প্রয়োজনপরতা মুখ্য উদ্দেশ্য। পর-প্রয়োজন সাধনই যাঁহাদের স্বার্থ, —পরহিত—পর-প্রয়োজনকে যাঁহারা যত অধিকতর স্বপ্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই তত অধিক পরার্থপর। অতএব স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে পরার্থপরতাও যে, স্বপ্রয়োজনপরতায় পর্য্যবসিত তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জীবের কর্ম্ম মাত্রেই স্ব-প্রয়োজনপর।

"আমি সুখী হই" "আমি দুঃখ না পাই", জীবমাত্রেই এইরূপ একটি স্বাভাবিক অভিপ্রায় আছে। কীটাণুকীট হইতে ব্রহ্মা অবধি সকলেই সর্ব্বক্ষণ সুখ বা আনন্দকেই অভিলাষ করেন। ভাবের পার্থক্য থাকিলেও যে ভাবেই হউক, "আমি সুখী হইব" এইরূপ বাসনা ও চেষ্টা আমরা সকলেই করিয়া থাকি; "কিন্তু আমি কে?" "আমার স্বরূপ কি?" সাধারণতঃ আমরা সে সংবাদ বিদিত নহি; "আমি"র স্বরূপ অবগত না হইলে "আমার" স্বভাব কি?—স্বপ্রয়োজন কি? তাহা কিছুতেই অবধারিত হইতে পারে না।

স্ব-সুখ বা আত্মসুখই জীবমাত্রের অভিলষিত বস্তু।

সাধারণতঃ আমরা দেহকেই "আমি" বলিয়া চিনিয়া লইয়াছি। "আমি" বলিতে জীব-সাধারণ আপন আপন দেহেন্দ্রিয়াদি জড়বস্তুকেই বুঝিয়া থাকে; সেই জন্যই দেহ কৃশ বা স্থূল হইলে "আমি কৃশ" বা "আমি স্থূল" অথবা চক্ষু অন্ধ কিম্বা কর্ণ বধির হইলে "আমি অন্ধ" বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আমি বধির" ইত্যাদি দেহাত্মবোধক উক্তি, জীবসাধারণ কর্ত্তৃক উক্ত হইতে শুনা যায়। যদি এই "দেহাত্মবোধ" অর্থাৎ জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিকেই "আমি" জ্ঞান,—ইহা সত্য হয়, তবে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি রূপ "আমি"কে সুখী করিলেই "আমার" চিরাভীষ্ট সেই "সুখ" নামক পদার্থ যে, প্রকৃষ্টরূপেই আমার উপভোগ্য হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবসরমাত্রও নাই; কিন্তু যদি সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বস্তু "আমি" না হইয়া, দেহাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থ "আমি" হয়,—যদি "আমি নির্ণয়ে" বা আত্মজ্ঞানের মূলে এরূপ কোনও ভ্রম সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে অনন্তকাল ধরিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি সুখ-বিধান-তৎপরতায় জীবনের পর জীবন—অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিলেও, যথার্থ "আমি" যে বস্তু, তাহার সুখ বিধান বা সম্যক্ প্রসন্নতা সম্পাদন কিছুতেই যে সম্ভব হইতে পারে না, এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? পিশাচ বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন উত্তম আহার করিয়াও সর্ব্বদা ক্ষুধিত থাকে ও কৃশতা প্রাপ্ত হয়,—তাহার ভোজনেচ্ছা, ভোজনক্রিয়া ও ভোজ্যবস্তু সমস্তই যেমন স্বপ্রয়োজন-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াও পরপ্রয়োজনার্থে অর্থাৎ সেই আবিষ্ট পিশাচাদির তুষ্টি ও পুষ্টির নিমিত্তই হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মনির্ব্বাচনের মূলে কোনও ভুল থাকিলে আমাদের স্বপ্রয়োজন-উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতকর্ম্ম সকল যে, প্রতিনিয়ত পরপ্রয়োজনেই পর্য্যবসিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

আত্মানুসন্ধান বা "আমি' নির্ণয়।

"আমি"র নাম আত্মন্ বা "আত্মা"; এই আত্মাই জীব বা জীবাত্মা। "আত্মা" ও "আমি" এক বস্তু। দেহই কি আত্মা? অথবা আত্মা দেহাতিরিক্ত—দেহ হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু? ইহাই নির্ণয় করণের নাম "আত্মবোধ"। সমস্ত বেদ ও বেদানুগতশাস্ত্র এই আত্ম-তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মানুসন্ধানই ধর্ম্মানুসন্ধানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূল। বর্ণপরিচয় ব্যতীত যেমন ভাষাজ্ঞান হয় না, সেইরূপ আত্ম-পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত লৌকিকালৌকিক কোন কর্ম্মই স্ব প্রয়োজনের সাধনরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। "আমি" কে? তাহা না জানিলে, "আমার" প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, সকলই ভুল হইবে। মূলে ভুল থাকিলে, আগাগোড়া সমস্তই ভুলফল হইবার কথা; অর্থাৎ স্বপ্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরপ্রয়োজন সাধিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অঙ্ক কষিবার মূলে, যদি একটি অঙ্কের ভুল থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল হইলেও, ভুল-ফলই যেমন তাহার পরিণাম, সেইরূপ আত্মপরিচয়ের মূলে ভুল থাকিলে, সমস্ত জীবনাঙ্কের পরিণাম এক মহাভুলে পর্য্যবসিত হইবেই।

আত্মবোধের প্রথম আবশ্যকতা।

জীবনাঙ্কের মূলে এই একটি মাত্র ভুলের জন্যই, জীবনের হিসাব নিকাশকালে ব্যর্থতা-নদীর কুলে দাঁড়াইয়া কতবার যে জীবকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! আবার যে পর্য্যন্ত না সেই ভুল সংশোধন হইতেছে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ সেই ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হইবে। "আমি কে?" তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থিরীকৃত না হইলে, "আমার প্রয়োজন কি?" "আমার করণীয় কি?" তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। "জীবাত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" অবগত হওয়াই ধর্ম্মা-নুসন্ধানের প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়। তাই নিজে তত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণি হইয়াও জীবহিতৈকব্রত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ, জীবকে ধর্ম্মানুসন্ধানের ক্রম শিক্ষা দিবার জন্যই সানুনয়ে শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—

"কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥" (শ্রীচরিতামৃতে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কে আমি?" অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে হইলেই পরমাত্মার সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। ইহাকেই "সম্বন্ধ-তত্ত্ব" কহে। সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-তত্ত্ব না জানিলে, অর্থাৎ "আমি কে?" তাহা না চিনিলে, আমার প্রয়োজন বা সাধ্য কি?—তাহা নির্ণয় হইতে পারে না; আবার প্রয়োজন নির্ণীত না হইলে, তৎপ্রাপ্তির সাধন বা অভিধেয় কি?—ইহাও নিশ্চয় হয় না। এই কারণেই শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ, জীব শিক্ষার নিমিত্ত যথাক্রমে "সম্বন্ধ," "প্রয়োজন," ও "অভিধেয়" বিষয়েই উপদেশ করিবার জন্য শ্রীভগবানকে সানুনয়ে নিবেদন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে "কে আমি?" তাহা আমরা জানি না। যাহাকে আমরা "আমি" বলিয়া জানি, সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়ীয়-বিষয়ই যদি যথার্থ "আমি" বা আত্মা হইত, তবে সেই দেহেন্দ্রিয়াদিকে উদ্দেশ্যপূর্ব্বক "আমি কৃশ" 'আমি স্থূল" "আমি অন্ধ" "আমি বধির" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা "আমি" বলিয়া পরিচয় দিয়া, পরক্ষণেই আবার "আমার হস্ত" "আমার পদ" "আমার দেহ" "আমার নয়ন" "আমার শ্রবণ" ইত্যাদি আত্মসম্পর্কীয়-বিষয় বা "আমার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম না।

"আত্মা" ও "আত্মীয়" অর্থাৎ আত্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় পৃথকবস্তু। আমার ধন, ধান্য, বসন, ভূষণাদি বিষয় সকল যেমন "আমি" নহি, উহারা "আমার" অর্থাৎ আত্মসম্পর্কীয় বিষয়মাত্র, তেমনি "আমার দেহ" "আমার ইন্দ্রিয়" বলিতে, উহাও যে আত্মা হইতে পৃথক বস্তু, এবং এই পার্থক্যের দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যে অপর কোনও এক "আত্মবস্তু" আছে, স্থূলতঃ ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

আত্মা ও আত্মীয়ে পার্থক্য।

অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা-প্রতারিত জীব আমরা,—আমরা "মিথ্যা আমির" প্রয়োজন সাধনেই অমূল্য—অনন্ত-জীবন বৃথা অতিবাহিত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসিতেছি। জীবের প্রতি অবিদ্যার ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পরিহাস আর কিছুই হইতে পারে না। মায়ার এই প্রবল প্রতারণা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিতে হইলে, দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ জড়স্তূপের অন্তরালে কোথায় কোন্ আঁধার-কোণে সেই "সত্য-আমি" লুকান রহিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অবিদ্যার দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের কোন্ অজানা অন্তরাল হইতে, জীবাত্মার সকরুণ ক্রন্দন, অহর্নিশ – অবিশ্রান্ত সমুত্থিত হইতেছে! সে স্বর এতই অস্পষ্ট – এতই অব্যক্ত যে, বহির্দ্দেশ হইতে তাহার কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য নহে। দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের অবসানে যখন নিশীথের নিস্তব্ধতা ক্রমে নিবিড়তর হইয়া উঠে—পার্ব্বত্যদেশের সেই নীরবতার মধ্যেই যেমন নির্ঝরিণীর সকরুণ সঙ্গীত শ্রবণ গোচর হয়, সেইরূপ রজস্তমো বিক্ষোভিত ইন্দ্রিয়-সমূহের অবসাদ অথবা ঘোর কোলাহলের অবসানে, কোনও সময়ের জন্য সাত্ত্বিকভাবের উদ্রেক হইলে, কেবল সেই সময়েই—জীবনের সেই শান্ত মুহূর্ত্তের ভিতর হইতেই গিরি-তরঙ্গিনীর কলধ্বনির মতই সকরুণ—চির বিরহখিন্ন জীবাত্মার অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তমো ও রজভাবের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া, যদিও আমরা মায়া-নিগড়বদ্ধ ব্যথিত জীবের বেদনার গান প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারি না, তথাপি—এই বিশ্বব্যাপী নিখিল-প্রাণীর অন্তর হইতে যে অতৃপ্তি ও অস্থিরতা নিরন্তর বহির্জগতে প্রকাশ পাইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহারই মূলদেশে উপনীত হইতে পারিলে তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, ইহা অপর কিছুই নহে—ইহা সেই স্বপদচ্যুত—রোরুদ্যমান্—ব্যথিত আত্মারই অস্তিত্ব-সংবাদ।

নিত্যবদ্ধ জীবাত্মার অব্যক্ত ক্রন্দন।

শাস্ত্র বলেন, মৃগনাভি ও তাহার গন্ধের ন্যায় অথবা সূর্য্য ও তাহার কিরণাবলীর ন্যায় শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তি আছে। মৃগমদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে তাহার সৌরভ কিম্বা সূর্য্য হইতে তাহার কিরণপুঞ্জ অভিন্ন না হইয়াও যেমন কারণ ও কার্য্য কিম্বা আশ্রয় ও আশ্রিতাদি ভেদে ভিন্ন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ হইতে তদীয়া শক্তি অপৃথক্ হইয়াও কারণ ও কার্য্য, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক, ইত্যাদি রূপে নিত্যই পৃথক্।

শক্তি ও শক্তি-মানে সম্বন্ধ।

সূর্য্য-বিরহিত কিরণ ও কিরণ-বিরহিত সূর্য্যের অস্তিত্ব যেমন সম্ভব হয় না, ভগবানকে বাদ দিয়া তচ্ছক্তির কল্পনা এবং শক্তিকে বাদ দিয়া ভগবানের কল্পনা করাও সেইরূপ অসম্ভব। একমাত্র শ্রীভগবান্ই সর্ব্বাধীশ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণ-পরতত্ত্ব হইলেও ("মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"—গীতা ৭।৭) জানিতে হইবে, ভগবানে ও ভগবৎ শক্তিতে পরস্পর একই সময়ে ভিন্নও হয়েন, অভিন্নও হয়েন, আবার ভিন্নও নহেন, অভিন্নও নহেন,—এমন এক পরমাশ্চর্য্য ও অচিন্তনীয় ভিন্নাভিন্ন-তত্ত্ব। দুর্ঘট বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহাতেই যুগপৎ সংঘটিত হয় বলিয়াই তিনি ভগবান্—তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বশক্তিমান্! এই অচিন্ত্য শক্তিমত্তাই ভগবানের ভগবত্তার নিদর্শন। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদত্ব যে যুগপৎ ও অচিন্তনীয়, গীতোক্ত (৯।৪-৫) শ্রীভগবৎ বাক্যের এই যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ

"এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময়॥
আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমাতে জগত বৈসে, না আমি জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥"

তুবড়ী হইতে যেমন অগ্নির উৎস উঠিতে থাকে, তেমনি কারণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে তাঁহার শক্তি-কার্য্যের ফোয়ারা নিত্যই উৎসারিত হইতেছে। তুবড়ী যেমন আলোক, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম এই ত্রিবিধ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইয়া, তদাশ্রয় বা তৎকারণ রূপে নিজেও স্বতন্ত্র অবস্থান করে, সেইরূপ অনন্ত শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান্, নিজ নিখিল শক্তিকে প্রধানতঃ ত্রিবিধরূপে প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বতন্ত্র-স্বরূপে নিত্যই বিরাজমান্ রহিয়াছেন। ত্রিবিধ ভগবচ্ছক্তি,— পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন ;—

শ্রীভগবান্ ও ভগবচ্ছক্তিত্রয়।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ (বিষ্ণু পুঃ)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া, এই ত্রিবিধা শক্তি আছেন ; তদীয় স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য্য এবংবিধ শক্তিকে মায়াশক্তি কহে।

পরাশক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ;—ইহা অগ্নির প্রভা-স্থানীয়া ; ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি ;—ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ স্থানীয়া ; মায়াশক্তির নামান্তর বহিরঙ্গা বা জড়শক্তি ;—ইহা অগ্নির ধূম স্থানীয়া ; ('যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগধূমা বিনিশ্চরন্তি' বৃঃ আঃ) আর স্বয়ং শ্রীভগবানই কেবল তৎকারণ স্বরূপ—অগ্নি স্থানীয়।

এক অখণ্ড শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ অশেষ বসুধাদিরূপে পরিণত হইয়াও যে, নিজ মায়াতীত স্বতন্ত্র ও সবিশেষ স্বরূপে বা শক্তিমৎরূপে নিত্যই বিরাজিত রহিয়াছেন, অগ্নি ও তৎপ্রভার দৃষ্টান্ত দ্বারা, শাস্ত্র সেই শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ এক অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্নত্বের রহস্য অতি সহজ কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ; যথা—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণোশক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥ (বিষ্ণু পুঃ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ অগ্নি যেমন যুগপৎ একদেশ স্থিত হইয়াও স্বকীয় প্রভা দ্বারা বহুস্থান ব্যাপী হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীহরি সবিশেষে এক-দেশবর্ত্তী হইয়াও নিজ শক্তিদ্বারা অখিল জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

জীব ও জড়শক্তির সমষ্টিই বিশ্ব-সংসার। তন্মধ্যে জীব চিৎ-কণ অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তির অংশ বা স্ফুলিঙ্গ স্থানীয় বলিয়া প্রকাশ-স্বভাব; আর জড়, অচিদ্ বা অচৈতন্য-শক্তি বলিয়া, উহা ধূমের মতই আবরক বা অপ্রকাশস্বভাব। জীবশক্তি ও জড়শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবময়ী। শ্রুতিও জীবকে স্ফুলিঙ্গের মতই অণু ও বহু বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন;—

তটস্থা বা জীবশক্তির চিদণুত্ব ও বহুত্ব।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক উঃ)

অর্থাৎ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে অগ্নি সদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গকণা বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অসংখ্য—অপরিমিত চিৎকণ বা চিদণু-পুঞ্জকেই জীবরূপে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন;—

কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
(শ্রীভাগবতে—শ্রুতিঃ ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

তাহা হইলে বুঝিলাম এই যে, অগ্নিরাশি হইতে যেমন তৎসদৃশ অসংখ্য অগ্নিকণা বা স্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবান্ হইতে সচ্চিদানন্দের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বা চিৎ-পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিনিঃসৃত হইয়া, সৃষ্টির অবসানে তাঁহাতেই বিলীন ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনরায় সৃষ্টির সহিত তাঁহা হইতেই ব্যক্ত হইতেছে। এই অপরিসংখ্যেয় চিদণুপুঞ্জই "জীব" নামক নিত্য বস্তু ; যাহার আয়তন কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

(শ্রীচরিতামৃতে)

ঈশ্বরের সহিত জীবশক্তির ও জড়শক্তির সম্বন্ধ।

স্ফুলিঙ্গ ও ধূম একই অগ্নির শক্তি হইলেও যেমন অগ্নির আলোক ও উত্তাপাদি স্বরূপগত ভাব, তৎস্ফুলিঙ্গেই নিহিত থাকে কিন্তু ধূমে নহে, সেইরূপ জীব ও জড় এই উভয়বিধ শক্তি একই ঈশ্বরের হইলেও, তদীয় স্বরূপগত বা তদন্তরঙ্গ ভাব সকল, স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় জীবেই নিহিত আছে, কিন্তু ধূম স্থানীয় বহিরঙ্গ জড় বা মায়া শক্তিতে তাহা নাই। আবার কারণ-স্বরূপ অগ্নিরাশির ধর্ম্ম, তৎকার্য্য-স্বরূপ স্ফুলিঙ্গে নিহিত থাকিলেও যেমন অগ্নিতে পূর্ণরূপে ও স্ফুলিঙ্গে অংশতঃ অবস্থিত, তেমনি সচ্চিদানন্দাদি নিজস্বরূপগত ভাব সকল, ভগবানে পরিপূর্ণরূপে ও চিৎকণ জীবে কণ পরিমাণে অবস্থিত জানিতে হইবে। ঈশ্বর বিভু চৈতন্যস্বরূপ ও জীব অণু-চৈতন্য ; চৈতন্যাদি ধর্ম্মে উভয়ে অভিন্ন হইয়াও, এই বিভুত্ব ও অণুত্বের মহা ব্যবধান—জীব ও ঈশ্বরের ভিন্নতা বা ভেদপক্ষ সৃজন করিয়াছে। এই বিভুত্ব ও অণুত্বের পার্থক্যবশতঃই ঈশ্বর মায়াধীশ ও স্বতন্ত্র এবং জীব মায়াধীন ও পরতন্ত্র হইয়া থাকেন। সূর্য্যের প্রভাবের নিকট তিমিররাশি পরাভূত হইলেও যেমন সেই তিমির খদ্যোতের ক্ষীণদ্যুতিকে পরাভব করিয়াই থাকে, সেইরূপ বিভু-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্যের পার্থক্য বশতঃ মায়া শ্রীভগবৎ সমীপে সর্ব্বদাই বিলজ্জমানা হইয়াও স্বরূপ-বিস্মৃত ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া,জড়ীয় দেহকেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আমি" ও দেহ সম্পর্কীয় জড় বিষয় সকলকে "আমার" বলিয়া বোধ করাইয়া থাকে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টি পথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, নির্ব্বোধ জীব সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া "আমি" ও "আমার" এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

একই অভিন্ন বস্তুর বিভুত্ব ও অণুত্ব বা অংশিত্ব ও অংশত্বের পার্থক্যে স্বভাবেরও ভিন্নতা সংঘটিত হয়। শাস্ত্রে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ;—

বনানি দহতে বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবঃ॥

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রবল দাবাগ্নির বনদহন কার্য্যে সমীরণ অনুগত সখার ন্যায় সাহায্য করিয়া, সেই সমীরণই আবার ক্ষুদ্র দীপশিখার পক্ষে বিনাশের কারণ হইয়া থাকে ; অতএব ক্ষুদ্রত্বের কোন স্থলেই গৌরব নাই।

শ্রুতি, পরমেশ্বরকে বিভু-সচ্চিদানন্দ ("মহান্তং বিভুমাত্মানং—" কঠঃ উঃ—১।২।২২) এবং জীবকে অণু-সচ্চিদানন্দ ("এষোঽণুরাত্মা—" মুণ্ডকঃ উঃ—৩।১।৯) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ হইলেও "জীব" আখ্যাত সেই চিদ্-পরামাণু অনাদিকাল হইতেই নিজ অণুত্ব ও পরমাশ্রয় পরমেশ্বর হইতে বহিশ্চরত্ব নিবন্ধন, মায়ার অবিদ্যা নামক পাশ দ্বারা সংবদ্ধ হইয়াছে। ভগবদ্-বৈমুখ্যরূপ ছিদ্র বা দোষই জীবের পক্ষে মায়াধীনতার কারণ হইলেও, অনাদিত্ব নিবন্ধন উক্ত কার্য্য কারণ উভয়কেই যুগপৎ সংঘটিত বলিয়াই জানা আবশ্যক। যেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বীজই বৃক্ষের কারণ রূপে প্রসিদ্ধ থাকিলেও, উভয়েই অনাদিসিদ্ধ বলিয়া বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না, সেইরূপ জীবের ঈশ-বিমুখতা ও মায়া-বশ্যতার মধ্যে যথাক্রমে কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধ থাকিয়াও উহা অনাদিসিদ্ধ বলিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে ও কোন্‌টি পশ্চাতে এরূপ বিচারের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। আলোক ও অগ্নিতে নিত্যই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিয়াও যেমন উহাদের অনাদিত্ব নিবন্ধন উভয়ই যুগপৎ জানিতে হইবে, সেইরূপ জীবের পক্ষে অনাদি কাল হইতে ঈশ-বিমুখতাই মায়াধীনতার কারণ হইয়াও উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত।

জীবের ঈশ-বিমুখতা ও মায়াধীনতার অনাদি-সিদ্ধত্ব।

কৃষ্ণভূলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

(শ্রীচরিতামৃতে)

অনাদিকাল হইতেই জীবের এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বা ভগবৎ-বৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, সংসার দুঃখ প্রদানরূপ দণ্ডবিধান পূর্ব্বক জীবকে সংশোধন মানসে, মায়া, নিজ "আবরিকা" ও "বিক্ষেপিকা" নামক বৃত্তি বিশেষ দ্বারা যথাক্রমে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবরণ পূর্ব্বক, জড়ীয় দেহ-গেহাদি বিষয়ে "আমি" ও "আমার" এইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকেন। আত্ম-বিস্মৃতির এই বিষময় ফলস্বরূপ জড়সঙ্গ ও জড়ীয় কর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বকর্ম্মানুরূপ যে বারম্বার বিবিধ প্রকার দেহ-সংযোগ ঘটে, তাহারই অপর নাম "সংসারগতি"। সংসারগতি-প্রাপ্ত জীবমাত্রকেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বা ত্রিতাপের সহিত, ঈশ্বর হইতে জড়রূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ বশতঃ সর্ব্বদা ভবভয়ে ভীত হইতে হয়। শ্রীভাগবতের

জীবের সংসার গতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রোপাখ্যানে জীবের ভবভয়ের কারণ সম্বন্ধে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

অর্থাৎ পরমেশ্বর বিমুখ জীবের মায়া কর্ত্তৃক স্বরূপ বিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন দেহাদিতে আত্মাভিমান ঘটে; দ্বিতীয় বিষয় যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইতেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীগুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের ভজন করিবেন।

চৈতন্য বা জ্ঞান, চিৎকণ জীবের ধর্ম্ম,—উহা জড়ের ধর্ম্ম নহে। জড় দেহে যে শীত গ্রীষ্মাদি ও সুখ দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে, সেই অনুভূতি জড় দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম নহে,—চিন্ময় আত্মারই ধর্ম্ম। অগ্নি সন্তপ্ত লৌহদণ্ডে যেমন দাহিকা শক্তি পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ চিৎকণ জীবাত্মার অবস্থান ও অভিনিবেশ বশতঃ অচিদ্ বা জড় দেহেও চৈতন্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তপ্ত লৌহদণ্ডকে সলিলে নিমজ্জিত করিলে যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দাহিকা শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায় ও তখন বুঝিতে পারা যায়, উত্তাপ লৌহে সঞ্চারিত হইয়াছিল মাত্র, বস্তুতঃ উহা অগ্নিরই ধর্ম্ম—লৌহের নহে, সেইরূপ ভৌতিক দেহ জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তখন বুঝিতে পারা যায়, যাহার সান্নিধ্যবশতঃ সেই জড়দেহেও শীতাতপাদির অনুভব হইত, তাহাই চিৎকণ জীব—তাহাই আত্মন্—তাহাই যথার্থ "আমি"।

চিৰ্ম্মদ্ধ সঞ্চারিত জড়ে চেতনা লক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিচন্দন-বিন্দু ললাট প্রদেশে স্থাপিত হইলেও যেমন তাহার সুগন্ধ ও শীতলতা সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিদ্‌পরমাণু জীব, হৃদয়ের একদেশে অবস্থান করিলেও ("হৃদ্যেষ আত্মা"—প্রশ্ন উঃ ৩৬) তাঁহার চিদ্‌প্রভাব সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয়, ইহাই জানিতে হইবে।

জীবাত্মার ব্যাপকত্ব।

অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথাব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন বিপ্রুষঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুঃ)

চিদ্বস্তুর ব্যাপকতা ধর্ম্ম থাকায়, চিৎকণ জীবেরও ব্যাপকতা লক্ষণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। যেমন প্রদীপ-শিখা একদেশস্থ হইলেও স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমগ্র গৃহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, চিদণু জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহের একদেশস্থ হইয়াও সমগ্র দেহে নিজ চেতনাশক্তি বিস্তার করেন।

যাহা কখন কোনও কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই নিত্যবস্তু, এবং যাহার কোনও বিকার বা ভাবান্তর নাই তাহাকেই নির্ব্বিকার বস্তু কহে। চিদ্‌বস্তুই নিত্য ও নির্ব্বিকার। জীব, চিৎকণ বলিয়া, জীবাত্মাও নিত্য ও নির্ব্বিকার পদার্থ। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর যে বস্তুর অভাব ঘটে, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, তাহাকেই অনিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। যে বস্তুর স্বরূপগত পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই বিকারী বস্তু। অনিত্যতা ও বিকৃতি জড়ের ধর্ম্ম। চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব; সুতরাং যে বস্তু নিত্য ও নির্ব্বিকার, তাহাই চিদ্‌বস্তু এবং যাহা অনিত্য ও বিকারশীল, তাহাকেই জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। চৈতন্য ও জড়ের পার্থক্য নির্ণয়ে ইহাই প্রধান লক্ষণ।

অবিকার ও বিকার লক্ষণে আত্ম ও অনাত্ম নির্ণয়।

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে অবিদ্যা বশতঃ জীব যে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আমি" বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ ঐ সকল পদার্থের কেহই "আমি" বা আত্মবস্তু হইতেই পারে না, যেহেতু আত্মা চিদ্‌বস্তু ; সুতরাং অবিকারী ও নিত্য। দেহের যখন উৎপত্তি ও বিনাশ পরিলক্ষিত হয়, দেহের যখন কৃশতা ও স্থূলতাদি বিকার স্পষ্টতঃই পরিদৃষ্ট হয়, তখন এই অনিত্য ও বিকারশীল দেহ যে আত্মবস্তু নহে—জড়বস্তু, তাহা নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি। আবার অন্ধতা-বধিরতাদি বিকার কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়বর্গকে, হিক্কা-শ্বাসাদি বিকার কর্ত্তৃক প্রাণকে, ও কাম ক্রোধাদি বিকার কর্ত্তৃক মনকে যখন বিকৃত হইতে দেখা যায়, তখন ইহারাও যে জড়বস্তু—আত্মবস্তু নহে, ইহা সুনিশ্চয়। বুদ্ধিকেও যখন সুষুপ্তি অবস্থায় নিজ কারণীভূত অবিদ্যায় বিলীন হইতে দেখা যায়, তখন উৎপত্তি ও বিলয়ধর্ম্মী বুদ্ধিও যে আত্মবস্তু নহে—জড়বস্তু, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আকাশ যখন স্বরূপতঃ নির্ম্মল হইয়াও সময় বিশেষে ধূলি ও ধূম সংলিপ্ত বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের অতীত ও সাক্ষী হইয়াও যিনি তৎসংলিপ্তের ন্যায় "বিশ্ব", "তৈজস" ও "প্রাজ্ঞ" নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন,—দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত ঘুমাইয়া পড়িলেও, যিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলেন,—সমস্ত অনুভব ও স্মরণ করেন, তিনিই "জীব" নামক আত্মবস্তু। কোষের মধ্যে যেমন অত্যুজ্জ্বল তরবারি সংরক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ নামক দেহের অভ্যন্তরে যে চৈতন্যবস্তু নিজে প্রকাশিত থাকিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই জীব—তিনিই আত্মবস্তু। অচেতন দেহাদি জড়বস্তু এই জীবাত্মার চৈতন্য-শক্তিতেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ংই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভারত! যেমন সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী—জীবাত্মা এই সমগ্র দেহরূপ ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ।

অন্ধকার জগৎ কিরণালোকে প্রকাশিত হইলেও, সূর্য্যই যেমন কিরণাবলীর আশ্রয় ও কারণ স্বরূপ হওয়ায়, সূর্য্যকেই জগৎপ্রকাশক বলা হইয়া থাকে, তেমনি চিদ্‌কিরণকণা-স্বরূপ জীব-চৈতন্যের সান্নিধ্য নিবন্ধন জড়-দেহাদিতে চৈতন্যলক্ষণ প্রকাশিত হইলেও, জীবশক্তির আশ্রয় ও কারণ স্থানীয় যিনি,—সেই অনন্তজ্ঞানময় চিৎ-সূর্য্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকেই তাহার পরমকারণ বলিয়া অবগত হইতে হইবে। সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান্ নিজ অবিচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা এক ও অখণ্ড হইয়াও প্রত্যেক জীবদেহের অভ্যন্তরে "পরমাত্মরূপে" অবস্থান করিয়া থাকেন। তদীয় অধিষ্ঠান বশঃতই জীবের সত্তা ও জড়ের সত্তা বিধৃত হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন কিরণপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয় না, দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন আলোক-রশ্মি দৃষ্টি গোচর হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ পরমাত্মরূপে সর্ব্বজীবদেহের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত না থাকিলে,সেখানে তৎ-শক্তি স্থানীয় জীবের অস্তিত্বও অসম্ভব হয়; চিৎকণ জীবাত্মাই অচৈতন্য জড়দেহাদিতে চেতনা-সঞ্চার কার্য্যের কারণ হইলেও, সেই জীবাত্মারও আশ্রয় ও কারণ স্বরূপ বলিয়া, পরমাত্মা—পরমেশ্বরকেই উহার পরমকারণ জানিতে হইবে। অনাদি অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব, স্বীয় কর্ম্মোপলব্ধ দেহে আত্মাভিমান পূর্ব্বক যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, পরমাত্মাও সেই দেহস্থিত জীবের পরমাশ্রয়রূপে সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।

একই জীবদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও, অনাদি ঈশ্বর বহির্মুখ ও অণুচৈতন্য বলিয়া জীবেরই কর্ম্মলিপ্ততা জানিতে হইবে; পরমাত্মা মায়াধীশ ও বিভুচৈতন্য-স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে যে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবিদ্যাকৃত কর্ম্মলিপ্ততা অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক জীবদেহের অন্তর্যামী—পরমাত্মা, নিজে নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ ভাবে থাকিয়া, জীবের কর্ম্ম ও তৎফলভোগ অবলোকন করিতেছেন মাত্র। তাই শ্রুতি, একই জীবদেহরূপ বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ও পরম সখ্যভাবাপন্ন যুগল বিহঙ্গম সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বর্ণন করিয়া, একের কর্ম্ম-লিপ্ততা ও অপরের নির্লিপ্ততার কথা ঘোষণা করিয়াছেন ;—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (শ্বেতাশ্ব উঃ)

অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয় একত্র সমান-ভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ; তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন (পরমাত্মা) ফলভুক্ না হইয়া কেবল দর্শন করেন।

পরমাত্মাই জীবাত্মার চিরাশ্রয় ও চিরসখা।

জীব স্বকর্ম্মবশে পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করিয়া যখন দেহান্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য গমন করে, তখন সকল আত্মীয়—সকল বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও জীবের সেই সহায়হীন অবস্থায় যিনি একমাত্র সঙ্গী হইয়া থাকেন, তিনিই জীবের আত্মা হইতেও প্রিয়তর সেই পরমাত্মা। জীব স্বকর্ম্মবশে স্থাবর, জঙ্গম, দেব. মনুষ্য, ক্রিমি, কীট, মান্য বা ঘৃণ্য যে কোনও দেহ পরিগ্রহ করুক্ না কেন,—কোনও সময়ের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া, চির-জীবনের চির-সহচর রূপে যিনি জীবের সহিত সেই সেই দেহে অনুগমন করেন, তিনিই জীবের সেই পরমাশ্রয়—পরমাত্মা। সংজ্ঞাহারা সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার বিকারাচ্ছন্ন শীর্ণ মুখের দিকে আরোগ্যের লক্ষণ দেখিবার আশায় জননী যেমন দিন রাত

২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকেন, সেইরূপ অবিদ্যার বিকারঘোরে দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক সংসার-স্বপ্নে নিমগ্ন জীবকে যিনি স্নেহাঙ্কে ধারণ করিয়া দেহ মধ্যে উপবিষ্ট থাকেন, তিনিই জীবের সেই পরম বান্ধব—পরমাত্মা। পথভ্রান্ত পথিকের মত কর্ম্মের বোঝা স্কন্ধে লইয়া জীব অবিশ্রান্ত সংসার পথে ছুটিয়াছে,আর জীবাত্মার আত্মা যিনি—জীবের সেই পরমসখা পরমাত্মা চির-সাথীরূপে নিরন্তর তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন—তাহার সত্তা-সংরক্ষণ করিবার জন্য। সংসার মরুপথে জীব ও ঈশ্বরের এই সম্মিলিত মহা-অভিযানের অন্তরালে এক মহান্ উদ্দেশ্য লুকান রহিয়াছে ; সে উদ্দেশ্য এই যে—সংজ্ঞাহারা জীব কোনও ভাগ্যে চেতনা লাভ করিয়া যে মুহূর্ত্তে নিজ স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অবগত হইবে,—যে দিন জীব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে, যাহার অন্বেষণে অনাদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহির্জগতের দিকে সে ছুটিয়াছে, সেই "সুখ" নামক বস্তুর মূল-উৎস বাহিরে নহে—অন্তরে, যে দিন এই রহস্য অবগত জীব, তাহার বহির্মুখতা অবরোধ করিয়া পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিবে,—অন্তর্মুখী হইবে, তৎক্ষণাৎ আপন হইতেও আপনার যিনি সেই পরম-প্রিয় পরমাত্মা, জীবকে বুকের উপর টানিয়া লইবেন। কবে কোন্ দিন অবিদ্যার ঘনান্ধকারের ভিতর হইতে জীবের সেই স্বরূপভাব জাগিয়া উঠিবে,—সেই একটি শুভ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় যিনি অনাদিকাল হইতে জন্মে জন্মে-জীবনে মরণে জীবের চিরসঙ্গী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, তিনিই জীবের সেই কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—পরমাত্মা। প্রিয়তমা কান্তা, প্রিয়তম কান্ত কর্ত্তৃক বাহুপাশে দৃঢ়বদ্ধ হইলে, আনন্দের আতিশয্য-নিবন্ধন যেমন আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা আত্মবিস্মৃত জীবের কোনও ভাগ্যে স্বরূপভাব জাগিয়া উঠিলে, তখন পরমাত্ম-বস্তুর সন্দর্শন লাভে ও তৎকর্ত্তৃক নিবিড় আলিঙ্গন সুখে, পুনরায় আত্মবিস্মৃতি

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনানন্দ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘটিয়া থাকে। জীবের পক্ষে উক্ত উভয় প্রকার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মহান্ পার্থক্য এই যে, একটি অবিদ্যাকৃত ও অপরটি আনন্দোত্থিত। অবিদ্যাকৃত আত্মবিস্মৃতির নাম জড়ত্ব, আর আনন্দোত্থিত আত্মবিস্মৃতি যাহা, তাহাই পূর্ণ-অভিব্যক্ত জীবত্বের পূর্ণ পুরস্কার।

তাই শ্রুতিও উক্তপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারাই, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন জনিত আনন্দের কিঞ্চিৎ অভাস জীব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ;—

"তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিস্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিস্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" (বৃহদারণ্যক উঃ)

অর্থাৎ যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই অনুভব করে না, তদ্রূপ জীব, প্রাজ্ঞ পরমাত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া, কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারেন না।

চিৎকণ জীবাত্মা ও তদাশ্রয় পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই যেমন অচিদ্ বা জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিতে চেতনা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ জড়ীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত যে এক বিরাট্ জীবনী-শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহারও মূলে জীবশক্তি ও তদন্তর্যামী পরমাত্মার অচিন্ত্য প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যষ্টি জীবের আশ্রয়স্বরূপে যিনি এক ও অখণ্ড হইয়াও, নিজ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা প্রত্যেক জীবদেহে পৃথক ভাবে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, স্বীয় শক্তি-স্থানীয় জীব-চৈতন্যের দ্বারা জড়দেহে চেতনা প্রদান করেন, সেই পরমাত্মাই আবার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীব-চৈতন্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে জীবনী-শক্তি সঞ্চার

জীবদেহের ন্যায় জগদ্দেহেরও পরিচালনাদির মূলে অন্তর্যামী পরমাত্মা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতেছেন। "নিয়ামক-শক্তি" নামে যাহা জড়জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, অন্তর্যামী পরমাত্মাই সে শক্তির মূল আশ্রয়। তদীয় সত্তায় নিখিল পদার্থের সত্তা বিধৃত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরমাত্মার অধিষ্ঠান-কাল পর্য্যন্তই দেহ যেমন শবাকারে পরিণত হয় না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও সেই কাল পর্য্যন্তই প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয় না—যে পর্য্যন্ত পরমাত্মা অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। যাহা কিছু স্থূল,—যাহা কিছু সূক্ষ্ম,—তিনি সকলেরই অন্তর্যামী।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" (তৈত্তিরী উঃ)

অর্থাঃ তিনি (পরমেশ্বর) এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং তৎ অর্থাৎ অমূর্ত্ত তিনি উভয়ই হইলেন।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্থানীয় জীবদেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ যে নিয়মে সংঘটিত হয়, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সেই একই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব অণু-চৈতন্য ও পরমেশ্বর বিভু-চৈতন্য বলিয়া, জীবে অল্পাকারে ও পরমেশ্বরে পূর্ণাকারে নিয়মণী শক্তি অবস্থিত। "নিয়ম" চৈতন্যের ধর্ম্ম—জড়ের ধর্ম্ম নহে। জড়বস্তুকে নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতে দেখিলেও, সেই নিয়মের নিয়ন্তৃরূপে চিদ্‌বস্তুকে অবস্থিত বলিয়া জানিতেই হইবে। চৈতন্যই নিয়মের প্রবর্ত্তক; জড়বস্তু তদধীনে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র। দেহপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েই জড়বস্তু; সুতরাং উভয়কেই চিদ্‌বস্তুর সহায়তা বা আশ্রয় লাভ করিয়াই নিয়মিত হইতে হয়। পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃ দেহ যেমন বিধৃত ও বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশরাদি বিবিধ নিয়মে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ অন্তর্যামী পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই মহাশূন্যে বিধৃত ও পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নাদি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষাদি বিবিধ নিয়মে অনুবর্ত্তিত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবাত্মার আত্মা যিনি, সেই পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্তই যেমন তাহাতে রস-রক্তাদি সঞ্চালিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণন ক্রিয়া চলিতে থাকে, কেশ, লোম, অশ্রু, নখাদির উদ্গম ও ক্ষুৎ-পিপাসা, জাগর, নিদ্রা, আশা, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবান্তর সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল বিশ্বাত্মা যিনি,—সেই পরমেশ্বর—পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেই পর্য্যন্তই অনন্ত সৌরজগৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সীমায় ভ্রাম্যমান্ হইয়া থাকে,—সেই পর্য্যন্তই অপার জলধিজলে তরঙ্গোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় ও নদ নদী সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্তগতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে ; বিশ্বাত্মারূপে বিশ্বপতি যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ও শুষ্কতার পর বর্ষার বারিধারায় জগৎ সিঞ্চিত হয়, হিম-ঋতুর জড়তা ও অবসাদের অবসানে বসন্তের নবীনতায় ও নবোৎসাহে ধরিত্রী নূতন হইয়া উঠে, —সেই পর্য্যন্তই দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, সম্বৎসরাদি কালাবয়ব সকল ও বিদ্যুৎ, বায়ু, বর্ষা কুয়াসা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; পরমেশ্বর—পরমাত্মা যে পর্য্যন্ত বিশ্বের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পর্য্যন্তই ধূসর ধরণীপৃষ্ঠে শ্যামল শস্য ও সুন্দর তরুলতাদির উদ্গম হয়,—সেই পর্য্যন্তই বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে, বৈচিত্রময় বিবিধ পত্র, পুষ্প ও ফলের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই পর্য্যন্তই স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক দণ্ডে দশবার নিজ সন্তানকে সাজাইবার প্রয়াসের মতই, যেন কাহার ইচ্ছায় বসুন্ধরাকেও ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে—নূতন বর্ণে—নবীন সজ্জায় সজ্জিত হইতে দেখা যায়। জড়বিশ্বের এই সমস্ত সজীবতা, ইহা জড়ের আত্মমহিমা নহে,—ইহা সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারই অধিষ্ঠান মহিমা। পরমাত্মা, জীবের সহিত স্থূল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে, যেমন দেহভাব বিনষ্ট হইয়া

বিশ্বাত্মরূপে পরমাত্মার অধিষ্ঠান হেতু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াশীলতা ও সজীবতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎকারণীভূত ক্ষিত্যাদি ভৌতিকভাবের সহিত উহা বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত যিনি,—সেই পরমাত্মা যখন একযোগে ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীবের সহিত উৎক্রান্ত হয়েন, তখনই এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ প্রলয়পয়োধিজলে—কারণার্ণব-সলিলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই সমস্ত বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহারই অধিষ্ঠানে—তাঁহারই নিয়মে—তাঁহারই অনুশাসনে জীব ও জগৎ নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে। জড়বাদপ্রমত্ত - অজ্ঞানান্ধ জীবগণকে জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিবার জন্য, তাই জলদগম্ভীর স্বরে জননী শ্রুতি বলিতেছেন,—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোऽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোऽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেত্যাদি"। (বৃহদারণ্যক উঃ)।

অর্থাৎ (যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন) হে গার্গি! ঐ অক্ষর পুরুষের শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উঁহারই শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক নিস্থিত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উঁহারই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকল বিধৃত ও অবস্থিত রহিয়াছে; উঁহারই প্রশাসনে হিমালয়াদি পর্ব্বত সকল হইতে উৎপন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নদী সকল দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে;—ইত্যাদি।

জীবদেহ যেমন ব্যষ্টি-জীবের শরীর বা অধিষ্ঠান, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি সমষ্টি-জীবের শরীর বা অধিষ্ঠান। এক এক ব্রহ্মাণ্ডগত জীব-সমষ্টির নাম "হিরণ্যগর্ভ"; ইনিই "ব্রহ্মা" নামে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা সমষ্টি-জীবের অধিষ্ঠাত্রী রূপ বা সমূর্ত্তভাব। দ্রবময়ী গঙ্গা ও যাহা গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী রূপ—সেই মূর্ত্তিমতী গঙ্গায় যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জীব-সমষ্টি বা "হিরণ্যগর্ভ" ও তদধিষ্ঠাত্রী রূপ বা "ব্রহ্মা" এক ও অভিন্ন স্বরূপ; অতএব ব্যষ্টি-জীবের সহিত দেহান্তর্যামী পরমাত্মা উৎক্রান্ত হইলে যেমন ব্যষ্টি দেহের বিনাশ ঘটে,

ব্রহ্মা, জীব-সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠাত্রী রূপ বা সমূর্ত্তভাব।

সেইরূপ দ্বিপরার্দ্ধকালাবসানে জীবসমষ্টি বা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী পরমাত্মা যখন উৎক্রমণ করেন, তখন চতুর্দ্দশ-ভুবনাখ্য সমষ্টি-জীবদেহ প্রলয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষে লীন হইয়া থাকে। যুগপৎ সমষ্টি-জীবের প্রারব্ধক্ষয়ে ও সমষ্টি জীবের ভোগ সাধন করিতে করিতে প্রকৃতিশক্তির জীর্ণতা উপস্থিত হইলে, অনন্ত জীবশক্তির সহিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যখন এইরূপে পরমেশ্বরেপ্রলয়লীনহইয়া যায়, তখন নাম-রূপ বিশিষ্ট সংসার বিদ্যমান না থাকায়, স্বরূপ-বৈভবের সহিত একমাত্র পরমেশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন। ("একোহি বৈ নারায়ণ আসীৎ"।—মহোপনিষদ্)। লীলাময় পরমেশ্বরের পুনরায় সিসৃক্ষা বা বিশ্বসৃজনেচ্ছার উদয় হইলে, (সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"।—তৈত্তিরী উঃ) তদীয় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রলয়লীন জীব ও জড়জগৎ কারণভাব হইতে পুনরায় কার্য্যভাবে ব্যক্ত হয়। এইরূপ অনন্ত জীবের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়, অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে।

জীবদেহের ন্যায় জগদ্দেহেরও প্রলয় ও সৃষ্টি প্রণালীর অভিন্নতা।

একই পরমেশ্বর, বিবিধ প্রকার বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত নিজ অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা বিবিধ মূর্ত্তিতে ও বিবিধ নামে নিত্যই প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি যুগপৎ অনন্ত মূর্ত্ত হইয়াও এক, এবং এক হইয়াও অনন্ত মূর্ত্ত। সেই একই পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বর

অচিন্ত্য ও সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবানের বহু মূর্ত্তি ভেদেও একাত্মতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যখন স্বাংশ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে, প্রকৃতির অন্তর্যামিরূপে, তাহার সত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই প্রথম পুরুষাবতার বা "কারণার্ণবশায়ী" মহাবিষ্ণু আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রলয়লীন বিশ্বকে পুনরায় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তিনিই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন; প্রথম পুরুষের সৃষ্টি-সংকল্পই তাঁহার প্রকৃতীক্ষণ। পুরুষের ঈক্ষণে সমা প্রকৃতি বিষমা হয়; তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই প্রথম পুরুষাবতারই আবার এক হইয়াও যখন অনন্তমূর্ত্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে তাহার সত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার বা "গর্ভোদকশায়ী"—নামে অভিহিত করা হয়।

প্রথম পুরুষাবতার।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

তাঁহারই নাভিকমল হইতে সমৃণাল-কমলাকার চতুর্দ্দশভুবনের সহিত সমষ্টিজীব বা হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন। সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতারই আবার এক হইয়াও যখন অনন্তপ্রকাশে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডগত ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামিরূপে পৃথক পৃথক জীব সত্তা সংরক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকেই তৃতীয় পুরুষাবতার বা "ক্ষীরাব্ধিশায়ী" নামে শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতারই সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। সেই একই পরমেশ্বর সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতির অন্তর্যামী থাকিয়া প্রকৃতিকে শক্তিশালিনী করিতেছেন; তিনিই বিশ্বাধার ও বিশ্বাত্মরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা ধারণ করিতেছেন;—তিনিই পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের সত্তা সংরক্ষণ করিতেছেন। সেই পরমাত্মাই জীবাত্মার আত্মা,—সেই পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয়। উক্ত পুরুষাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

তৃতীয় পুরুষাবতার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" (সাত্বততন্ত্রে)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম প্রথম পুরুষ; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামী, তাঁহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ, এবং যিনি সর্ব্বভূতের বা ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী তাঁহার নাম তৃতীয় পুরুষ।

দীপরশ্মির স্বরূপ বিদিত হইতে হইলে যেমন দীপশিখার সমীপে উপনীত হইতে হয়, তেমনি জীবাত্মার স্বরূপ অন্বেষণ করিতে যাইয়া স্বতঃই পরমাত্ম-স্বরূপের পরিচয় আসিয়া পড়ে। দীপশিখাই রশ্মির আশ্রয় বা কারণ-স্বরূপ হইলেও, নিখিল তেজোপদার্থের সূর্য্যই যেমন পরমকারণ, সেইরূপ পরমাত্মা যাঁহার স্বাংশপ্রকাশ, সেই সর্ব্বাংশী—পরমেশ্বরই সমস্তের পরম কারণ। নিখিল-কারণের কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া যে তত্ত্বের চরণতলে সকল অন্বেষণের অবসান হয়, তাঁহাকেই পরমেশ্বর—পরমতত্ত্ব—পরম দেবতা বলিয়া জানা আবশ্যক। শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই পরম দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের পরম কারণ।

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবঃ"—(শ্রীগোপাল উ; পূর্ব্ব ৪৯) অর্থাৎ সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। কেবল পুরুষাবতার নহেন, নিখিল অবতার—নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ যাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণই সেই অবতারী বা "স্বয়ংরূপতত্ত্ব"।

পরমেশ্বরের যে স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া তদীয় অপরাপর স্বরূপ সকল প্রকাশমান রহিয়াছেন, কিন্তু অপর কোনও স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরের যে স্বরূপটি স্বয়ংসিদ্ধ,—তাঁহাকেই "স্বয়ংরূপ" বলে।

স্বয়ংরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনন্যাপেক্ষী যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥

(লঘুভাগবতামৃতে)

অর্থাৎ যে রূপটি স্বয়ংসিদ্ধ, তাহাকেই স্বয়ংরূপঃ কহে।

তদেকাত্মরূপ।

নিখিল অবতার ও বিলাসমূর্ত্তি সকল অবতারী বা স্বয়ংরূপ হইতে আকারাদি ভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও সেই সকল মূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ বা তদেকাত্মই জানিতে হইবে। শাস্ত্রে তদেকাত্মরূপের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যথা—

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥

(লঘুভাগবতামৃতে)

অর্থাৎ যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদিতে অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহাকেই "তদেকাত্মরূপ" কহে।

স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ অভেদ হইলেও শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপটি অনন্যাপেক্ষী, কিন্তু তদেকাত্মরূপ স্বয়ংরূপাপেক্ষী; অর্থাৎ যাহা স্বয়ংরূপ, তাহা বিলাস ও স্বাংশাখ্য তদেকাত্মরূপের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু বিলাস ও স্বাংশাখ্য তদেকাত্ম-মূর্ত্তি সকল স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়াই বিরাজিত; এই জন্য শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপটই তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব্ব-কারণস্বরূপ অন্যান্য অবতার সকলেরও পরম কারণ।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপকে শাস্ত্র "স্বয়ং-ভগবান্" কহেন; শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই 'স্বয়ং-ভগবান্' বলিয়া শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রকীর্ত্তন করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্,"—(ভাঃ ১।৩।২৮) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অনন্যাপেক্ষী, কিন্তু তদীয় শ্রীনারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি বিলাসমূর্ত্তি সকল এবং শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ও পুরুষাবতারাদি স্বাংশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূর্ত্তিসকল তাঁহা হইতে অভিন্ন বা তদেকাত্ম হইলেও অনন্যাপেক্ষী নহেন, —নিখিল ভগবৎস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষী ; অতএব প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী—পরমাত্মরূপে যিনি জীবাত্মার সত্তা ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, তিনি জীবের আশ্রয় স্বরূপ হইলেও, তাঁহারও কারণ—তাঁহারও অংশী যিনি, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের পরমকারণ—শ্রীকৃষ্ণই জীবের পরমাশ্রয়। পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণাংশ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন ; যথা—

অন্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের হিতার্থ স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা দেহধারী জীবের মতই প্রকাশমান হইতেছেন।

স্বয়ং শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেও ইহা জানা যায় ; যথা,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥ (গীতা)

অর্থাৎ অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা, অর্থাৎ একাংশ—পরমাত্মা রূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়া ছ।

অতএব পূর্ব্বে যে পরমাত্মাকে জীবের পরমাশ্রয় বলা হইয়াছে, তদর্থে স্বাংশ-পরমাত্মার পরাবস্থা বা পরিপূর্ণতা যেখানে, সেই পূর্ণ-পরমাত্মা অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই জীবের পরমাশ্রয় ও সমস্তের পরম-কারণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্ম সংহিতা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর; তিনি অনাদির আদি, সুরভি সকলের পরিপালক এবং সমস্ত কারণেরও পরম কারণ-স্বরূপ।

আত্মাই প্রিয়বস্তু; অতএব পরমাত্মা প্রিয়তর ও পরমাত্মার পরাবস্থ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম হইতেছেন। আত্মবস্তুর পরিপূর্ণতার শেষ সীমা যাহা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজনই জীবের স্বধর্ম্ম ও তাহাতেই জীবের সার্থকতা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ"॥ (শ্রীগোপাল উ; পূর্ব্ব ৪৯) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে, তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করিবে, তাঁহার ভজন করিবে, তাঁহার পূজা করিবে।

জীবের আশ্রয়-স্বরূপ পরমাত্মার পরমাবস্থা যাহা, তাহাই সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; অতএব শ্রীকৃষ্ণই চিৎকণ জীবাত্মার পরম স্বজাতীয়-বিষয় ও পরমাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জীবও সচ্চিদানন্দময় ও নিত্যবস্তু বলিয়া উভয়ে পরস্পর স্বজাতীয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ বিভু ও জীব অণু বলিয়া উভয়ে আশ্রয় ও আশ্রিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত জীবের শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয়।

চিৎকণ জীব স্বরূপতঃ নিত্য-কৃষ্ণদাস।

আশ্রয়তত্ত্ব সেব্য ও আশ্রিততত্ত্ব সেবক ভাবাপন্ন; তাই নিত্যসেব্য শ্রীকৃষ্ণের, জীব নিত্য-সেবক—নিত্যদাস। চিৎকণ জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। চৈতন্যাদিধর্ম্মে অভেদ হইয়াও যুগপৎ বিভু ও অণু, আশ্রয় ও আশ্রিত, সেব্য ও সেবক ইত্যাদি প্রকারে উভয়ে ভিন্ন। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (শ্রীচরিতামৃতে)

জীব স্বরূপতঃ নিত্য-কৃষ্ণদাস হইয়াও যে, নিত্য-মায়াদাস হইয়া রহিয়াছে—জীবকে নিত্য-কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পরিবর্ত্তে যে নিত্য বিষয়-কামনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নলে সন্তপ্ত হইতে হইতেছে,—সেই "মূলে ভুলই" তাহার একমাত্র কারণ। অনাদি বহির্মুখ ও অবিদ্যার আত্মবিস্মৃত জীব, স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও জড়দেহ-পিণ্ডে আত্মভাব আরোপ করায়, তাহার জীবনাঙ্কের আগাগোড়া সমস্তই ভ্রমময় হইয়া যাইতেছে।

জীবের আত্মভাব দ্বিবিধ; চিদাত্মভাব ও জড়াত্মভাব। প্রথমটির গতি ঊর্দ্ধ-প্রবাহিণী ও দ্বিতীয়টির গতি অধঃপ্রবাহিণী; অন্তর্মুখতা ও বহির্মুখতা যাহাদের অপর নাম। এই দ্বিবিধ গতির কোনও একটিকে প্রাপ্ত না হইয়া, কোনও জীব অবস্থান করিতে পারে না। জীবের আত্মভাব অর্থাৎ "আমি" বোধ, চিদাত্মার প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার স্বরূপ ও দেহেন্দ্রিয়াদি জড়ীয় পদার্থে আরোপিত হওয়াই তাহার বিরূপভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়বিধ গতিপথে ধাবিত হইবার সামর্থ্য আছে বলিয়া, জীবকে "তটস্থাশক্তি" নামে অভিহিত করা হয়। "স্বরূপ-শক্তির" অন্তর্গত নিত্যমুক্ত জীবসকল নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত। নিত্যমুক্ত জীব সকল ভগবৎ-পারিষদ নামে কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্বরূপশক্তিরই বিলাস; সুতরাং তাঁহারা তটস্থাশক্তির অন্তর্গত নহেন।

জীবের তটস্থভাব।

যে সকল জীব স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও নিত্যই অবিদ্যা বশতঃ জড়ভাবাপন্ন হইয়া, অধঃপ্রবাহিণী গতিতে মায়া বা জড়-শক্তির অধীনে ভ্রাম্যমান হইতেছে, সেই নিত্যবদ্ধ জীব সকল তটস্থাশক্তিতে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল নিত্যবদ্ধ জীবই কোনও দিন সাধু-বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হইলে, তখন ঊর্দ্ধ-প্রবাহিণী গতি অবলম্বন করিয়া, আবার স্বরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উক্ত উভয় প্রকার জীবের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে;—

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব দ্বিবিধ প্রকার।

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ, কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

চিদ্‌বস্তু ও জড়বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় ভাবাপন্ন। পূর্ণ-স্বজাতীয় ভাবকে প্রাপ্ত হওয়াই অপূর্ণ-স্বজাতীয় পদার্থমাত্রের স্বাভাবিক প্রয়াস। তাই ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিত হইতে চায়, ক্ষুদ্রবায়ু মহাবায়ুর দিকে ছুটিয়া যায়, অগ্নিকণা মহা-অনলের অন্তরে আপনাকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়, জলবিন্দু মহাজলের অন্বেষণে ধাবিত হয় ও পার্থিব যাহা, পৃথিবীর অসীম ক্ষেত্রে মিশিতে চায়। স্বজাতীয় জড়রাশির সহিত সম্মিলিত হইবার প্রয়াস যেমন জড়-কণার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিভু-চৈতন্যের সহিত পরিরম্ভিত হইবার প্রয়াস তেমনি চিৎকণ জীবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব যে তৎস্বজাতীয় বিভু-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় বা জড়-বিষয়-সঙ্গ অভিলাষ করে,—এই অস্বাভাবিকতাকে, জড়ীয় দেহাত্ম-বোধরূপ বিরূপতাপ্রাপ্ত জীবের বিধর্ম্ম বলিয়াই জানা আবশ্যক। চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই বিভু-চৈতন্যের পূর্ণতম স্বরূপ; অতএব পূর্ণতম স্বরূপ ভাবপ্রাপ্ত জীবমাত্রকেই কৃষ্ণালিঙ্গিত বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীগোবিন্দপদাব্জ-মকরন্দের মধুপ যাঁহারা, কেবল সেই সকল জীবের জীবত্ব পূর্ণতম স্বরূপতা ও স্বার্থকতাকে বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্ম-সম্পর্কীয় বিষয় যাহা, তাহাকেই "আত্মীয়" কহে। "আত্ম" বলিতে অহন্তা বা "আমি" এবং "আত্মীয়"অর্থে মমতা বা "আমার" বোধ। আত্মীয় ব্যতীত আত্মার একাকী অবস্থিতি অসহনীয়। চিন্ময় বিষয় যাহা, তাহাই জীবের স্বরূপতঃ আত্মীয়। আত্মীয়বোধে চিন্ময়-বিষয়ের নিত্য সেবনই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, বদ্ধ-জীবমাত্রকেই যে বিজাতীয় বিষয়-সেবনে উন্মুখ দেখা যায়, তাহার কারণ, অনাদি অবিদ্যার কুহক-মন্ত্রে স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের আত্মভাব জড়ীয় দেহাদিতে আবদ্ধ হওয়ায়, তৎস্বজাতীয় গেহাদি বিষয়ে আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে।

চিদাত্মবোধের স্থলে জড়াত্মবোধের বিষময় ফল—জড়াত্মীয়তা বা জড়ীয় বিষয়-সঙ্গ ও সেবনেচ্ছা।

জড়াত্মবোধরূপ ভ্রান্তির জড়াত্মীয়তাই অবশ্যম্ভাবী ও বিষময় ফল। ক্ষুদ্র জড়ের সম্পূরণবৃত্তি রাশি-জড়সঙ্গের দিকে ধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক; তাই অনাত্ম দেহে অবিদ্যাবশতঃ "আমি" জ্ঞান বা জড়াত্মবোধ হইলেই, জড়রাশিতে আত্মীয়বোধ জন্মিয়া, দেহেন্দ্রিয়াদির পূরণ বা প্রীতির নিমিত্ত তৎস্বজাতীয় রাশি রাশি জড়ীয় বিষয়-সম্ভোগের বাসনা হইয়া থাকে। এই প্রকার অবিদ্যাকৃত জড়াত্মবোধের ফলেই "নিত্য-কৃষ্ণদাস" জীবকে "মায়া-দাস" সাজিয়া থাকিতে হইয়াছে; দেহেন্দ্রিয়াদিতে "আত্ম" জ্ঞানের ফলে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছার পরিবর্ত্তে,অবিদ্যা-কলুষিত জীব-হৃদয়ে জড়াত্মতা বা দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নিরন্তর জাগ্রত হইতেছে। নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের প্রেম-ভাবের পরিবর্ত্তে এই যে কামভাব,—অন্তর্মুখতার পরিবর্ত্তে এই যে বহির্মুখতা,—ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী-গতির পরিবর্ত্তে এই যে অধোগতি,—অবিদ্যা কর্ত্তৃক সৃষ্ট দেহাত্মবোধই ইহার একমাত্র কারণ।

দেহাত্মবোধে সংবদ্ধ তটস্থ জীব চিৎ-জড়াত্মক। চিৎকণের চেতনাবৃত্তি ও দেহাদির জড়বৃত্তি,—বদ্ধজীব এই উভয় ধর্ম্মের সম্মিলিত ভাব। অনল শিখা রক্তবর্ণের স্ফটিক-বেষ্টনী দ্বারা আবৃত হইলে তাহা হইতে লোহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলোকের স্ফুরণ হইয়া থাকে; "রক্তিমা" স্ফাটকের ধর্ম্ম ও "আলোক" অগ্নির ধর্ম্ম; উভয় ধর্ম্মীর সংযোগ বশতঃ যেমন "লোহিত" ও "আলোক" এই পৃথক ধর্ম্মদ্বয় একত্র "লোহিতালোক" রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি চিৎকণ জীব ও জড়দেহেন্দ্রিয়াদির সহযোগ বশতঃ দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম তৎ-স্বজাতীয় "জড়-বিষয়-সঙ্গ" ও চিৎকণ জীবের চেতনাবৃত্তি জাত "বাসনা" —এই দুইটি পৃথক-ধর্ম্মের সম্মিলনে, জীবের "বিষয়বাসনা"জন্মিয়া থাকে।

তটস্থ-জীব চিদ্-জড়াত্মক।

অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন দেহাদির সম্পূরণ ও প্রীতির বাসনায়, মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেই অহর্নিশ চেষ্টাশীল হইলেও, সে বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই; তাহার দুইটি প্রধান হেতু এই যে, অনাত্মবস্তুর (১) অল্পতা ও (২) বিজাতীয়তা।

অল্পতা ও বিজাতীয়তাই বিষয়-সুখভোগের অপূর্ণতার কারণ।

অনাত্ম বা জড়বস্তু পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ অপূর্ণ ও ক্ষণভঙ্গুর; ইহা চিদ্-বস্তুর ন্যায় পূর্ণ ও নিত্য নহে। অল্পতাই অপূর্ণতার বা পরিচ্ছিন্নতার নামান্তর। জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়, তৎস্বজাতীয় রাশি রাশি বিষয়সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও তাহার সম্পূরণ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না, যে হেতু অপূর্ণ ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের দ্বারা তৎস্বজাতীয় অপর বস্তুর অনিত্যতা ও অপূর্ণতা পূর্ণ করা একান্তই অসম্ভব। জড়সঙ্গে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পুরণ সাধিত হইতে না হইতেই পরক্ষণে আবার সেই অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা জাগিয়া উঠে; সুতরাং এইরূপ ভ্রমময় প্রয়াসের দ্বারা জীবনের পর অনন্ত জীবন অতি-বাহিত করিলেও জীবের পক্ষে যে, পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চিদানন্দ ব্যতীত —"ভূমা" ব্যতীত অল্প ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় সুখে জীবের অনন্ত সুখ-পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা না থাকায় শ্রুতিও জীবকে

"ভূমা ও অল্পের পার্থক্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভূমা" ও "অল্প" এই উভয়বিধ আনন্দের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অল্পতে অনাসক্ত হইয়া, "ভূমার" সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন ; যথা—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ** যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥" (ছান্দোগ্য উঃ)

অর্থাৎ যাহা "ভূমা" তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ নাই, "ভূমা"ই সুখ। ("ভূমা" কি ? তাহাই বলিতেছেন,) যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, তাহাই "ভূমা" ; আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে তাহাই "অল্প"। যাহা "ভূমা" তাহাই অমৃত! আর "অল্প" যাহা—তাহাই ক্ষণভঙ্গুর সংসার-মরীচিকা।

জড়দেহাদিতে মোহ বশতঃ জীবাত্মার যতই কেন আত্মবুদ্ধি হউক না, —তৈল ও জল একত্র রাখিলেও তাহা যেমন নিত্যই পৃথক থাকিয়া যায়, তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ—চিদ্ ও জড়, একত্র অবস্থান করিলেও কখন একীভূত হইয়া যাইবার নহে। রজ্জুতে ভ্রম বশতঃ সর্পভ্রান্তি জন্মিয়া তাহা হইতে ভয় ও উদ্বেগাদি উৎপন্ন হইলেও যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তেমনি চিদাত্মায় জড়াত্মরূপ অধ্যাস। বশতঃ দুঃখাদি জড়ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হইলেও, আত্মবস্তু নিত্য চিন্ময়ই থাকেন ; ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি ;—

জড়াত্মের আরোপেও জীব স্বরূপতঃ নিত্যই চিন্ময় বস্তু।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ (গীতা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও যেমন সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অপর কোনও বস্তুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে উপলিপ্ত হয়েন না।

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দময় জীব, জড়দেহাদি হইতে নিত্যই মুক্ত ও পৃথক। ধূলি ও ধূমসংলিপ্ত বোধ হইলেও আকাশ যেমন স্বরূপতঃ নির্ম্মল ও নির্লিপ্তই থাকে, সেইরূপ মোহ বশতঃ নিজ বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় জড়ে আত্মবোধ করিলেও, জীব স্বরূপতঃ নিত্যই শুদ্ধ ও মুক্ত। পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত থাকিলেও বিমুগ্ধ বিহঙ্গ যেমন উহাতে সংবদ্ধ মনে করিয়া নিজেই বদ্ধের ন্যায় তন্মধ্যে বসিয়া থাকে, তেমনি নিত্যমুক্ত হইয়াও মোহাচ্ছন্ন জীব দেহাত্মবোধে দেহপিঞ্জরে নিজেই সংবদ্ধ রহিয়াছে; অতএব ভ্রান্তিবশতঃ নিজেকে জড় বলিয়া মনে করিলেও, জীবকে চিৎকণ—চিদ্বস্তুই জানিতে হইবে।

সচ্চিদানন্দ-জীব কেবল তৎস্বজাতীয় সচ্চিদানন্দ বিষয়ের সেবনেই পূর্ণকাম হইতে পারে। বিজাতীয় জড়দেহকে "আমি" বলিয়া মনে করিলেও, অসত্য কখন সত্য হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ দ্বারাই স্বর্ণকুণ্ডলের এবং মৃত্তিকা দ্বারা মৃৎকুম্ভের পূরণ সম্ভব হয়, কিন্তু সুবর্ণে মৃৎকুম্ভের ও মৃত্তিকায় স্বর্ণকুণ্ডলের সম্পূরণ সাধিত হয় না, তেমনি চৈতন্যের দ্বারাই চিদ্বস্তুর ও জড়ের দ্বারাই জড়বস্তুর পূরণ হইতে পারে, কিন্তু জড়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর ও চৈতন্যের দ্বারা জড়বস্তুর সম্পূরণ কখনও সম্ভব নহে। সেইজন্য আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে, জড়ীয় দেহ ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর জড়ীয় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ-বিষয়, স্তূপের পর স্তূপ আহরণ পূর্ব্বক যতই কেন না আহুতি প্রদান করা হউক, তাহাতে দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পূরণ সাধিত হইলেও, অতৃপ্ত আত্মার যে পিপাসা সেই পিপাসাই থাকিয়া যাইবে; বরং বিজাতীয় বিষয়ের আবরণ বশতঃ তাহাতে আত্মার অস্থিরতা সমধিক বর্দ্ধিতই হইবার কথা।

তৎস্বজাতীয় চিদ্বস্তু ভিন্ন চিৎকণ জীবের সুখাভাবের পূরণ অসম্ভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজ্ঞান শিশুর গ্রীষ্মাদি নিবন্ধন অন্তর্দাহ উপস্থিত হইলে, তাহার সেই অস্থিরতার কারণ না বুঝিয়া, ভ্রমবশতঃ যদি অধিকতর উষ্ণ বস্ত্রাদির আবরণে আবৃত করা হয়, তাহাতে তাহার সেই অব্যক্ত অন্তর্দাহ যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পূর্ণানন্দের পরিসেবন প্রার্থী জীব, তন্নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ স্বীয় অস্থিরতার কারণ বুঝিতে না পরিলেও, জড় দেহেন্দ্রিয় যখন তৎস্বজাতীয় জড়ের বোঝা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপর চাপাইয়া দেয়, তখন চিদাত্মার সেই অব্যক্ত অশান্তির বিরাম না হইয়া, তাহা যে অধিকতররূপে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জীবাত্মার স্বভাবের উপর পরভাবের বা জড়ের আবরণ-জন্য তাহার অন্তরে যে অপূর্ণতার অব্যক্ত অভিযোগ জাগিয়া উঠে, তাহাই "কামনা" রূপে নিরন্তর জীবের অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। জীবের সেই কামনানল, জড়ীয় বিষয়ের ইন্ধন দ্বারা নির্ব্বাপিত না হইয়া যে, উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধিত হইবারই কারণ হয়, শাস্ত্রও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন ;—

জড়সঙ্গই জীবের স্বাভাবিক সুখধর্ম্মের আবরক।

কামনার স্বরূপ

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ বিষয়-কামনা কামোপভোগের দ্বারা কদাচ প্রশমিত হয় না ; বরং ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয়াহুতির দ্বারা কামনানল উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

ঔষধে প্রতিকার না হইলে বুঝিতে হইবে রোগনির্ণয় হয় নাই। নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে জীবের ভবরোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে সকল দিকেই ভ্রম পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

জীবের ভবরোগ ও তাহার কারণ নির্ণয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১) একের রোগে অপরের চিকিৎসা করিলে,

(২) এক রোগের অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিলে,

(৩) যাহা রোগের কারণ পুনর্ব্বার তাহাই প্রযুক্ত হইলে, যেমন কোনও কালে সে রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে না, জীবের বিষয়-বাসনারূপ "ভবরোগ" সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ভ্রমাত্মক প্রতিকার সাধিত হইতেছে; যথা,—

(১) জীবাত্মার রোগে আমরা দেহেন্দ্রিয়াদিকে ঔষধ সেবন করাইতেছি।

(২) জীবাত্মার পূর্ণানন্দের পিপাসা, আমরা বিষয়-বিষ-প্রয়োগে নিবারণ করিতে চাহিতেছি।

(৩) জীবাত্মার স্বজাতীয়-বিষয়-সঙ্গের অভাব জনিত পীড়ায় আমরা বিজাতীয়-বিষয়-সঙ্গের ব্যবস্থা করিতেছি।

অবিদ্যার আত্মবিস্মৃত জীবের নিরন্তর জড় বিষয়-বাসনার অপর নাম "ভবরোগ"। ইহারই ফলে আনন্দের নিত্যসেবক জীবকে "সংসার" আতুরালয়ে চিরশায়িত থাকিতে হইয়াছে; চিকিৎসাও যে ভাবে চলিয়াছে, ফলও সেইরূপ হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত "বাসনা"-ব্যাধি সন্তপ্ত আত্মার অতৃপ্ত-পিপাসা নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অগ্নির উষ্ণতা, মৃগমদের সুবাস ও মকরন্দের মিষ্টতা যেমন স্বভাবগত ধর্ম্ম, তেমনই "সুখ" বা "আনন্দ" চিদ্বস্তুর নিত্যস্বভাব বা স্বধর্ম্ম। উষ্ণতা-

আনন্দই চিদ্বস্তুর স্বধর্ম্ম

হীন অগ্নির, সৌরভহীন কস্তূরীর ও মিষ্টতাহীন মকরন্দের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব হয়, সেই প্রকার চিদ্বস্তুর স্বভাবতঃ কখন সুখাভাব বা নিরানন্দ হইতে পারে না। মধু থাকিলে তাহাকে যেমন মিষ্টতা লইয়াই থাকিতে হয়, তেমনি চিদ্বস্তুকে আনন্দের সহিত নিত্যযুক্তই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিতে হইবে। অগ্নি আছে—দাহিকাশক্তি নাই, কস্তূরী আছে—সৌরভ নাই, মধু আছে—মিষ্টতা নাই, ইহা যেমন অলীক ও অর্থহীন,—চৈতন্যের সুখহীনতাও সেইরূপ অসম্ভব; অতএব চিন্মাত্রকেই আনন্দময় ও আনন্দমাত্রকেই চিন্ময় বলিয়া জানিতে হইবে। আনন্দ ব্যতীত চৈতন্যের ও চৈতন্য ব্যতীত আনন্দের অস্তিত্বই অসম্ভব। "চিন্ময়" শব্দের অর্থ সর্ব্বত্রই "চিদানন্দময়"; এবং উহাই "সৎ" বা নিত্য বস্তু।

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, জীব যখন চিৎকণ—চিদ্বস্তু, তখন জীবমাত্রেই স্বরূপভূত আনন্দের বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনলের উষ্ণতা ও মকরন্দের মিষ্টতা যথাক্রমে অনলে ও মধুতে সমবায় সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত থাকায়, তাহা যেমন আর অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবার আবশ্যক হয় না, তেমনি চিন্ময় জীব যখন স্বতঃই আনন্দময়—আত্মানন্দে পূর্ণ, তখন জীবের সুখাভাবেরই বা হেতু কি? এবং কি জন্যই বা সংসারাবদ্ধ জীবকে সেই সুখাভাব-সম্পূরণ নিমিত্ত প্রাকৃত বা জড়ীয় বিষয় হইতে সুখ-সংগ্রহের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট হইতে হয়? সুখস্বরূপ জীবের সুখাভাব, ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর অর্থাভাবের মতই নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও, যখন জীব-জগতে কেবল দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির প্রয়াস-মাত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন এই অঘটন সংঘটিত হইবার যাহা কারণ, তাহা অবশ্য সুনির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

জীব চিদ্বস্তু হইয়াও জীবে সুখাভাবের হেতু নির্ণয়।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা কর্তৃক জীবের স্বরূপভ্রান্তিই ইহার মূল কারণ; কনক-পর্য্যঙ্কশায়ী কোটীশ্বর যেমন সুন্দর, সুস্থ ও সুখী হইয়াও নিদ্রাবস্থায় নিজ স্বপ্নময় দেহের মলিনতা, রুগ্নতাদি চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া বিষাদিত ও দুঃখিত হয়েন, সেইরূপ চিৎকণ জীব স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ হইলেও, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রতারণায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মবিস্মৃত হইয়া, জড়ীয় দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকে।

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ স্বপ্ন যেমন বুদ্ধিরই ভাবান্তর, সেইরূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহাপত্তি মায়ার অধ্যাস দ্বারা আত্মাতে প্রতীত হইয়া থাকে; অতএব শোকমোহাদি-লক্ষণ সংসার বাস্তব নহে।

জীবের দেহ-গেহাদি সর্ব্বাংশে স্বপ্নদৃষ্ট দেহ-গেহাদিবৎ মিথ্যা না হইলেও অনাত্ম বা জড়ীয় দেহে "আমি" বোধ ও তৎসম্বন্ধীয় গেহাদি বিষয়ে "আমার" বোধ- ইহাকেই স্বপ্নসদৃশ অলীক বা মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে। ["দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান"— চরিতামৃত] জীবাত্মা চিদ্বস্তু ও দেহ-গেহাদি জড়বস্তু উভয়েই শ্রীভগবানের শক্তি-বিশেষ হইয়াও, উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্না। রজ্জু ও সর্প উভয় পদার্থ সত্য হইলেও, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ইহাই যেমন মিথ্যা, সেইরূপ দেহাদি ও আত্মা উভয়ই বস্তুবিশেষ হইলেও, "দেহে আত্মবুদ্ধি" পূর্ব্বক সেই দেহাদির ভাবান্তরে নিজের দুঃখাদিবোধ— ইহাই স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা।

দেহ-গেহাদি জড়বস্তু নশ্বর হইলেও মিথ্যা নহে; চিৎকণ আত্মার সহিত জড় সম্বন্ধই অলীক ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

সুখময়তা ও সুখশূন্যতা যথাক্রমে আত্ম ও অনাত্ম বা চিদ্ ও জড়ের স্বভাব। চিদাত্ম-জীবের জড়াত্মতা, অর্থাৎ জড়দেহে "আমি" বুদ্ধি বা দেহাত্মবোধই তাহার স্বরূপভূত সুখের অভাব ঘটিবার কারণ। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্বরূপতঃ প্রভাময় হইয়াও ধূম্ররাশি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন নিষ্প্রভ বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীবের স্বরূপানন্দ, ধূম্রস্থানীয় জড়শক্তির বা গুণত্রয়ের আবরণে যতই অধিকরূপে আবৃত হয়, ততই তাহার স্বরূপানন্দ ম্লানতর হইতে থাকে। জলন্ত অঙ্গার পাংশুরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলে তাহার স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম হওয়ায়, তন্নিবৃত্তি ও স্বাভাবিকতা বা স্বরূপভাব প্রাপ্তির জন্য যেমন সেখানে নিরন্তর একটা অপূর্ণতা—একটা কি যেন অভাবের অস্বচ্ছন্দতা জাগিয়া উঠে, সেইরূপ অনাত্মভাবের দ্বারা স্বরূপভাব আবৃত হওয়ায়, তন্নিবৃত্তি ও স্বরূপতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের অন্তরে অহর্নিশ যে অভাব ও অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে, তাহাই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির বাসনা-কারে জীব-জগতে নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জড়ভাবের দ্বারা স্বরূপভাবের আবরণই জীবের সুখাভাবের হেতু। জড়তার আবরণে চিৎকণ জীবের সুখ-"স্বভাব" আবৃত হওয়াই তাহার সকল "অভাবের" কারণ।

জড়ভাবের দ্বারা স্বরূপ-ভাবের আবরণই জীবের সুখাভাবের কারণ।

সুখস্বরূপ জীবের স্বাভাবিক সুখময়তার বিকার ও বিনাশ না থাকায়, উহা জীবের মতই নিত্যবস্তু। জড়াত্মবোধে—জড়ভাব দ্বারা যতই তাহা আবৃত হউক্ না কেন, উহার বিকার বা বিনাশ অসম্ভব। সিতাখণ্ডের মিষ্টতা অধিকতর জলসংযোগে অধিকতর রূপে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে যেমন বিনষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, অনাত্মভাবের আধিক্য নিবন্ধন আত্মারও সেইরূপ স্বাভাবিক সুখের হ্রাসতা ও অত্যাধিক্যে বিনাশরূপেই অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ উহা বিনষ্ট বা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উত্তাপ দ্বারা জলীয় অংশের অপক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শর্করার বিনষ্টপ্রায় মিষ্টতার পুনরাবির্ভাবে, তাহার অস্তিত্বের বিলোপ বা বিকার হয় নাই,—কেবল আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে মাত্র, ইহা যেমন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ জড়তা বা সত্ত্বাদি-গুণসম্বন্ধের অপক্ষয়ে ক্রমশঃ জীবের স্বরূপানন্দের প্রকাশ হইয়া পরিশেষে যখন সম্পূর্ণ বিমুক্তভাব জাগিয়া উঠে, তখন বুঝিতে পারা যায়—জীবের

চিৎকণ জীবাত্মার পক্ষে কোনও অবস্থায় সুখহীন হওয়া অসম্ভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মানন্দের হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ নাই, কেবল আবরণের বিকার বশতঃ তাহাকেও বিকৃতপ্রায় বোধ করাইয়াছিল। জীব নিত্যবস্তু—নিত্যানন্দময়। বিকার ও বিনাশ জীবের ধর্ম্ম নহে,—উহা জড়ের ধর্ম্ম; এইজন্য জড়বস্তুমাত্রেই উৎপত্তি, জন্মান্তরস্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্ভাব-বিকারময়। গমনশীল নৌকার গতিধর্ম্ম তটস্থিত বৃক্ষাদি স্থিরবস্তুতে অধ্যাসিত হইয়া যেমন উহাদিগকেই গতিশীলের ন্যায় বোধ করাইয়া থাকে, সেইরূপ ষড়্ভাব-বিকারাদি জড়ধর্ম্ম সকলও সুখময় আত্মায় অধ্যাসিত হইয়া জীবের স্বরূপানন্দের বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশাদি বিকারের মতই অনুভব করাইয়া দেয়; বস্তুতঃ উহা আত্মার নহে—জড়েরই ধর্ম্ম। পূর্ণচন্দ্র সচল মেঘমালায় আবৃত হইলে জলদরাশির তরলতা ও নিবিড়তা অনুরূপ জ্যোস্নালোকের বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি বিকার পরিলক্ষিত হইলেও, যেমন চন্দ্র ও তাহার কিরণাবলীকে আমরা অবিকৃত বলিয়াই জানিয়া থাকি, সেইরূপ চিৎকণ-জীবের সহিত জীবের সুখধর্ম্ম নিত্য ও অবিকৃত হইলেও, বিকারশীল জড়ভাবের বিকারানুরূপ উহাকেও বিকৃতপ্রায় বোধ করাইয়া থাকে, ইহাই জানিতে হইবে। জল হইতে সমুৎপন্ন মীনগণ যেমন জল ব্যতীত ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না, তেমনি বিভু-চিদানন্দ হইতে সম্ভূত নিত্যানন্দময় জীব, আনন্দশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তকালও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

(তৈত্তিরী উ)

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই লীন হইয়া থাকে।

জীবের সুখধর্ম্ম যদি জীবেরই মত নিত্যপদার্থ না হইত, তবে বিরুদ্ধ-ভাবের আতিশয্যে উহা কোনও না কোন অবস্থায় অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইত; কিন্তু জীব নিত্য-সুখস্বরূপ বলিয়া, অনাত্মভাবের বা গুণত্রয়ের আবরণে তাহার স্বরূপানন্দ যতই আবৃত হউক্ না কেন, কোন অবস্থায় জীবের সম্পূর্ণ সুখ-শূন্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। জীব যতই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হউক্ না কেন,—জীবের সুখাভাব যতদূর সম্ভব আধিক্য বিস্তার করুক্ না কেন, তাহার অন্তরালেও আনন্দের সংবাদ নিহিত থাকিবেই। গুণত্রয়ে সংবদ্ধ জীব নিজ কর্ম্মবশে যখন অত্যন্ত সুখাভাবে—নিরতিশয় রোগ, শোক, তাপাদিতে সন্তপ্ত হয়,—যখন জীব অন্তরের অন্তরতমস্থলে সুখের লেশাভাসও আর খুঁজিয়া পায় না,—দুঃখের জ্বালাময় বিষাক্ত বাষ্পের পরিবর্ত্তে যখন হৃদয়ের কোনও কোণে এক কণও সুখ-সমীরণের আর সন্ধান মিলে না,—এরূপ অবস্থার অভ্যন্তরেও আনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতল জলধি জলের অভ্যন্তরেও যেমন বাড়বানলের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়, আবার প্রচণ্ড অনলের উপাদানের ভিতরেও যেমন জলীয় অংশের বিদ্যমানতা সম্ভব হয়, সেইরূপ অবিদ্যা ও গুণত্রয়ের আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন হইয়া জীবের নিত্য-সুখধর্ম্ম যতই অধিকতর সুখাভাব বা দুঃখাকারে পরিলক্ষিত হউক্ না কেন,—তাহার অভ্যন্তরেও জীবাত্মার নিত্য-সুখালিঙ্গিত-স্বরূপ অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

বিরুদ্ধভাবের আতিশয্যেও জীবের সুখধর্ম্মের অবিনশ্বরতা।

সদ্য পুত্রহারা জননীর হৃদয় জাগতিক দুঃখ-জ্বালার একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনস্থল। যখন পুত্রবিয়োগ-সন্তপ্তা জননীর মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনে অপরের হৃদয়কেও সন্তপ্ত করিয়া তুলে, যখন বাতাহত তরুর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা ও বক্ষে করাঘাত সংরতা মাতার শোকানলে দিক্‌সকল যেন পরিদগ্ধ হইতে থাকে, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারিলে, ঠিক সেই অবস্থার ভিতরেও—দুঃখের সেই প্রতপ্ত মরু মাঝেও মরুদ্যানের

সদ্য পুত্রহারা জননী হৃদয়েও সুখলক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত সুখকণার সন্ধান অবশ্যই মিলিবে। সদ্য পুত্রহারার প্রচণ্ড দুঃখের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার সেই ভূমিলুণ্ঠনে, ক্রন্দনে ও করাঘাতের মধ্যেও যে সুখাভাস লুকান' রহিয়াছে তাহা তখনই বুঝিতে পারা যায়, যখন তাঁহার ভূমিলুণ্ঠনাদি-শোকাবেগ প্রকাশ বিষয়ে বলপূর্ব্বক কোনও বাধা প্রদান করা হয়; এরূপ বাধা প্রদানে তখন সেই শোকানল—সেই দুঃখ-জ্বালা যেন আরও অধিকতর বৰ্দ্ধিতাকারে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী অবস্থা হইতে পূর্ব্বাবস্থায় যে কিঞ্চিৎ অধিকতর সুখাভাস অবলম্বিত হইয়াছিল,—অধিকতর দুঃখপ্রকাশের সময় তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত শোকাদি অবস্থায়—তমোগুণের সেই নিবিড় আবরণের ভিতরও জীব যে আত্মানন্দকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তখন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মরণাভিলাষীর অন্তরেও সুখলক্ষণ।

যে দুঃখের প্রাবল্যে লোকে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকে, আবার সেই মৃত্যুর কারণ সমুপস্থিত দেখিলে,—কোনও এক নিরতিশয় দুঃখক্লিষ্টা পরিশ্রান্তা বৃদ্ধার মরণ কামনায় যমকে আহ্বান পূর্ব্বক, যমের উপস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাহার সংগৃহীত কাষ্ঠবোঝাট মাথায় তুলিয়া দিবার অভিপ্রায়মাত্র যমরাজকে জ্ঞাপন করিবার ন্যায়,—তখন সেইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত চেষ্টাশীল হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যে গুরুতর দুঃখে মৃত্যুকেও বরণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার ভিতরেও জীব সুখাভাস-অবলম্বিত; সেই দুঃখের অবস্থাটি অন্ততঃ মরণ দুঃখ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখকর বলিয়া বোধ না হইলে, মৃত্যুর কারণ সমুপস্থিত দেখিয়া তখন তাহা হইতে নিবৃত্তিলাভের প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইবে কেন? অতএব সেই ঘোরতর জড়তার আবরণের মধ্যেও আনন্দ অবলম্বিত জীবের অস্তিত্ব স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবার যে প্রবলতম জড়ভাবের আবরণ উপস্থিত হইলে দুঃখের অত্যাধিক্য নিবন্ধন লোকে বিষপানাদি দ্বারা সত্যই দেহত্যাগ করিয়া থাকে,—সেই "আত্মহত্যার" অন্তরালেও "আত্মা" ও "আনন্দের" নিত্যত্ব-সংবাদ নিহিত রহিয়াছে। অবিদ্যা বশতঃ জীব, দেহাদিকে আত্ম বলিয়া মনে করিলেও বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত আত্মাই মুখ্য আত্মা, আর দেহাদিতে যে আত্মবোধ উহা গৌণ আত্মা। মুখ্য আত্মার সম্বন্ধেই দেহাদি অনাত্মবস্তুতেও আত্মবোধ জন্মিয়া থাকে। আত্মসুখের প্রতিকূল বলিয়া যাহা বোধ হয়, সেই বিষয় বা সেই বস্তুকে লোকে দুঃখের কারণরূপে পরিত্যাগ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে। সর্প-দষ্ট অঙ্গকে ছেদন করিয়াও, যে দেহের সুখসাধনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, আবার যাহার সুখ-পোষণের অনুরোধে লোকে স্বেচ্ছায় সেই দেহকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—তাহাই মুখ্য আত্মা—তাহাই নিত্যা-নন্দময় চিৎকণ জীব। যাহার দুঃখবোধে দুঃখের হেতুভূত বিষয় পরিত্যাগ করা হয়, তাহাকে "ত্যক্তা" (ত্যাগকর্ত্তা) এবং যাহা ত্যাগ করা হয় তাহাকে "ত্যাজ্য" (ত্যাগের বিষয়) বলা হইয়া থাকে। ত্যক্তার সুখের নিমিত্তই দুঃখকর বিষয় ত্যাজ্য হয়, কিন্তু ত্যক্তা নিজে কখনও ত্যাজ্য হইতে পারে না। দেহ যদি যথার্থ আত্মবস্তুই হইত, তবে সেই দেহ কোন অবস্থাতেই ত্যাজ্য হইতে পারিত না; অতএব প্রজ্জলিত গাত্রাবাস পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নিদাহ হইতে দেহকে রক্ষার ন্যায়, দুঃখবহুল দেহকেও পরি-ত্যাগ করিতে দেখিয়া, দেহাতিরিক্ত ত্যক্তার অস্তিত্বে, জীবাত্মার নিত্য-সুখধর্ম্মই অনুমিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্মুনীশ্বর ভারতিতীর্থপাদ তদীয় সুপ্রসিদ্ধ "পঞ্চদশী" গ্রন্থে উক্ত বিষয়টি সুন্দররূপে সমাধান করিয়াছেন যথা—

আত্মহত্যার অন্তরালেও আত্মার সুখধর্ম্মের প্রকাশ।

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষতে কচিৎ।
ততো দ্বেষাত্তবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্নহি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্যক্তুং যোগ্যস্ত দেহস্ত নাত্মতা ত্যক্তরেব সা।
ন ত্যক্তর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥

অর্থাৎ যদিও কখনও রোগ ও ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ায়, আত্মার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কাহারও মৃত্যুর ইচ্ছা দেখা যায়, (অর্থাৎ এবম্ভূত আত্মার ত্যাগেচ্ছা হয়) বাস্তবিক পক্ষে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যে হেতু রোগ-ক্রোধাভিভূত দেহই পরিত্যাগের যোগ্য হয়, কিন্তু দেহী বা আত্মা কখনও পরিত্যাগের বিষয় হয়েন না; কারণ দেহী বা আত্মাই ত্যক্তা (ত্যাগকর্ত্তা) হওয়ায়, ত্যক্তার নিজের প্রতি কখন দ্বেষ হয় না, ত্যাজ্য অর্থাৎ ত্যাগের বিষয় যে দুঃখাদি বহুল দেহাদি, তৎপ্রতিই দ্বেষ হওয়ায়, ইহাতে কোনও প্রকার হানি হইতেছে না।

সকল দিক্ দিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আত্মার সুখময়ত্ব ও নিত্যত্ব কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। তবে জীবাত্মার যে সুখহ্রাস ও সুখবৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আত্মার আবরণ-স্বরূপ অনাত্ম বা জড়ভাবের তারতম্য বশতঃই জানিতে হইবে;—উহা বস্তুতঃ আত্মানন্দের হ্রাস ও বৃদ্ধি নহে। জীবের ন্যায় জীবের আত্মানন্দও তদনুরূপ পূর্ণ এবং নিত্য; সুতরাং উহার উৎপত্তি, বিনাশ, হ্রাস ও বৃদ্ধি অসম্ভব।

চিদ্বস্তুর অপর নাম আত্মবস্তু। জীব চিৎকণ বলিয়া জীবাত্মাও আত্মবস্তু। জীবশক্তিরূপ আত্মবস্তুর অন্তর্যামী ও আশ্রয় যিনি—সেই শক্তিমৎ শ্রীভগবান্ পরমাত্মবস্তু। আবার পরমাত্মবস্তুর পরমভাব বা পূর্ণতম স্বরূপ যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম ভগবান্; তিনিই সমস্ত আত্মভাবের ও সকলের মূল কারণ। আনন্দই আত্মবস্তুর স্বধর্ম্ম; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই পূর্ণতম আনন্দময়। তদেকাত্ম-তত্ত্ব সকল ও পরমাত্মা—পূর্ণতর আনন্দময় এবং জীবাত্মা পূর্ণানন্দময়। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রেই অপূর্ণ; চিন্ময় বা আত্মবস্তু

সুখলক্ষণান্বিত চিদ্বস্তুর পরমভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমানন্দস্বরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরিচ্ছিন্ন অতএব পূর্ণ। চিন্ময় বস্তুর পরিমাণ সকল বিষয়েই পূর্ণতা হইতে আরম্ভ ও পূর্ণতমভাবে পর্য্যবসান। চিন্ময়রাজ্যে পূর্ণতার নিম্নস্তরের কোনও পরিমাণ নাই।

জীব চিৎকণ হইলেও কণ-পরিমিত শুদ্ধানন্দে তাহা পূর্ণ। জীবের আনন্দ ও ঈশ্বরের আনন্দ উভয়ই পূর্ণ হইলেও, পূর্ণঘট ও পূর্ণসমুদ্রে যে ব্যবধান, জীব ও ঈশ্বরের পূর্ণতার মধ্যে অনেকাংশে সেই প্রকার পার্থক্য। আত্মারামগণ (অর্থাৎ আত্মাই সুখের বিষয় হইয়াছে যাঁহাদের) আত্মানন্দে বা নিজ স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সুখে নিমগ্ন থাকেন; তাঁহাদের আত্মা, অনাত্মভাবের আবরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া স্বরূপানন্দেই পূর্ণ; সুতরাং তাঁহারা আত্মারাম। আত্মারাম-জীবের সুখাভাব না থাকায়, বদ্ধ-জীবের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের অপর কোনও বাহ্যবিষয়ের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের চিৎকণ আত্মা, কণপরিমিত স্বরূপানন্দেই পূর্ণ হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীব হইতে মায়ামুক্ত জীবের এই পার্থক্য।

সুখস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরের সুখ পার্থক্য।

আত্মভাবে অবস্থিত জীবকে 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিলেও ইহাই জীব-স্বরূপের পূর্ণতমভাব নহে; ভক্তভাব—কৃষ্ণদাসভাব জীবভাবের পূর্ণতম পরিণতি। জীব যতক্ষণ একান্তভাবে নিজ পরম-কারণ-স্বরূপের আশ্রয় লাভ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার পরমানন্দ ও পরম-কল্যাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধূমপুঞ্জ-বিমুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বভাবতঃ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইলেও, যেমন তাহার সেই ধূমমুক্ত ও স্বতন্ত্র অবস্থা হইতে নিজ কারণস্থানীয় অগ্নিরাশির আশ্রয়লাভ করিয়া, তদধীনে অবস্থিতিই অধিকতর উজ্জ্বল ও মঙ্গলকর হইয়া থাকে, সেইরূপ জড়ভাববিমুক্ত

জীবের মুক্তভাব হইতে ভক্তভাবে আনন্দাতিশয্য ও তাহার কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীব-স্বরূপের স্বাধীনতাও তেমন নিরাপদ নহে এবং সুখও সেরূপ অনন্ত নহে,—নিজ ও সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ সেই শ্রীগোবিন্দপদ-কল্পতরুর আশ্রয়ে ও অধীনতায় যেরূপ আনন্দ ও অভয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বিদেশে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধা কোনও নারী, তদবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ পতিদেবতার অধীনতাপাশে আবার স্বেচ্ছায় সংবদ্ধা হইতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেমন প্রাপ্ত-স্বাধীনতার অনন্দের মধ্যেও নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করেন না, সেইরূপ সংসারপাশ-বিমুক্ত জীব, স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও নিজেকে নির্ব্বিঘ্ন ও পরিতৃপ্ত মনে করেন না, যে পর্য্যন্ত সেই প্রাণের প্রাণ—জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারেন। আবার সেই রমণী, পতির আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া, তখন পতির অধীনতাকে যেমন শত স্বাধীনতা হইতেও শ্রেয়ঃ ও পতির সেবাসুখকে যেমন শত শৃঙ্খলমুক্তির সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণাধীনতার নিকট কোটি স্বতন্ত্রতার গৌরব বিলজ্জিত ও শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখের নিকট কোটি ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ বিমলিন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাই সনকাদি আত্মারাম-গণ আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও, পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের আকর্ষণ—তাঁহাদের সে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাঁহা-দিগকে কৃষ্ণ-পদকমলের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহের আকর্ষণ-প্রভাব—সে ত বহু দূরের কথা, তদীয় পদ-কমলসংলিপ্ত তুলসীর সৌরভকণার আঘ্রাণমাত্রেই, স্বরূপানন্দে বিভোর আত্মারামগণের মানস-মধুপ প্রমোদিত হইয়া তৎসমীপে ধাবিত হয়,—তাঁহার এমনই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব।

পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামগণা-কর্ষিত্ব।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ (সনকাদি আত্মারাম মুনিগণ শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে প্রণত হইলে) সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন তুলসীর সুগন্ধবাহী সমীরণ মুনিবৃন্দের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায়, যদিও তাঁহারা আত্মানন্দে নিমগ্ন, তথাপি সেই গন্ধে তাঁহাদিগের চিত্ত অতিশয় হর্ষান্বিত ও গাত্র রোমাঞ্চিত হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ—যাহার প্রতিছত্র শ্রীভাগবত গ্রন্থেরই ঘনতম নির্য্যাস দ্বারা বিরচিত,—সেই শ্রীচরিতামৃতেও তাই লিখিত হইয়াছে,—

"ইহ সব রহু কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥"

শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ।

রস আনন্দের আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণই পরমানন্দের পূর্ণতম অবস্থা। নিখিল আনন্দধারার তিনিই মূল উৎস। তিনি পূর্ণতম আনন্দময় হইয়াও আবার সকল আনন্দের কারণ বলিয়া, তিনি পূর্ণতম রসময় বা "রসরাজ"। "রস" অবলম্বনেই আনন্দের বিকাশ হয়। সুতরাং "রস" আনন্দের কারণ এবং "আনন্দ" রসের কার্য্য। "রস" সবিশেষ ও "আনন্দ" নির্ব্বিশেষ পদার্থ। সুগন্ধী ধূপ হইতে যেমন সুবাসিত ধূম উত্থিত হয়, সেইরূপ রসকে অবলম্বন করিয়া আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; রসই আনন্দের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সকল আনন্দ ও সকল রসের মূল কারণ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ-তত্ত্ব; সুতরাং তিনিই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতাতেও বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭) অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। সমূর্ত্ত ও সবিশেষ সূর্য্যমণ্ডল হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেমন নিৰ্ব্বিশেষ প্রভার বিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ "আনন্দব্রহ্ম" বলিয়া শ্রুতি যে তত্ত্বকে বর্ণন করিয়া থাকেন,—"আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিরী উঃ—৩।৬) অর্থাৎ আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন,—সেই নিরাকার-নির্ব্বিশেষ—অখণ্ড-আনন্দতত্ত্ব, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভারূপেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন।

আনন্দব্রহ্ম-তত্ত্ব রস-রাজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিম্বশেষবসুধাদি বিভুতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্ম সংহিতা)

অর্থাৎ যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম, যে প্রভুর অঙ্গকান্তি,—আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

প্রভা যেমন সূর্য্যেরই মহিমা বা শক্তি, ধূম যেমন ধূপেরই মহিমা বা শক্তি, তেমনই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, রসব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমাবিশেষ। "মদিয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্" (৮।২৪।২৩) অর্থাৎ "আমার মহিমাই পরব্রহ্ম নামে কীর্ত্তিত হয়েন"; অতএব 'আনন্দ-ব্রহ্ম' যে, 'রস-ব্রহ্মের' মহিমা বা সামর্থ্যবিশেষ,—ইহা শ্রীভাগবতে ভগবদুক্তি হইতেই জানা যায়।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, রসই সকল আনন্দের মূল বা কারণ। রসকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। অতএব যিনি পরমানন্দের পূর্ণতম অবস্থা বা কারণস্বরূপ, তাঁহাকে সকল রসের পূর্ণতমমূর্ত্তি বা "রসরাজ-তত্ত্ব" বলিয়াই জানিতে হইবে। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মানন্দের কারণ,—জীবানন্দের কারণ,—বিশ্বানন্দের কারণ,—নিখিল আনন্দের তিনিই পরমাশ্রয়স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের উৎস হইতেই সকল আনন্দ-ধারা উৎসারিত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—

"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিরী উঃ)

অর্থাৎ যিনি সেই স্বয়ংকর্ত্তা (—স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্) তিনিই রস-স্বরূপ। এই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দিত হয়েন।

যে রস-সুধাকরের আকর্ষণে তদীয় মহিমা বা শক্তি-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া, তাহারই একবিন্দুর প্রভাবে সমস্ত বিশ্বকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই নিখিল আনন্দ ও মাধুর্য্যামৃতের উৎস—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া, তিনি যে কেবল বিমুক্ত বা আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষক তাহাই নহেন,—নিখিল চরাচর—নিখিল নরনারীর সহিত নিজেও নিজের মহা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ;—

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল"॥ (শ্রীচরিতামৃতে)

চিদানন্দ-কণ জীবের পক্ষে, নিজ পরমাশ্রয় ও পরমকারণ সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয় চরণাশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সম্যক্ পরিতৃপ্তি ও পরমানন্দ লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেরই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি—এই প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জীব মায়াবিমুক্ত হইলে, গুণসম্বন্ধ বা অনাত্ম-ভাবের আবরণ অপসারিত হওয়ায়, তাহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তিরূপ গৌণ প্রয়োজন সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইলেও, সুখপ্রাপ্তিরূপ মুখ্য প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না যে পর্য্যন্ত জীব, নিজ-স্বরূপভূত আনন্দ বা আত্মসুখ-সেবনের পরিবর্ত্তে, নিজ পরমকারণ ও পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবন-তৎপর হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত না হয়। বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিতে আর স্বতন্ত্র রূপে জলসেচনের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ আত্মভাবের পরমকারণ যিনি,—সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ প্রাপ্তিতে, আর পৃথকরূপে আত্মসেবা-সুখের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিতেই দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ আনুষঙ্গিক ফলের সহিত পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ পরিপূর্ণ ও মুখ্যফল-লাভ যুগপৎ সংঘটিত হইয়া যায়। অমলা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২০) অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য হইয়া থাকি,—ইহা শ্রীভগবানের নিজোক্তি ; অতএব জীবত্বই জীবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি নহে, ভক্তত্বই জীবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। জীবের সংসারাবদ্ধ-ভাব বা স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্ব হইতে সংসারমুক্ত-ভাব বা জীবত্ব শ্রেষ্ঠ হইলেও, জীবত্বই জীব-ভাবের পূর্ণ বিকাশ নহে,—ভক্তত্বই জীব-ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ। ভক্তত্বই জীবের স্বরূপ এবং নিজ পরমকারণ ও পরমাশ্রয় যিনি,—সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণসেবনই জীবের প্রকৃষ্ট সুখ প্রাপ্তির উপায়।

ভক্তত্বই জীবের পরিপূর্ণ স্বরূপ ; শুদ্ধাভক্তিই জীবের প্রকৃষ্ট স্বধর্ম্ম।

স্বরূপভ্রান্ত জীব অনাদিকাল হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করায়, তাহার স্বধর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণসেবন-বৃত্তি, দেহাদি অনাত্মবস্তুর আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য উহা অশুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণসেবনের স্থলে মায়িক বিষয়-সেবনাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহাত্মবোধ বশতঃই নিত্য-কৃষ্ণদাসকে মায়ার দাস সাজিতে হইয়াছে। তাই পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজন-প্রকরণ

ভক্তির সহজার্থ "ভালবাসা"। "সুখ" বা আনন্দই ভালবাসা—জীবমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুখের বিষয় যাহা,—যাহাতে আনন্দ বিদ্যমান আছে, তাহাকেই আমরা ভালবাসি, তাহাই আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে! যাহা সুখের বিষয় নহে, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় "যাহা ভাল লাগেনা" তাহা আমরা "ভালবাসি না"; যাহা সুখের বিষয়, "যাহা ভাল লাগে" তাহাই আমরা "ভালবাসি"। জীবমাত্রে সুখ বা আনন্দকেই ভালবাসে বলিয়া সুখের বিষয়মাত্রেই জীবের প্রিয় হয়; সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয়ের প্রতিও ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। জীব একমাত্র আনন্দ ব্যতীত আর কাহাকেও বা কিছুই ভালবাসে না; অতএব যেথানেই ভালবাসা বা প্রিয়তা-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারই অভ্যন্তরে সুখ-সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান জানিতে হইবে।

সুখ ও ভালবাসা বা আনন্দ ও প্রিয়তা উভয়ে নিত্যযুক্ত।

সংসারে যাহাকে আমরা প্রিয় মনে করি—যাহা কিছু আমরা ভালবাসিয়া থাকি—সেই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ, ধন, রত্ন, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয়-সকল, বস্তুতঃ কেহই বা কিছুই প্রিয় নহে; ইহাদের কাহাকেও কেহ ভালবাসে না। আমরা ভালবাসি কেবল আনন্দকেই,—একমাত্র আনন্দই আমাদের প্রিয় বস্তু। তবে যে উক্ত বিষয় সকল আমাদের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, আমরা যে ঐ সকল বিষয়কে ভালবাসি বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সে ভালবাসা বিষয়ের প্রতি নহে,—তাহা আনন্দ বা সুখকেই ভালবাসা। স্ত্রী-পুত্রাদিকে যে ভালবাসি, সে

সুখের নিমিত্তই সুখের সাধন বা বিষয় সকল প্রিয় হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভালবাসা তাহাদের প্রতি নহে,—স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে আমরা যে সুখ পাইয়া থাকি, সেই সুখ—সেই আনন্দকে ভালবাসি বলিয়াই সুখের বিষয়-স্বরূপ স্ত্রী, পুত্রাদি আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদ, ধন, রত্নাদি যে আমাদের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে, সেই প্রিয়তা—সেই ভালবাসাও বিষয়ের জন্য নহে; সেই সকল বিষয় হইতে আমরা যে আনন্দ পাইয়া থাকি, সেই আনন্দ বা সুখকেই ভাল-বাসি বলিয়া—সুখের অনুরোধেই সুখের বিষয়-সকলও আমাদের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। যেমন দুগ্ধের প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়া ধেনুগণ লোকের প্রিয় হয়; যেমন ইক্ষুরসের প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়া ইক্ষুসকল লোকের প্রিয় হয়, সেইরূপ সুখের সম্বন্ধেই সুখের বিষয় সকল লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও ইক্ষুরসের সম্বন্ধেই ধেনু ও ইক্ষু লোকের প্রিয় হইলেও, সুখ আছে বলিয়াই আবার দুগ্ধ ও ইক্ষুরস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আনন্দই প্রিয়বস্তু; আনন্দ পাই বলিয়া দুগ্ধ প্রিয় হয়; আনন্দের সম্বন্ধ বশতঃ দুগ্ধ প্রিয় বলিয়াই ধেনুও প্রিয় হইয়া থাকে; আনন্দের সম্বন্ধ বশতঃ ধেনুগণ প্রিয় বলিয়া গোষ্ঠও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আবার দুগ্ধ যাহার "ভাল লাগে না"—দুগ্ধে যাহার প্রিয়তা নাই, তাহার নিকট দুগ্ধ সুখের বিষয় হয় না। ধেনু ও গোষ্ঠ কিছুই তাহার প্রিয় নহে; অতএব একমাত্র সুখ বা আনন্দই মুখ্য-প্রয়োজন বা সাধ্যবস্তু, আর দুগ্ধ, ধেনু, গোষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয় সকল সুখের সাধন মাত্র—তাহা সুখবস্তু নহে। উহারা কেবল সুখের সম্বন্ধ-পরম্পরায় প্রিয় হইয়া থাকে।

সুখ ও সুখের বিষয় বিভিন্ন পদার্থ।

যেমন দুগ্ধ ও গাভী একবস্তু নহে, তেমনি "সুখ" ও "সুখের বিষয়" এক নহে—পৃথক বস্তু। "গাভীদুগ্ধ" বলিলে যেমন "গাভীই দুগ্ধ" এরূপ অর্থের প্রতীতি না হইয়া, "গাভীর দুগ্ধ" অর্থাৎ গাভীহইতে প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুষ্ককেই নির্দ্দেশ করা হয়, সেইরূপ "বিষয়সুখ" বলিতে "বিষয়ই সুখ" এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না ; কিন্তু "বিষয়ের সুখ" অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রাপ্ত সুখকেই নির্দ্দেশ করা হয়। সুখের বিষয় হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই "সুখ" বা "আনন্দ" এবং সুখ বা আনন্দ যাহাতে অবস্থিত, তাহাকেই "সুখের বিষয়" জানিতে হইবে। সুখকে "সুখ" ও যাহা সুখের বিষয়—যাহা সুখ প্রদান করে, তাহাকে "সুখকর" বলা হইয়া থাকে ; সুতরাং "সুখ" ও "সুখের বিষয়" যখন পৃথক বস্তু, তখন "সুখ" ও "সুখকর" এই শব্দ দুইটিরও পৃথক অর্থ জানিতে হইবে। আবার সুখই যখন জীবের প্রিয়বস্তু, এবং সেই সুখের সম্বন্ধ-বশতঃই সুখের বিষয়-মাত্রেই জীবের প্রিয় হইয়া থাকে, তখন কেবল সুখ বা আনন্দকেই "প্রিয়" এবং সুখের বিষয়কে "প্রীতিকর" বলিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক। "সুখ" ও "সুখকর" যেমন পৃথক বস্তু, তেমনি "প্রিয়" ও "প্রীতিকর" শব্দার্থ পৃথক বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ যাহা "সুখ" কেবল তাহাই "প্রিয়" এবং যাহা "সুখকর" তাহা "প্রিয়" হইতে পারে না,—তাহা "প্রিয়ঙ্কর" বা সুখের সাধন মাত্র।

একমাত্র 'সুখ' পদার্থই জীবের প্রিয় বস্তু।

সুখের স্বরূপ অবগত নহি বলিয়া, আমরা সুখের বিষয় বা সুখের সাধনকেই ভ্রমবশতঃ "সুখ" বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সুতরাং তাহাদের "প্রিয়" বলিয়াও মনে করি ; বস্তুতঃ উহারা আপাততঃ "সুখকর" ও "প্রিয়ঙ্কর" মনে হইতে পারে, কিন্তু "সুখ" ও "প্রিয়" নহে। যাহা কেবল সুখ-পদার্থ. একমাত্র তাহাই জীবের "প্রিয়"—একমাত্র তাহাই জীবের ভালবাসার বস্তু।

যাহা চিন্ময় বা আত্মবস্তু, তাহাই আনন্দ বা সুখময়। চিদ্‌বস্তুর নিত্যত্ব, চৈতন্য ও আনন্দই স্বধর্ম্ম বা স্বরূপগত ভাব। অচিদ্ বা অনাত্মবস্তু, চৈতন্য ও আনন্দ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও অনিত্য। চিদ্বস্তু বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৈতন্যই আনন্দ এবং আনন্দই চৈতন্য বা চিদ্বস্তু; অতএব চিন্ময় বা আত্মবস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত কুত্রাপি আনন্দ বা সুখ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেই পারে না। যেখানে সুখ-লক্ষণ বিদ্যমান, সেখানেই আত্ম-বস্তুর সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মবস্তু ভিন্ন আনন্দ নাই, এবং আনন্দ ভিন্ন প্রিয়তা বা ভালবাসাও নাই,—এই কথাটি আমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা চৈতন্য, তাহাই আনন্দ ও সেইখানেই প্রিয়তা। যাহা আনন্দ, তাহাই চৈতন্য ও সেইখানেই প্রিয়তা; এবং সেখানে প্রিয়তা তাহাই চৈতন্য ও আনন্দ। চৈতন্য, আনন্দ ও ভালবাসা—এই তিনে নিত্য ও নিরবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

আত্মবস্তু বা চিন্ময় যাহা, তাহাই আনন্দময়,—যাহা আনন্দময় তাহাই চিন্ময় বা আত্মবস্তু—এবং তাহাই প্রিয়

চিদ্ বা জ্ঞানবস্তু আবার নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা যেমন নিজেই জ্ঞাতা ও নিজেই জ্ঞেয় হয়েন, তেমনি আনন্দও আবার নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় বা আনন্দনীয় হইয়া, নিজ আনন্দে নিজেও আনন্দিত হয়েন এবং আনন্দই প্রিয়বস্তু বলিয়া, আনন্দ নিজানন্দকে বা নিজেকেই নিজে ভাল বাসিয়া থাকেন; অর্থাৎ সুখবস্তু নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজসুখে নিজেই সুখী হইয়া, নিজসুখকে নিজেই ভালবাসিয়া থাকেন;—সুখ বা আনন্দের ইহাই স্বভাব। এইজন্য সকল চৈতন্য ও আনন্দের মূল বা কারণ যিনি, সেই শক্তিমৎ শ্রীভগবান্ নিজে পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াও নিজ স্বরূপগত বৃত্তিবিশেষ বা "হ্লাদিনী-শক্তি" দ্বারাই আনন্দিত হয়েন, এবং সেই বৃত্তিবিশেষ দ্বারা আনন্দস্বরূপ নিজেই ভালবাসার বিষয় হইয়া নিজেকেই ভালবাসিয়া থাকেন; অর্থাৎ পরমানন্দ নিজেই পরমানন্দনীয়

জ্ঞান যেমন নিজ বৃত্তি-বিশেষ দ্বারা নিজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সেইরূপ আনন্দও নিজ বৃত্তি-বিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দী ও আনন্দনীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া যে শক্তি দ্বারা পরমানন্দী হয়েন, শাস্ত্র তাঁহাকেই "হ্লাদিনী-শক্তি" নামে বর্ণন করিয়াছেন ; যথা—

"হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি"।

(সিদ্ধান্তরত্নঃ)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আবার আনন্দিত হয়েন (ও জীবসকলকে স্বসাম্মুখ্য প্রদান-দ্বারা আনন্দিত করেন,) তাঁহার সেই নিজ স্বরূপগত শক্তিবিশেষকে "হ্লাদিনী" কহে।

"সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।" (শ্রীচরিতামৃতে)

একমাত্র আনন্দই ভালবাসার বস্তু বলিয়া, আনন্দময় শ্রীভগবান নিজ আনন্দিনী-শক্তিদ্বারা নিজেকেই ভালবাসিয়া নিজে আনন্দী হয়েন। ভক্তি সেই হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি-বিশেষ বা সাররূপা। আবার প্রিয়তাতেই আনন্দ বলিয়া, হ্লাদিনী বৃত্তি বা আনন্দ-সার "ভক্তিতেই" ভগবানের একমাত্র আনন্দ। ভক্তি-সম্বন্ধে ভক্তগণ তদনুরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় ভক্তগণও শ্রীভগবানের আনন্দের বস্তু—অতএব প্রিয় হয়েন। শ্রীভগবানের ভক্ত-প্রিয়তা, ভক্তি-প্রিয়তা, হ্লাদিনী-প্রিয়তা,—আনন্দপ্রিয়তার বা আত্ম-প্রিয়তারই ভাবান্তর মাত্র। অতএব আনন্দই ভালবাসার সামগ্রী,—আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই প্রিয় নহে।

ভক্তি বা ভালবাসা আনন্দেরই বৃত্তিবিশেষ।

সর্ব্বাংশী ও সর্ব্বশক্তিমৎ শ্রীভগবান্ আত্মবস্তুর পরমভাব বা পরমাত্ম-বস্তু। তিনিই নিখিল আনন্দের পরমকারণ ও পরমাশ্রয়-স্বরূপ। শ্রীভগবান্ বিভূ-চিদানন্দময় ; তচ্ছক্তিরূপা জীব অণু-চিদানন্দময়। অংশীর স্বভাব অংশে, বিভূর স্বভাব অণুতে অল্পাকারেও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তাই অংশী পরমেশ্বরের ধর্ম্ম তদংশ জীবেও অণুপরিমাণে ব্যক্ত হইতেছে ; সেই জন্যই পরমানন্দময় শ্রীভগবানের, ন্যায় আনন্দময় জীবও আত্মবস্তু বলিয়া, জীবও নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় হইয়া,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ আনন্দে আনন্দী হয় এবং আত্মানন্দকেই ভালবাসিয়া থাকে। সুখময় আত্মায় প্রিয়তা ব্যতীত জীব অপর কোনও আত্মেতর বা অনাত্মবস্তুকে ভালবাসে না, বা ভালবাসিতেই পারে না; অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে, আত্মবস্তু ব্যতীত অনাত্ম বা জড়ীয় দেহ, গেহ, দারা, পুত্রাদি বিষয় সকল বাস্তবিকপক্ষে সুখকর হইতে পারে না, সুতরাং সেই সকল অনাত্মবস্তুকে প্রীতিকর বলাও সঙ্গত হয় না।

চিৎকণ জীবও আনন্দময় বলিয়া আত্মানন্দকেই ভালবাসে।

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, অনাত্ম বা জড় বিষয় সকল যাহা হইতে আমরা সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা "সুখ" ও "প্রিয়" না হইতে পারে, কিন্তু সুখের অতএব প্রীতির বিষয় বলিয়া তাহা "সুখকর" ও "প্রীতিকর" না হইবে কেন? অহিফেন নিজেই "নিদ্রা" না হইলেও তাহা হইতে যখন "নিদ্রা" প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অহিফেনকে "নিদ্রাকর" বলিয়া উল্লেখ করা যেমন অসঙ্গত হয় না, তেমনি জড়বিষয় নিজেই "সুখবস্তু" না হইলেও, তাহা হইতে যখন সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বিষয়কে "সুখকর" অতএব "প্রীতিকর" বলিয়া মনে করা যে অসঙ্গত,—তাহারই বা হেতু কি হইতে পারে?

সুখ ও সুখকর প্রিয় ও প্রীতিকর নির্ণয়।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অহিফেন নিজেই নিদ্রা না হইলেও, নিদ্রাকারিতা যেমন অহিফেনেরই নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম বলিয়া অহিফেনকে "নিদ্রাকর" বলা অসঙ্গত নহে; বৃক্ষই ফল না হইলেও, ফল যেমন বৃক্ষেরই নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম বলিয়া বৃক্ষকে "ফলকর" বলা অসঙ্গত হয় না,—অনাত্ম বিষয় হইতে আমরা যে সুখ—যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা জড়ের নিজশক্তি বা স্বধর্ম্ম নহে বলিয়া, এই জন্তই অনাত্ম-বিষয়মাত্রকে "সুখকর" ও "প্রীতিকর" বলিয়া উল্লেখ করাও সুসঙ্গত হয় না; যদি বৃক্ষ-

জড়ীয় বিষয় সুখের সুখধর্ম্ম, জড়ের নিজস্ব নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফলের ন্যায় বিষয়সুখ অনাত্ম-বিষয়ের স্বধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সুখের বিষয় সকলকে অবশ্যই "সুখকর" ও "প্রীতিকর" বলিয়া বুঝায় দোষ ছিল না; কিন্তু সুখ বা আনন্দ, অনাত্ম বা জড়ীয় বস্তুর নিজধর্ম্ম না হওয়ায়, উহা সুখকরও নহে—সুতরাং প্রীতিকরও নহে। সুখ বা আনন্দ, আত্মবস্তুরই স্বভাব।

যাহা আত্মবস্তু, একমাত্র তাহাই সুখস্বরূপ ও সুখস্বরূপ হইয়াও সুখকর এবং তাহাই প্রিয় ও প্রিয় হইয়াও প্রীতিকর; অর্থাৎ যে বস্তু একাধারে যুগপৎ সুখ ও সুখকর প্রিয় ও প্রীতিকর তাহাই আত্মবস্তু। অনাত্ম-বিষয়ের যে সুখ-ধর্ম্ম, উহা জড়ের স্বধর্ম্ম না হওয়ায়, তাহা যে প্রিয় বা প্রীতিকর এই উভয়ের কিছুই হইতে পারে না, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে একথা আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

আত্মবস্তুই যুগপৎ সুখ ও সুখকর প্রিয় ও প্রীতিকর।

জীব চিৎকণ; সুতরাং জীব আত্মবস্তু বলিয়া তাহাকে জীবাত্মা কহে। উহা দেহাদির ন্যায় জড়বস্তু নহে। জড়বস্তুতে আত্মবস্তুর ন্যায় সুখধর্ম্ম ও প্রিয়তা না থাকায়, উহার অপর নাম অনাত্ম-বস্তু। আমরা অবিদ্যা বশতঃ দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মার সন্ধান অবগত নহি বলিয়া, সেই চিদাত্মার পরিবর্ত্তে যেমন নিজ নিজ অনাত্ম-দেহকে "আমি" বা "আত্ম"-স্বরূপ মনে করি, তেমনি আবার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যাদির দেহাতিরিক্ত চিদাত্মার সহিত পরিচয় না থাকায়, তাহাদিগের জড়ীয়-দেহকেই "আমার" বা "আত্মীয়" জ্ঞানে; সেই অনাত্ম জড়পিণ্ড সকলকে সুখের বা প্রীতির বিষয় মনে করিয়া থাকি,—ইহা স্বরূপভ্রান্ত-জীবের প্রতি মায়ার নিষ্ঠুর পরিহাস! বস্তুতঃ চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত কোনও অনাত্ম-বিষয়ে সুখধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেই পারে না,—অতএব তাহা প্রিয় বা প্রীতিকরও হইতে পারে না। সুখ বা আনন্দ একমাত্র আত্ম-বস্তুরই নিজধর্ম্ম; সুতরাং আত্মবস্তুই একাধারে যেমন সুখ ও সুখকর,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তেমনি সুখই প্রিয় বলিয়া, সুখময় আত্মবস্তুই আবার যুগপৎ প্রিয় ও প্রীতিকর।

জীব আত্মবস্তু—তাই জীবাত্মা সুখময়। জীবাত্মার সুখধর্ম্মের এতই প্রভাব যে, যদি কোন অনাত্ম বা জড়বস্তুতে আত্মসম্বন্ধযুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ হয়, তথাপি সেই সুখহীন অনাত্ম বিষয়ে আত্মার আভাস পতিত হওয়ায়, তাহাকেও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম বা যে লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাতে মিথ্যাবশতঃ সেই ধর্ম্মের যোজনা করাকেই "আরোপ" কহে,—যেমন "দোষারোপ"; অর্থাৎ যে দোষ যাহাতে নাই, তাহাতে মিথ্যা করিয়া সেই দোষের অপবাদ করার নাম "দোষারোপ"। সেইরূপ অনাত্ম বিষয় সকলে অর্থাৎ যাহাতে সুখধর্ম্ম নাই, সেই সকল জড়ীয় বিষয়ে অবিদ্যা বশতঃ "অস্মিতা" বা অহং মমাদি জ্ঞান,—অর্থাৎ "আমি" ও "আমার" এই প্রকার আত্মসম্বন্ধ "আরোপ" করিয়া, আত্মার সুখধর্ম্মে তাহাদিগকে সুখকর ও প্রীতিকর মনে করাকেই অনাত্ম-বিষয়ে আত্মবুদ্ধির আরোপ কহে। আত্মবস্তুর আনন্দ ও প্রিয়তার এতই প্রভাব যে, আত্মভাব আরোপিত অনাত্মবিষয়ও, সুখময় আত্মার সুখ-সম্বন্ধে সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে।

সুখময় আত্মার সুখাভাস সংস্পর্শে অনাত্মবস্তুও সুখকর ও প্রীতিকর বোধ হয়।

জলস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব উচ্ছলিত হইয়া কোনও জ্যোতিহীন পদার্থে নিপতিত হইলে, তাহাও যেমন জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহে প্রতিবিম্বিত আত্মভাব উচ্ছলিত হইয়া অপর কোনও অনাত্ম-বিষয়ের উপর পতিত হইলেও, সেই সুখহীন বিষয়কে সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সুখ ও প্রিয়তা-ধর্ম্ম জড়বস্তুতে থাকে না; চিন্ময় মুখ্য-আত্মার সম্বন্ধ বশতঃ জড়ীয় দেহে আত্মবোধ হইয়া, আবার সেই দেহরূপ গৌণ-আত্মার সম্বন্ধ বা আত্মাভাস, অপর অনাত্ম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়ে আরোপ করা হইলে, দেহের ন্যায় তাহাও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। সারমেয় যেমন রস-রক্তহীন শুষ্ক অস্থিখণ্ডকে বারম্বার চর্ব্বণ পূর্ব্বক উহাকে স্বীয় দশননিঃসৃত রুধিররাগে রঞ্জিত ও স্বীয় রসনা-নিঃসৃত লালাদ্বারা সিক্ত দেখিয়া, স্বীয় রস-রক্তাদিকেই যেমন শুষ্ক অস্থিখণ্ড হইতে প্রাপ্তবিষয় বলিয়া মনে করে, তেমনি অনাত্ম-বিষয় স্বরূপতঃ সুখহীন ও অপ্রিয় হইয়াও, আত্মভাবের আরোপ হেতু—আত্মারই সুখধর্ম্ম ও প্রিয়তা দ্বারা পরিসিক্ত হওয়ায়, উহাকে সুখকর ও প্রীতিকর বোধ করাইয়া থাকে।

আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় সুখকর ও প্রীতিকর হয় না।

আত্মভাবের আরোপ বা আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় যে সুখকর ও প্রীতিকর হয় না, —সুতরাং সুখ ও প্রিয়তা যে জড়ের নিজধর্ম্ম নহে, একথা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মুখ্য আত্মা দেহে আরোপ করা হইলে, তখন দেহকেই "আত্ম" বা "আমি" বলিয়া বোধ হয়; আবার সেই দেহরূপ "আমি" বা গৌণ আত্মার সম্বন্ধ, যে বস্তু বা যে বিষয়ে আভাসিত হইয়া থাকে,—আত্মার সম্বন্ধ নিবন্ধন তাহাও "আত্মীয়" বা আত্ম-সম্বন্ধীয় রূপে অনুভূত হওয়ায় আত্মপ্রায় সুখের ও প্রীতির বিষয় হইয়া উঠে। আত্মভাবকে "আমি" ও আত্মীয়ভাব বা আত্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়কে আমরা "আমার" বলিয়া থাকি। কোনও বস্তুতে "আমার" বলিয়া বোধ না জন্মিলে, তাহা হইতে সুখলাভ করা কখনই সম্ভব হয় না, অতএব তাহা প্রীতির বিষয়ও হয় না; আবার যে বস্তুতে যে পরিমাণে "আমার" বোধ সংযুক্ত হয়, তাহা সেই পরিমাণে প্রিয় হইয়া থাকে। মিষ্টহীন বস্তু মধুর দ্বারা সংলিপ্ত করিয়া সেবন করিলে তাহাও যেমন মিষ্ট লাগে, তেমনি অনাত্ম বিষয়ে "আমার" বুদ্ধি বা আত্মীয়ভাব সংলিপ্ত হওয়াই তাহার মধুরতা ও প্রিয়তার কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মসম্বন্ধ সংযোগ ব্যতীত, কোনও অনাত্ম বিষয় কাহারও নিকট মিষ্ট বা সুখকর ও প্রীতিকর হয় না ; এই জন্যই আমাদের নিকট যাহা কিছু "আমার" তাহাই প্রিয়—তাহাই মিষ্ট ; যাহা "আমার" নহে,—তাহা মিষ্টও লাগে না ; সুতরাং প্রিয়ও হয় না। স্বামী, স্ত্রী, স্বদেশ, স্বজন, আহার, বিহারাদি কোনও বিষয় কাহারও প্রিয় হয় না, যে পর্য্যন্ত সেই সকল অনাত্ম বিষয়ের সহিত 'আমার" বা আত্মীয়বুদ্ধির আরোপ না হয়।

মকরন্দের মিষ্টত্ব'র মত, সুখ ও প্রিয়তা যদি স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্যাদি বস্তুর বা আহার বিহারাদি বিষয়ের নিজধর্ম্ম হইত, তবে ঐ সকল বিষয় সর্ব্বভাবে, সকল সময়ে ও সকলের নিকট প্রিয় হইতে পারিত ; কিন্তু যাহাকর্ত্তৃক উক্ত যে কোন বিষয়ে—যে কাল পর্য্যন্ত "আমার" বা মমতা বুদ্ধির সংযোগ হইয়া থাকে, কেবল তাহার নিকট—সেই বিষয়—সেই কাল পর্য্যন্ত যখন প্রীতিকর হইতে দেখা যায়, তখন সুখ ও প্রিয়তা যে অনাত্ম বা জড়ীয় বিষয়ের স্বভাব নহে, একথা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সকল জননীই নিজ নিজ পুত্রকে যে ভালবাসেন, নিজ নিজ পুত্রে জননিগণের "আত্মীয়" ভাব বা মমতা সংবন্ধ থাকাই তাহার কারণ ; এইরূপ পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি সকলের ও সকল বিষয়ের প্রতি ভালবাসার—আত্মীয় ভাবই একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। পুত্রাদিই যদি প্রিয়বস্তু হইত, তবে যে কোনও জননীর নিকট যে কোনও পুত্র প্রিয় হইতে পারিত ; কিন্তু যে পুত্রে যে জননীর "আমার পুত্র" এই প্রকার আত্মীয় ভাব সংবদ্ধ কেবল সেই পুত্র ব্যতীত সেই জননীর নিকট অপর কোনও পুত্র প্রিয় হয় না। আবার নিজ সন্তানের প্রতি মাতার যে

অনাত্ম বিষয়ের প্রতি মমতা বা আত্মীয় ভাবের উদয় ও অনুদয়েই যখন উহা সুখকর ও অসুখকর বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে সুখ ও প্রিয়তা জড়ের ধর্ম্ম নহে—উহা আত্মারই স্বধর্ম্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভালবাসা দেখা যায়, সেই প্রিয়তা নিজ সন্তানের স্বভাবগত ধর্ম্ম হইলে, সকল সময়ে ও সর্ব্বভাবে সেই প্রিয়তা পরিলক্ষিত হইত। সৌরভ মৃগমদের স্বভাব বলিয়া, উহা আঁধারে বা আলোকে যে কোন অবস্থায় আঘ্রাত হউক্, তাহার সুবাসের ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু অন্ধকার গৃহমধ্যে জননী কর্ত্তৃক আপন সন্তানকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইবার পরক্ষণেই যদি উহাকে সপত্নী-পুত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে, তবে নিজ সন্তান হইলেও তৎপ্রতি আত্মীয়ভাবের সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সেই নিজ সন্তানই আবার দূরে পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, এবং তদনুরূপ অবস্থায় বিপরীত ভ্রমবশতঃ আবার যখন বিমাতা কর্ত্তৃক "আমার" বোধ প্রযুক্ত হওয়ায়, সপত্নীপুত্রকেও স্নেহপরবশে বক্ষে তুলিয়া লইতে দেখা যায়, তখন সুখ ও প্রিয়তা বা ভালবাসাকে সুখময় আত্মার স্বধর্ম্ম না বুঝিয়া, উহা স্ত্রী, পুত্রাদিরই নিজ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা যে কতদূর অবিদ্যার প্রতারণা, তাহা সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। যে স্থলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতা কর্ত্তৃক সপত্নীর সন্তানকে যে পরিমাণ সস্নেহে পালন করিতে দেখা যায়—অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, সেই সন্তানের প্রতি বিমাতার তৎপরিমিত আত্মীয়ভাব বা 'আমার' বোধ অবশ্যই জাগ্রত আছে। এইরূপ ধন, ধান্য গৃহাদি, বিষয় সেই পর্য্যন্ত কাহারও নিকট সুখকর ও প্রীতিকর হয় না, যে পর্য্যন্ত সেই সকল অনাত্ম-বিষয়ের সহিত "আমার" বোধ বা আত্মীয়ভাবের সম্বন্ধ না ঘটে। সুখ ও প্রিয়তা, ধন-ধান্যাদি বিষয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে, যাহা নিজ অধিকৃত নহে, এমন অন্যের অধিকৃত ধন-ধান্যাদিও সকলের পক্ষেই সমান সুখকর ও প্রিয় হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিজ অধিকৃত অবস্থায় যে অর্থাদি বিষয়কে আমরা সুখকর বোধ করিয়া, যাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া থাকি, দান ও ব্যয় করিবার পর—অন্যের অধিকৃত অবস্থায় সেই অর্থাদির বৃদ্ধি বা বিনাশ-সংবাদে, আমরা তখন আর তাহার জন্য কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ অনুভব করি না। নিজ অধিকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবস্থায় যাহাকে কতই প্রিয় বোধ হইয়াছে.—"মমতা" বোধ ছিন্ন হওয়ায়, সেই একই অর্থ তখন আর তাহার নিকট প্রিয় নহে; যাহার শুভ চিন্তায় সারা রাত্রি নিদ্রা হইত না; পরায়ত্ত হইবার পর তাহার বৃদ্ধি বা বিনাশে এখন সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আবার একের ব্যয়িত অর্থাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে যাহার আত্মীয়ভাবের আরোপ অর্থাৎ 'মমতা' বা 'আমার' বোধ জন্মিয়াছে, এখন আত্মাভিষিক্ত বিষয়ের পাশে রাত্রি জাগিয়া সে-ই বসিয়া আছে,—উহা তাহারই নিকট এখন সুখ ও প্রীতির বিষয় হইয়াছে। "সুখ" ও "প্রিয়তা" যদি অর্থাদি বিষয়ের স্বধর্ম্ম হইত, তবে তাহা সকলের নিকট সকল অবস্থায় একই ভাবে প্রকাশিত হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া, অনাত্ম বিষয়মাত্রকেই যখন আত্মীয়ভাবের সংযোগে প্রিয় ও বিয়োগে অপ্রিয় হইতে দেখা যায়, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র সুখময় আত্মাই সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া, সেই আত্ম-সম্বন্ধ বা তৎসম্বন্ধাভাসও যাহার উপর প্রযুক্ত হয়, আত্মার সুখধর্ম্মেই তাহাকে সুখকর ও আত্মার প্রিয়তায় তাহাকে প্রীতিকর বোধ করাইয়া থাকে।

যাহা ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্রাদির ন্যায় নিজস্ব অর্থাৎ স্বকীয় অধিকৃত বিষয় নহে,—এমন অনুকূল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি সাধারণ বিষয় সকলও যে, প্রাণী মাত্রের নিকট সুখকর ও প্রীতিকর হইতে দেখা যায়, তাহারও মূলে প্রকারান্তরে আত্ম-সম্বন্ধ বা "মমতা" বুদ্ধি সংবদ্ধ আছে, ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে। সাধারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ বিশেষের প্রতি প্রাণী-বিশেষের ব্যক্তিগত মমতা-বৃত্তি অর্থাৎ "অমুক যে আমি,—ইহা সেই আমার বস্তু"—এই প্রকার আত্মীয়ভাব না থাকিলেও, "ইহা

যে বিষয়ে ব্যক্তিগত মমতা-বৃত্তি নাই, স্বভাবজা বা জাতিগত মমতা-বৃত্তি বশতঃই তাহা সুখের ও প্রীতির বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার শ্রবণীয় বিষয়"—"ইহা আমার স্পর্শনীয় বিষয়"— "ইহা আমার দর্শনীয় বিষয়"—"ইহা আমার আস্বাদ্য বিষয়" অথবা "ইহা আমার আঘ্রেয় বিষয়"—এই প্রকার একটি স্বভাবগত বা জাতিগত মমতা-বৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃ সেই সেই শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়, সেই সেই প্রাণী বিশেষের নিকট অনুকূল বোধ নিবন্ধন প্রিয় হইয়া থাকে; আবার শব্দ স্পর্শাদি যে যে বিষয়ে যে যে প্রাণী বিশেষের উক্ত প্রকার মমতা-বৃত্তির বিকাশ নাই, সেই সেই বিষয়, সেই সেই প্রাণী বিশেষের নিকট প্রতিকূল বলিয়া বোধ হওয়ায় অপ্রিয় হয়। মনুষ্যের নিকট মনুষ্যোচিত আহার বিহারাদি বিষয়ে—"মনুষ্য যে আমি,—ইহা সেই আমার ভোগ্য বিষয়"—এইরূপ জাতিগত মমতা-বৃত্তির বিদ্যমানতা বশতঃই উহা সুখকর ও প্রীতিকর বোধ হয়, তদ্রূপ মমতা-বৃত্তির অভাব নিবন্ধন সেই সকল বিষয়ই আবার মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট কোনও সুখের বা প্রীতির কারণ হয় না; আবার যে স্বভাবজা ও জাতিগত মমতা-বৃত্তির বিকাশে মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট শব্দ, স্পর্শাদি যে সকল বিষয় উপাদেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তৎ-স্বজাতীয় মমতা-বৃত্তির অভাব বশতঃ তাহাই আবার মনুষ্য জাতির নিকট হেয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে। এই মমতা-বৃত্তির উদয় ও অনুদয় জন্যই বংশীধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে কুরঙ্গ ও ভুজঙ্গ তৎপ্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু বৃক ও শিবাদি পশু সকল পলায়ন করিয়া থাকে;—এই জন্যই অরুণালোক দর্শনে বিহঙ্গ সকল পুলকিত হইলেও পেচক লুক্কায়িত হয়;—এই জন্যই ধূপের গন্ধে মনুষ্য সকল প্রফুল্লিত হইলেও মশককুল ব্যথিতই হইয়া থাকে। এইরূপ আত্ম-সম্বন্ধ বা মমতা-বৃত্তির উদয় ও অনুদয় জন্যই শব্দ, স্পর্শাদি যে কোনও বিষয় যে কোন প্রাণী বিশেষের নিকট যথাক্রমে প্রিয় ও অপ্রিয় হইবার কারণ হয়; অতএব একমাত্র আত্মবস্তু ভিন্ন আর কিছুই সুখের নহে, এবং আর কেহই প্রিয় নহে।

জলাশয়ের তরঙ্গ ও নিস্তরঙ্গ বশতঃ যেমন তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চঞ্চলতা ও স্থিরতা সাধিত হয়, সেইরূপ বিকারশীল দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবান্তর প্রাপ্তিতে,দেহনিবদ্ধ আত্মভাবে সুখ ও দুঃখ অনুভূত হয় বলিয়াই আমরা দেহের আরোগ্যাদি অনুকূলতা-প্রাপ্তির ও পীড়াদি প্রতিকুলতা-নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়া থাকি ; বস্তুতঃ এই প্রয়াস দেহের প্রীতিসাধন জন্য নহে,—আত্মাকে ভালবাসি বলিয়া আত্মার সুখাভাব নিবৃত্তির জন্যই আমরা দেহের প্রীতি সাধন করিয়া থাকি। আবার সেই আত্মভাব-সংবদ্ধ দেহের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে আত্মীয়ভাব বা "আমার" বোধ জন্মে,—সেই স্ত্রী, পুত্র, ধন ধান্যাদি বিষয়কে সুখকর মনে করিয়া, সে সকল বিষয় যে ভালবাসিয়া থাকি, সেই ভালবাসা তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত হয় না,—আত্মাকে ভালবাসি বলিয়া উহা সেই প্রিয় আত্মার প্রীতির জন্যই জানিতে হইবে। আত্মা যদি সুখময় ও প্রিয় বস্তু না হইতেন, তবে কাহারও নিকট অপর কোনও বস্তুই সুখের ও প্রীতির বিষয় হইত না। আত্মসম্বন্ধ বশতঃ আত্ম প্রীতি সাধন কামনায় সমস্তই প্রিয় হইয়া থাকে। মায়াবিড়ম্বিত বহির্মুখ জীব আমরা,—আমাদিগকে সুখের ও ভালবাসার মূল কোথায় দেখাইয়া দিবার জন্য, জননী শ্রুতিদেবী আমাদের অন্তরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না ; কেবল আত্মবস্তুই প্রিয় বলিয়া আত্মার প্রীতি সাধনের জন্যই সমস্ত প্রিয় হইয়া থাকে।

"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে ব্রাহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে ক্ষত্রস্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি; আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥" (বৃহদারণ্যক উঃ)

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, অরে মৈত্রেয়ি! জায়া পতির প্রীতি-সাধনের জন্য পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু কেবল আত্মার প্রীতিসাধনের জন্য পতিকে ভালবাসিয়া থাকে; আবার পতি যে জায়াকে ভালবাসেন, তাহাও জায়ার প্রীতির জন্য নহে, কেবল আত্মার প্রীতি-সাধন নিমিত্ত। পুত্র সকলের প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়। বিত্ত সকলের প্রীতির জন্য বিত্ত সকল প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্ত সকল প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই ব্রাহ্মণ প্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রীতির নিমিত্তই ক্ষত্রিয় প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ক্ষত্রিয় প্রিয় হইয়া থাকে। জনগণের প্রীতির নিমিত্ত জনগণ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই জনসকল প্রিয় হয়। দেবতা সকলের প্রীতির নিমিত্ত দেবগণ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার প্রীতির জন্যই দেবতা সকল প্রিয়। ভূত সকলের প্রীতির নিমিত্ত ভূত সকল প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই ভূতগণ প্রিয় হইয়া থাকে। কাহারও প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না; আত্মাই প্রিয় বস্তু বলিয়া, কেবল আত্মার প্রীতি-সাধনের জন্য সকলেই প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব সেই আত্মবস্তুকে

Dr..Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে সাধু, গুরু ও শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিবে, পরে অনুকূল যুক্তিদ্বারা শ্রুত-বিষয় মনন করিবে, ও পরিশেষে সেই বিচারিত বিষয় নিরন্তর ধ্যান করিবে। উক্ত শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়

কস্তূরী-বাসিত বনভূমির সৌরভে উদ্ভ্রান্ত কস্তূরী-মৃগ, যেমন বৃক্ষ-লতা সকল আঘ্রাণপূর্ব্বক আকুল ও বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কিন্তু বুঝিতে পারে না, যাহার সম্বন্ধের আভাসমাত্র লাগিয়া বনের বিটপী-লতাও সুবাসিত হইয়াছে সেই সৌরভ, তরু-লতাদির নিজধর্ম্ম নহে,–উহা তাহার অন্তর-সঞ্চারিত মৃগমদেরই সুবাস; তেমনি যে সুখময় আত্মবস্তুর সুখ ও প্রীতি-সৌরভের সম্বন্ধাভাস মাত্রের স্পর্শ লাগিয়া, দেহ, গেহ, স্বদেশ, স্বজন, স্ত্রী, পুত্রাদি অনাত্মবস্তুও সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে, —যে সুখ-সৌরভের আঘ্রাণে জীবমাত্রেই বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল,—সেই সুখ ও প্রিয়তা যে অনাত্মবস্তুর নিজ ধর্ম্ম নহে,—উহা যে জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মবস্তু বা অন্তরাত্মারই স্বভাব,—সে কথা মায়া-বিমুগ্ধ জীব বুঝিতে পারে না।

যাহা সুখ—তাহাই প্রিয়—তাহাই ভালবাসার বস্তু; যাহা প্রিয় বা ভালবাসার বিষয়,—তাহাই সুখ। সুখ ও প্রিয়তা যুগপৎ পরস্পর-সাপেক্ষ বিষয়। "সুখ" বলিতে সুখের সহিত প্রিয়তাকে ও "প্রিয়" বলিতে প্রিয়তার সহিত সুখকে বুঝাইয়া থাকে; অতএব সুখময় আত্মবস্তু বা আত্মা ব্যতীত আর অন্য প্রিয় বিষয় যে কিছুই নাই, ইহা আমরা বুঝিলাম।

জীবাত্মা আত্মবস্তু হইলেও তদাশ্রয় ও তৎশক্তিমান্ পরমাত্মাই মূল আত্মবস্তু। মূল ব্যতীত শাখা পল্লবাদির যেমন পৃথক অস্তিত্ব নাই, তেমনি পরমাত্মা ভিন্ন জীবাত্মার অস্তিত্বই অসম্ভব। যেমন অগ্নিরই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভায় আলোকরশ্মি প্রভাবান্ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রিয়তা ও সুখধর্ম্মে জীবাত্মার প্রিয়তা ও সুখধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া, তাহারই প্রতি-বিম্বে ও প্রতিবিম্বাভাসে. অনাত্মবস্তুকেও সুখের ও প্রীতির বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে। অনন্যাপেক্ষিরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; অতএব তিনিই পরমাত্মবস্তুর পরমাবস্থা। যে জীবাত্মার সম্বন্ধে বা তদাভাসে দেহ গেহাদি অনাত্মবিষয় সকলও প্রিয় হইয়া উঠে, সেই জীবাত্মা আবার যাঁহার প্রিয়তায় প্রিয় হইয়া থাকেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই পরমাত্ম-বস্তুর পূর্ণতমভাব; অতএব আত্মানাত্ম সকল বিষয়ের—সকল প্রিয়তার জীবাত্মাই মূল কারণ নহেন,—সর্ব্বকারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রিয়তার মূল উৎস। সকল প্রিয়তা—সকল ভালবাসা যাঁহা হইতে উৎসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে প্রিয় ও মধুময় করিয়া তুলিতেছে,—সেই পরম রসময়—পরম মাধুর্য্যময়—পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন প্রিয়তম আর কিছুই নাই। নিখিল প্রিয়তার সেই পরম-কারণকেই নির্দ্দেশ করিয়া, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণই মূল-পরমাত্ম বস্তু। তদীয় সম্বন্ধেই সমস্ত প্রিয় হয় বলিয়া তিনিই প্রিয়তম।

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা—" (বৃহদারণ্যক উঃ)

অর্থাৎ এই পরমাত্মা, সকল বস্তু হইতে অন্তরতর; অতএব ইনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, এবং অপর সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর। স্মৃতিও বলেন,—

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ॥
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্য পরঃ প্রিয় ॥

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যধৃত)

অর্থাৎ যাঁহার প্রিয়তার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুত্র ও ধনাদি বিষয় সকল প্রিয় হইয়া থাকে, তাঁহা হইতে আর অন্য কে প্রিয় আছে ?

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, চিন্ময় বা আত্মবস্তু ব্যতীত জড় বা অনাত্ম-বিষয়ে যখন প্রিয়তা ও সুখধর্ম্ম নাই, তখন ভগবত্তার পূর্ণতম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের পরম কারণ ও আত্মবস্তুর পরম আশ্রয় ও পরাবস্থ বলিয়া,—তিনিই পরমানন্দ ও পরমপ্রিয় হইতেছেন। সমস্ত সাতিশয় সুখ ও প্রিয়তা, যাঁহার পাদাব্জপ্রান্তে বিশ্রামলাভ করিয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সমান বা অধিক প্রিয় আর কেহই নাই। তিনি ধন-রত্নাদি হইতে প্রিয়,—তিনি পুত্র-কলত্রাদি হইতে প্রিয়, তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে প্রিয়,—তিনি প্রাণ হইতে প্রিয়,—তিনি আত্মা হইতেও প্রিয় পরমাত্মার পরমাবস্থা তিনি ; অতএব তাঁহা হইতে প্রিয়তম আর কে থাকিতে পারে ? যেখানে যাহা কিছু প্রিয়—সমস্তই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বা তৎসম্বন্ধ-পরম্পরায় প্রিয় হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে। কার্য্য অপেক্ষা কারণের প্রিয়তাধিক্যই, সেই সকল প্রিয়তার পরম কারণ—কৃষ্ণ-প্রিয়তমকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কমল-বিকীর্ণ সৌরভ যেমন কমলের সন্নিধান ও ব্যবধান অনুরূপ ক্রমশঃ স্ফুটতর বা ক্ষীণতর হইতে দেখা যায়, সেইরূপ প্রিয়তম গোবিন্দ-তামরসের প্রীতি-সৌরভে সমস্তই প্রিয় হইলেও, তদীয় প্রীতি-সম্বন্ধের সন্নিধান ও ব্যবধান অনুরূপ বিষয় সকলে যথাক্রমে প্রিয়তার আধিক্য অথবা তাহা ন্যূনতা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যবহার-জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ যে, লোকের আত্মাতে যে প্রীতি হইয়া থাকে, সেরূপ প্রীতি আত্মা অধ্যাসিত দেহে হইতে দেখা যায় না। আত্মবুদ্ধির আরোপ সত্ত্বেও, যখন আত্মার সুখের প্রতিকূল ভাবাপন্ন দেহকে প্রয়োজনবোধে ত্যাগ করিয়াও, সেই

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের নৈকট্য ও দূরত্বই বিষয় সকলের মধ্যে প্রিয়তার ন্যূনাধিক্যের কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্যক্তা আত্মার সুখ-পোষণ প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তখন দেহ হইতেও যে আত্মা অধিক প্রিয়, ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না। আবার সেই অহঙ্কারাস্পদ দেহে যে প্রীতি দেখা যায়, সেরূপ প্রীতি মমতাস্পদ পুত্র-কলত্রাদিতে দেখা যায় না; কারণ, যাহা স্বভাবতঃ প্রিয়বস্তু—সেই আত্মার সহিত স্ত্রী-পুত্রাদির যত ব্যবধান, দেহ তদপেক্ষাও নিকট-সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বিষয়। আবার সাধারণতঃ পুত্র-কলত্রাদিতে লোকের যে প্রীতি দেখা যায়, তেমন প্রীতি ধন-রত্নাদিতেও দৃষ্ট হয় না; যেহেতু আত্ম-সম্বন্ধ বা আত্মীয়-ভাব, পুত্রাদি হইতেও বিত্তে অধিকতর ব্যবধানপ্রাপ্ত; আবার বিত্তে যে প্রীতি দেখা যায়, সেরূপ প্রীতি যান-বাহনাদি বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয় না। আত্ম-সম্বন্ধের নৈকট্য ও দূরত্বই ক্রমশঃ বিষয় সকলে প্রিয়তা স্ফুটতর ও ক্ষীণতর অনুভূত হইবার কারণ। যদি তাহাই হইল, তবে এতাদৃশ প্রিয় জীবাত্মারও যিনি আশ্রয় ও কারণ,—সেই অন্তর্যামী পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতেও প্রিয়তর এবং সেই পরমাত্ম-স্বরূপের পরিপূর্ণভাব যিনি - সেই সকল আনন্দ ও প্রীতির পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র প্রিয়তম বস্তু হইতেছেন,—ইহাও উপলব্ধি করিবার বিষয়।

ব্যবহার জগতে যে তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, পারমার্থিক জগতে তাহাই পরিস্ফুটরূপে নিত্য প্রকাশমান্ রহিয়াছে। গুণাতীত—চিদানন্দ-ময় ধামে ব্রজবাসিগণ নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং পূর্ণানন্দে নিমগ্ন। সেখানে অনাত্মভাবের গন্ধমাত্রও নাই,—সেখানে সকলই সুখস্বরূপ—সমস্তই আত্মভাব বা চিদ্বিলাসময়। চিন্ময় জগতের সকল বিষয়ই এক চিদানন্দরস বলিয়া, তথায় দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি সমস্তই পরমানন্দরূপে অনুভূত হইলেও, আবার সেই স্বরূপ বা চিচ্ছক্তিরও পরমাশ্রয় ও পরম কারণ যিনি—সেই রসঘন শ্রীনন্দনন্দন-কৃষ্ণে ব্রজবাসি-গণের সর্ব্বদাই কোনও এক প্রগাঢ়তম প্রীতি-বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যাহা দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি অপর কোন বিষয়েও দেখা যায় না;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—স্বরূপ-বৈভব হইতে স্বরূপ-শক্তিমানের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে জানা যায়, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রজের বৎস ও বালকগণ অপহৃত হইলে, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই বৎস ও বালকরূপে রচনা করিয়া ব্রহ্মাকে বিমোহিত করেন। এই প্রকারে বৎসর-কালাবধি সেই সেই বৎস ও বালকরূপধারী—সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, নিজেই আপনা কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৎস ও বালকরূপ আপনাকে পালন পূর্ব্বক বনে ও গোষ্ঠে ব্রহ্মাদি মোহনকারী পরমাশ্চর্য্য লীলা করেন। পূর্ব্বে ব্রজবাসী গো ও গোপীদিগের নিজ নিজ বৎস ও বালক অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যে সর্ব্বাধিক স্নেহ ছিল, ব্রহ্মমোহনকালে স্বপুত্রে ও স্ববৎসে কৃষ্ণতুল্য স্নেহাধিক্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া, ইহার কারণ জীব-জগতকে সুবিদিত করাইবার জন্য, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীশুকদেবকে সংশয়চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মণ! (১০ম স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে) আপনি যে নিজ নিজ পুত্র হইতেও পরোদ্ভব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের স্নেহাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন, সেই বাক্যে আমার আশঙ্কা হইতেছে এই যে, সংসারে অতি গুণবান্ পরপুত্র হইতে গুণহীন নিজ পুত্রে প্রীতির আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রজবাসিগণের স্ব স্ব পুত্রের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, সেই ব্রজবাসী দিগের তাদৃশ প্রেম, ব্রহ্মমোহন-কালে বৎস ও বালকরূপধারী পরোদ্ভব কৃষ্ণে কেন পরিলক্ষিত হইল, ইহাই বর্ণন করুন।

শ্রীভাগবতীয় বিচারে ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়।

ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব, আত্মারই প্রিয়ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণেরই পরমাত্মত্ব সম্বন্ধে যে পরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বোক্তি-সকলের শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ-স্বরূপ জীবের চির-স্মরণীয় সেই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ৫০ হইতে ৫৭ শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরে ঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে নৃপ! প্রাণিমাত্রের স্বীয় আত্মাই একান্ত প্রিয়। আত্মা হইতে অপর যে পুত্র-বিত্তাদি বিষয় সকল,—তাহারা সেই আত্মার প্রিয়তাহেতুই প্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতঃ প্রিয় নহে—ইহা স্থির।

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥

হে রাজেন্দ্র! এই হেতু প্রাণিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যে স্নেহ দেখা যায়, মমতাস্পদ পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতেও তেমন স্নেহ দেখা যায় না।

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥

(চিদাত্মার স্বরূপ অবগত না হইয়া দেহকেই আত্মা মনে করিয়া থাকে, এরূপ অবিবেকী যাহারা) এতাদৃশ দেহাত্মবাদী ব্যক্তিরও নিকট সেই অহঙ্কারাস্পদ দেহটই যেমন প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, দেহসম্বন্ধীয় পুত্র-বিত্তাদি মমতাস্পদ বিষয় সকল নিশ্চয়ই তেমন প্রিয় হয় না।

[উক্ত শ্লোকে "রাজন্যসত্তম"—রাজাকে "সত্তম" বলিয়া সম্বোধন করিবার হেতু এই যে, যে সকল রাজা দেহ-গেহাদি অনাত্মবিষয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে তাহারা "অসন্ত" অর্থাৎ অসৎ; যাঁহারা তদধিক জীবাত্মার স্বরূপমাত্রই অবগত, তাঁহারা "সন্ত" বা সৎ; যাঁহারা অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ পর্য্যন্তই বিদিত, তাঁহারা "সত্তর"; আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরিজ্ঞাত তাঁহারাই "সত্তম"। হে রাজন্! তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ-কারণত্ব পরিজ্ঞাত; অতএব তুমিও সত্তম।]

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(দেহাত্মবাদীর পক্ষে দেহই "আমি" বলিয়া উহাই প্রিয়তম হইলেও) যদি কদাচিৎ ঈষৎ বিবেকোদয় বশতঃ উহা মমতাস্পদ অর্থাৎ "আমার" বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তখন সেই দেহ আর আত্মতুল্য প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্ম-সম্পর্কেই প্রিয় হইয়া থাকে ; যেহেতু সেই দেহ রোগাদি-কর্ত্তৃক জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, মরণযন্ত্রণারূপ অধিকতর ক্লেশভোগ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায়, সেই ত্যাগোপযোগী জীর্ণ দেহেও অবস্থানেচ্ছা বলবতীই হইয়া থাকে ; অথবা দেহের জীর্ণতা নিমিত্ত আত্মাকে নিরন্তর তৎসঙ্গ-বশতঃ ক্লিষ্ট হইতে দেখিয়া, দেহ হইতেও প্রিয়তর আত্মার ক্লেশনিবারণার্থ, সেই দেহধারণেচ্ছা "অবলীয়সী"—অর্থাৎ পূর্ব্বা-পেক্ষা অবলবতীই হইয়া থাকে,—ইহাই তাৎপর্য্য।

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥

অতএব নিখিল প্রাণিগণের আত্মাই প্রিয়তম ; যেহেতু দেহ, অপত্য, বিত্ত, ঘট, পটাদি চরাচর সমস্ত জগৎ, আত্মার প্রীতির কারণেই প্রিয় হইয়া থাকে।

[হে রাজন্! এখন যদি বল, দেহাতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইতেছেন—বুঝিলাম বটে, কিন্তু ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সেইরূপ প্রিয়তম হইলেন ?—ইহাই আশঙ্কা করিয়া শ্রীশুকদেব নিজেই বলিতেছেন—]

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

তুমি এই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে নিখিল প্রাণিদিগের আত্মারও পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গল নিমিত্ত নিজ অবিচিন্ত্য ইচ্ছা ও কৃপা শক্তি দ্বারা এই জগতে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই প্রকাশ, কর্ম্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে নিখিল জীবাত্মারই পরমাশ্রয় তাহা নহে, অন্তে সমস্ত জড়বস্তুর এবং আদিতে সাক্ষাৎ তদেকাত্মরূপ সকলেরও পরম-স্বরূপ, তাহাই বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরম-কারণত্ব বলিতেছেন ;—]

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥

এই জগতে তত্ত্বতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহানুভবদিগের পক্ষে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত শ্রীনারায়ণাদি ভগবদ্রূপ সকল শ্রীকৃষ্ণরূপেরই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতি-ভাত হইয়া থাকেন। অধিক কি তাঁহাতে যে বস্তু নাই—সংসারে এমন কোনও বস্তুর সত্তাই নাই।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥

হে রাজন্! স্থাবর জঙ্গম অথবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদান-কারণেই অবস্থিত। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎ-সর্ব্বশক্তিমান্—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে তাহা নিরূপণ কর,- অর্থাৎ কিছুই নাই জানিও।

যিনি স্বতঃই পরমানন্দ-স্বরূপ ও পরম প্রিয়,—অখিল আনন্দ ও ভালবাসার যিনি পরম কারণ,—সকল সুখধারা—সকল প্রীতিধারা—যে উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া চরাচর নিখিল বিশ্বকে সুরসিত ও সঞ্জীবিত করিতেছে,—সেই রসঘন শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দের পরিবর্ত্তে আমরা যে বিষয়ানন্দ অনুসেবন করিতেছি,—পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমকে ভাল না বাসিয়া আমরা যে অনাত্মবিষয় সকলকে ভালবাসিতেছি,—ইহারই নাম "বহির্মুখতা"। আত্মবিস্মৃত জীব যখন অনাত্ম বা জড়ীয় ভাবের সাম্মুখ্য প্রাপ্ত হয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন জড়দেহকেই "আত্ম" বা "আমি" মনে করায়, সেই জড়দেহ-সম্পর্কীয় জড়ীয় বিষয় সকলে "আমার" বা "আত্মীয়" বুদ্ধি জাগিয়া উঠে।

জীবের বৈমুখ্য ও সাম্মুখ্য লক্ষণ।

চিদাত্ম-জীবের এই যে জড়াত্মতা,—স্বরূপ-ভাবের বিপরীত এই যে বিরূপতা,– ইহাই জীবের জড়-সাম্মুখ্য ; এবং এই জড়-সাম্মুখ্যও আবার সংসারী জীবের অনাদিসিদ্ধ। বহির্মুখতার অর্থ চিদ্-বৈমুখ্য। জড়-সাম্মুখ্য ঘটলেই চিদ্-বৈমুখ্য অনিবার্য্য ; যেহেতু উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাশ্রয়। যেখানে যে পরিমাণ জড়-সাম্মুখ্য, সেখানে সেই পরিমাণ চিদ্-বৈমুখ্য এবং যেখানে যে পরিমাণ চিদ্-বৈমুখ্য, সেখানে সেই পরিমাণ জড়-সাম্মুখ্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে ; আবার চিদ্-সাম্মুখ্য বা চিদ্ভাবের সম্মুখতা ঘটলেই সেই পরিমাণে জড়-বৈমুখ্য বা জড়ে বিমুখতাও অবশ্যম্ভাবী। উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ পরস্পর বিপরীত-স্থিত হওয়ায়, যেমন কাহারও উত্তর-সাম্মুখ্য বা উত্তরদিক্ সম্মুখবর্ত্তী হইলেই দক্ষিণ দিক্ পশ্চাদ্বর্ত্তী বা দক্ষিণ-বৈমুখ্য এই উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হয়, তেমনি জীবের চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্য, অথবা জড়-বৈমুখ্য ও চিদ্-সাম্মুখ্য উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে।

চিদ্-বৈমুখ্যের নামান্তর "ঈশ-বহির্মুখতা" বা প্রকৃষ্টরূপে "কৃষ্ণ-বহির্মুখতা"। কৃষ্ণ-বহির্মুখতা ঘটলেই, জীবের পক্ষে জড়-সাম্মুখ্য অনিবার্য্য। জড়শক্তি বা মায়া রচিত অবিদ্যাদির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দুঃখ বহুল সংসারাবর্ত্তে বিঘুর্ণিত হওয়াই জড়-সাম্মুখ্যের অলঙ্ঘনীয় ফল। কৃষ্ণ-বৈমুখ্য ও মায়া-সাম্মুখ্য যুগপৎ সংঘটিত বলিয়াই, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥"

কৃষ্ণ-বহির্মুখতা নিবন্ধন জীবের জড় বা মায়া-সাম্মুখ্য উপস্থিত হইলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন মায়িক বা জড়বিষয় ব্যতীত, চিন্ময়-বিষয়ের কোন অনুভূতি থাকে না ; অতএব তৎকালে স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়পটে চিৎসত্তার পরিবর্ত্তে দিগন্ত বিস্তৃত উষর-ভূমির মত,—এক বিরাট্ জড়সত্তা জাগিয়া উঠে। এই জড়তার করাল ব্যাদন-গ্রস্ত জীবের স্বরূপ বা চিদাত্মভাব বিলীন হইয়া, তৎস্থলে জড়াত্মভাবের এক বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রই অবশেষ থাকে,—যাহাকে "জীবের জড়ত্ব" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। নিত্য ও চিন্ময় জীব—কোন কালে কোন অবস্থায় তাহার একান্ত বিনাশ সম্ভব নহে বলিয়াই, অনাদিকালের জড়তার প্রবল সংঘর্ষণ মধ্যেও বিলোপ না হইয়া, জড়াবরণের অন্তরালে বিলীন থাকায়, উহাতে জড়ের-ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ইহারই নাম জীবের জড়ত্ব অথবা স্বরূপচ্যুত জীবের বিরূপতা।

জীবের জড়াবস্থা বা জড়াত্মবোধের লক্ষণ।

জীব বিরূপভাব প্রাপ্ত হইলেই তৎসহ যুগপৎ জড়াত্ম ও জড়াত্মীয়-বুদ্ধির সংযোগ ঘটে এবং চিদাত্ম ও চিদাত্মীয় বোধ বিলীন হইয়া যায়। তৎকালেও চিদ্ বা আত্মবস্তুর সুখ ও প্রিয়তা ধর্ম্মের ম্লান আভাস, দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্তাদি জড়স্তূপের অভ্যন্তর হইতে প্রকাশমান্ হইতে থাকে। বিরূপতাপ্রাপ্ত-জীবের তদবস্থায় চিদ্ভাবের কোনও সন্ধান থাকে না বলিয়া, চিদাত্মার সেই সুখাভাসকে জড়ীয় দেহ গেহাদি বিষয়েরই স্বধর্ম্মরূপে আরোপ করিয়া, জীব তৎসেবনে অভিনিবিষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সেই জীবের পক্ষে তৎকালে দেহাতিরিক্ত চিদানন্দের অনুভব-সামর্থ্য না থাকায়, দেহকেই "প্রিয়তম" এবং দেহের নিকটতর ও নিকট-সম্বন্ধীয় পুত্র-কলত্রাদিকে "প্রিয়তর" ও ধন-ধান্যাদি বিষয়কে "প্রিয়" বলিয়া বোধ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ইহাই জীবের বিরূপভাব বা জড়াবস্থা। সম্পূর্ণ চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্যই ইহার কারণ।

আবার যখন সেই একান্ত জড়ভাবাপন্ন জীবের সাময়িক বিবেকাদি—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

-বশতঃ অহঙ্কারাস্পদ দেহ, মমতাস্পদ হইয়া, দেহাতিরিক্ত আত্মবস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই জীবেরতটস্থভাব বা চিদ্-জড়াবস্থা বলা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ পরিমিত চিদ্-সাম্মুখ্য ও জড়-বৈমুখ্য ঘটলেই এই অবস্থার উদয় হইয়া থাকে।

জীবের চিদ্-জড়াবস্থা।

মহৎকৃপাদি অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে যখন জীব ক্রমশঃ চিদ্-সাম্মুখ্য ও জড়-বৈমুখ্য প্রাপ্ত হয়, তখন "জড়ানন্দের" পরিবর্ত্তে "চিদানন্দ" গ্রাহ্য হইয়া থাকে; ইহাই জীবের স্বরূপ-ভাব বা চিদবস্থা। জীবের এই চিদবস্থা বা স্বরূপতা, আবার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমভাব প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-সাম্মুখ্য ঘটিয়া থাকে।

জীবের চিদবস্থা, পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে ত্রিবিধ।

এক অখণ্ড চিদ্বস্তু বা জ্ঞানতত্ত্বই চিদ্-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীবের ভাব-তারতম্যানুসারে যথাক্রমে "ব্রহ্ম", "পরমাত্মা" ও "ভগবদ্রূপে" প্রকাশমান্ হইয়া থাকেন। যাঁহার ভাব যাদৃশ, তদনুরূপ প্রকাশই তৎ-সমীপে সর্ব্বোত্তম বলিয়া অনুভূত হইলেও, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যেও আবার তারতম্য লক্ষিত হইতে পারে।

পরতত্ত্বের প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্-রূপ ত্রিবিধ প্রকাশ।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্গণ এক অখণ্ড-চৈতন্যবস্তু বা অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। অদ্বয়জ্ঞানরূপ তত্ত্ব যখন নির্ব্বিশেষরূপে প্রকাশ পান, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গযোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইলে ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একই অখণ্ড চিদ্বস্তু বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের প্রকাশভেদ যে, কেবল চিদ্-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীবের অধিকার তারতম্য ক্রমেই সংঘটিত হইয়া থাকে,—কাব্য বর্ণিত, সুদূর আকাশ-পথ হইতে দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় অবতরণ, এই বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ;—

চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্ ।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ । (শিশুপালবধ-কাব্য)

অর্থাৎ দ্বারকাবাসিগণ প্রথমে দেখিতেছেন, একটি তেজঃপুঞ্জ মাত্র ; আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, আকৃতি দর্শনে তখন কোনও শরীরী বা দেহধারী জীব বলিয়া নির্ণয় করিলেন ; তদনন্তর আরও নিকটবর্ত্তী হইলে করচরণাদি অবয়ব দর্শনে, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইল ; এবং সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী হইলে অবশেষে তাঁহাকেই নারদ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

একই নারদ যেমন দর্শকের দর্শন করিবার অধিকারানুরূপ, যথাক্রমে "জ্যোতিঃ" "শরীরী" "পুরুষ" ও "নারদ",—প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধপ্রকাশ-ভেদে পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সম্মুখবর্ত্তী হইলেও, দর্শকের দর্শনের যোগ্যতানুসারে উহা যথাক্রমে "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" "ভগবান্" ও সেই ভগবদ্ভাবের পূর্ণতম-স্বরূপ "স্বয়ং ভগবান্",—প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ প্রকাশভেদে পরিদৃষ্ট হয়েন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্",—(ভাঃ ১।৩।২৮) কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" ও শ্রীনারায়ণাদি নিখিল "ভগবন্মূর্ত্তি" সকল শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশভেদ মাত্র।

শক্তিমৎ শ্রীভগবানের চিন্মহিমা বা চিজ্জ্যোতিরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশই "ব্রহ্ম" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দিতমিতি”—ভাঃ ৮।২৪।২৩) জীব চিচ্ছক্তি-কণ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে চিদংশে অভিন্ন-বিধায়, অদ্বৈতজ্ঞানিগণের চিদ্-সাম্মুখ্য লাভ হইলে, নির্ব্বিশেষ অখণ্ড-ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছুই উপলব্ধি না হওয়ায়, তৎকালে তাঁহাদের জীবাত্মার পৃথক সত্তাও আর গ্রাহ্য হয় না।

পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অনুভূতি বৈশিষ্ট্য।

এক অখণ্ড ও বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত, তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ব্রহ্মদর্শীর নিকট অন্য কোনও বিশিষ্টতা প্রতিভাত না হইয়া, সকল বৈশিষ্ট্য উহাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের ভগবদ্রূপ যে সবিশেষ প্রকাশ,—উহা নির্ব্বিশেষ প্রকাশ বা ব্রহ্মের ন্যায় চিদ্-সত্তামাত্র না হইয়া, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-স্বরূপ হওয়ায় (“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্”—গীতা ১৪।২৭) ঘনীভূত শক্তিমৎ-তত্ত্বই হইতেছেন। শক্তিতত্ত্ব জীব হইতে শক্তিমৎ-তত্ত্বের বিশিষ্টতা বশতঃ বিভিন্নাংশ জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব নিত্যই বিদ্যমান থাকে এবং আশ্রয় ও আশ্রিত,—সেব্য ও সেবকরূপ মধুর সম্বন্ধ-বন্ধনে ঈশ্বর ও জীব চিরবদ্ধ হইয়া থাকেন। তেজোমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ হইলেও, তৎ-প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সূর্য্যমণ্ডল যেমন সবিশেষ ও সবিগ্রহ, সেইরূপ “ব্রহ্ম” নির্ব্বিশেষ প্রকাশ হইলেও, তদাশ্রয় ভগবৎ-প্রকাশকে সবিশেষ ও সবিগ্রহই জানিতে হইবে। অন্তর্যামী পরমাত্মাও শ্রীভগবানের আংশিক সবিশেষ প্রকাশ ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব বলিয়া, পরমাত্ম-সাম্মুখ্যেও শক্তিস্থানীয় জীবের পৃথক সত্তার বিদ্যমানতা অনিবার্য্যই হইতেছে;

ভগবৎ-সাম্মুখ্যের পূর্ণতম অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য; (“কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্”।) চিদ্-সাম্মুখ্যের গতি এইখানেই বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শক্তিমৎ-তত্ত্বের পরাবস্থ বা পূর্ণতম স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

ঈশ-সাম্মুখ্যের পরমাবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য।

নিখিল শক্তিমৎ-তত্ত্বের পরাবস্থ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের চিদ্-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্যোতিঃ বা চিদ্-বিভূতিই নির্ব্বিশেষ "ব্রহ্ম" আখ্যায় উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ; শ্রীচরিতামৃতকার তাই লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে যাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥"

জীবের জড়-বৈমুখ্য ও চিদ্-সাম্মুখ্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, তখন অনাত্ম বা জড়বিষয়ে আরোপিত প্রিয়তা, জড়াবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধ ও স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণতম স্বরূপতা-প্রাপ্ত জীবের নিকট, শ্রীকৃষ্ণই "প্রিয়তম", তদেকাত্ম অন্তর্যামীত্যাদি স্বরূপ সকল "প্রিয়তর" ও জীবাত্মা "প্রিয়" বলিয়াই অনুভূত হয়েন।

জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত-ভেদে পরতত্ত্বের অনুভূতি পার্থক্য।

নির্ব্বিশেষ চিদ্-জ্যোতির অভ্যন্তরস্থিত—চিদ্বিলাস-পরিমণ্ডিত—চিদানন্দঘন সবিশেষ প্রকাশ—জ্ঞানাধিকার সীমার অতীতে অবস্থিত; সুতরাং "প্রিয়" স্থানীয় যে নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতি মাত্র,—তাহাই অদ্বৈতজ্ঞানিগণের নিকট"প্রিয়তম" বা পরমানন্দ-তত্ত্ব। আবার নির্ব্বিশেষ চিদ্-জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া, তদন্তর্গত সবিশেষ শক্তিমৎ-তত্ত্বের সাম্মুখ্যলাভে যোগাধিকারী সমর্থ হইলেও, সবিগ্রহ পূর্ণ-শক্তিমৎ তত্ত্বের আংশিক প্রকাশ বা অন্তর্যামী স্বরূপ পর্য্যন্তই অষ্টাঙ্গ-যোগিগণের অধিকার-সীমা ; সুতরাং "প্রিয়তর" স্থানীয় পরমাত্মাই তাঁহাদের নিকট "প্রিয়তম" বা পরমানন্দ-তত্ত্ব।

পরমাত্মার পূর্ণতম স্বরূপই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। শ্রীযশোদানন্দন-কৃষ্ণই নিখিল আনন্দ ও প্রীতির মূল-কারণ ; অতএব তিনিই হইতেছেন "প্রিয়তম"। একমাত্র অমল পরা ভক্ত্যধিকার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সাম্মুখ্য লাভ করা যায়। স্নিগ্ধ-জ্যোস্নালোকের সংস্পর্শ ব্যতীত অপর কোন আলোকের সমক্ষে যেমন কুমুদিনীর বিকাশ অসম্ভব, সেইরূপ কেবল শুদ্ধ-ভক্তগণের ভক্তি-চন্দ্রিকার সমক্ষেই শ্রীগোবিন্দরূপ ইন্দীবরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশ হইয়া থাকে। "প্রিয়তম"কে "প্রিয়তম" বলিয়াই অনুভব করিবার যোগ্যতা কেবল শুদ্ধ-ভক্তগণেরই প্রাপ্য-বিষয়; সুতরাং পরমানন্দের পরম কারণ-স্বরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমকে "প্রিয়তম" ও "রসঘন" রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসহ, তৎ-সম্পর্কীয় "প্রিয়" ও "প্রিয়তর" বিষয়-সকলেরও যথার্থ-স্বরূপ ভক্তেরই অনুভবনীয় হইয়া থাকে। ভক্তিই সমস্ত তত্ত্বের সামঞ্জস্য-ভূমি, এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই সকল তত্ত্বের সমাধান।

নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতির ঊর্দ্ধে সবিশেষ চিদ্-বিলাস একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বিষয়।

চিদ্-সান্মুখ্য উপস্থিত হইলেও কেবল ভক্তির আলোক ব্যতীত নির্ব্বিশেষ চিদ্-বিভূতির ঊর্দ্ধে সবিশেষ চিদ্-বিলাস ও সবিগ্রহ চিদ্‌বিলাসীর সন্ধান, আর কিছুতেই মিলিবার সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, উপনিষদের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মদর্শী ঋষি, কোন ভাগ্যে ভক্তি-কিরণকণার স্পর্শ লাভ করিবার পর নির্ব্বিশেষের অভ্যন্তরে সবিশেষের সন্ধান পরিজ্ঞাত হইয়া, শরণাগত ভক্ত-ভাবেই প্রার্থনা করিতেছেন,—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" (বৃহদারণ্যক উঃ)

অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় আবরণদ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখ অর্থাৎ মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আবৃত রহিয়াছে। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎ-করণার্থ, তোমার ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

"ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং
কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।" (বৃহদারণ্যক উঃ)

অর্থাৎ মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার রশ্মি সকল সংযত কর, তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে অতি মধুর রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে পরিদর্শন করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভক্তি" বা পূর্ণতম চিদ্-সাম্মুখ্য দ্বারা জীব কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন সেই প্রিয়তমের সম্পর্কে কেবল যে আত্মবস্তুই প্রিয় হয় তাহা নহে,—আত্ম, অনাত্ম নিখিল বিশ্ব-চরাচরই তৎকালে ভক্তের নিকট পূর্ণসুখ স্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির উদয়ে, জীবের হৃদয় দ্বারের জড়ত্ব-অর্গল সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইবামাত্র, সেই পূর্ণ রসোৎস-উৎসারিত পরমানন্দের মধুরধারা, জীবাত্মাকে পরিসিক্ত করিয়া, তাহার অন্তরের অনাবিল পথে বহিতে থাকে.—যাহার প্রভাবে সকল ভুবন প্রেমময় ও মধুময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম "ভক্তভাব" বা "ভাগবতপদ"—ইহাই জীবের পরিপূর্ণ স্বরূপতা। এই অবস্থার উদয়ে জীবের নিকট "বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে"—নিখিল বিশ্বই পূর্ণ-সুখস্বরূপে অনুভূত হয়; সুখ ব্যতীত—আনন্দ ব্যতীত তখন সে হৃদয়ে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোনও পদার্থ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। অনন্ত প্রেম ও মাধুর্য্যময় তদীয় প্রিয়তমের সম্বন্ধ-সিক্ত নিখিল ভুবনই যেন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠে! আর সেই সকল মাধুর্য্য ও প্রিয়তার উৎসরূপে তাহার মধ্যকেন্দ্রে দণ্ডায়মান যিনি, সেই বেণুবাদন-তৎপর গোপ-কিশোরের তরুণ তমাল হইতেও স্নিগ্ধ-শ্যামল শ্রীমূর্ত্তিখানিই নিজ প্রাণ কোটি হইতেও অতি—অতি প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়! অন্ধকার আর যেখানেই থাকে থাকুক, কিন্তু প্রজ্জলিত মশালের সহিত যেমন তাহার কখনও সাক্ষাৎ-কার হয় না, সেইরূপ ভক্তির স্নিগ্ধালোকে যে হৃদয় একবার উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহার সহিত পরমানন্দ ব্যতীত আর কখন দুঃখাভাসেরও সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; ইহাই জীবের পরিপূর্ণ স্বরূপভাবে অবস্থিতি। ভক্তত্বই জীবের সেই পূর্ণতম স্বরূপতা। জীবের ভক্তত্ব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির অবস্থা বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

ভক্তত্ব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তিতে জীবের পূর্ণানন্দের অনুভূতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর উঃ)

অর্থাৎ যিনি গুরু ও শাস্ত্র প্রসাদে পরমেশ্বরকে বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না; পাশ না থাকায়, তজ্জন্য কোন ক্লেশও থাকে না; ক্রমে জন্মমৃত্যু নিবারিত হইয়া যায়। তাদৃশ পাশ-বিমুক্ত জীব, যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু গ্রহণও করেন, তাঁহাকে জন্মাদি নিমিত্ত দুঃখ অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের নিরন্তর স্মরণে লিঙ্গশরীরাদির বিনাশ হয়, এবং চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদ অপেক্ষা তৃতীয় যে, শুদ্ধসত্ত্বময় সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাকৃত-গন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবতপদ, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ভাগবতপদ-প্রাপ্তিতে সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

ভক্তি-সুখের তুলনায় অপর যে কোনও সুখ উপেক্ষনীয়।

জীবের পূর্ণতম স্বরূপভাব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির আনন্দ, লৌকিক ভাব ও ভাষার পক্ষে প্রকাশ করিবার কোনও সামর্থ্য না থাকায়, ইহা অচিন্তনীয় ও কেবল সাধন-গ্রাহ্য বিষয় বলিয়াই জানা আবশ্যক। ভাগবতপদ বা ভক্তি-সুখের কিঞ্চিৎ আভাস, শ্রীভগবানের নিজোক্তি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে;—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
মষ্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

অর্থাৎ আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্ত, আমাকে ভিন্ন, অন্য ব্রহ্মপদ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দ্রত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব কিম্বা পাতালের আধিপত্য, অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি, কিছুই ইচ্ছা করেন না।

অধিক কথা কি,—ভাগবতগণ ভক্তি বা ভগবৎ-সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া, মায়িক ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোকাদির প্রাকৃত সুখ ত দূরের কথা,—তৎসকাশে অপ্রাকৃত সালোক্যাদি ভগবত্তুল্য সুখও অল্প বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহাও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না ; তবে, যে সকল ভক্তকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কেবল সেবা-সুখ প্রাপ্তির অনুরোধেই জানিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, জননী দেবহূতিকে নিজ মুখেই এই কথা বলিয়াছেন ;—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতে)

(ভক্তি-সুখের কথা অধিক কি বলিব) হে জননি! নিষ্কাম ভক্তি-যোগিগণকে সালোক্য, (আমার সহিত একত্র বাস) সার্ষ্টি, (আমার সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য, (আমার সান্নিধ্য) সারূপ্য, (আমার সমান রূপ) এবং একত্ব (সাযুজ্য) দিতে চাহিলেও, তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন এ সকলের কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না।

জড়-সাম্মুখ্য বা চিদ্-বৈমুখ্য অবস্থায়, সুখময় জীবাত্মার প্রতিবিম্ব ও আভাসের সংস্পর্শে অনাত্মবস্তু সকলে "আত্মীয়" বুদ্ধির উদয়ে, জড়ীয় বিষয় সকল প্রিয় হয় ; কিন্তু স্বরূপভাব-প্রাপ্ত জীবের ভগবৎ-সাম্মুখ্য বশতঃ দৃষ্টিরও স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে ; সুতরাং তখন আত্ম-সম্বন্ধে কোনও বিষয় আর "আত্মীয়" বা "আমার" বলিয়া মনে হয় না ; তখন স্থাবর, জঙ্গম,—বিশ্ব চরাচর যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সমস্তই—আত্ম-অনাত্ম সর্ব্ববিষয়ের মূল বা কারণ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ বা পূর্ণতম-পরমাত্মার সম্পর্কে

ভক্তিভাবের উদয়ে 'আত্মীয়' বিষয় সকল 'পরমাত্মীয়' বোধ হওয়ায় অধিকতর সুখকর হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'পরমাত্মীয়' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের' বলিয়া বোধ হওয়ায়, পূর্ব্বের অবিদ্যা-বাধিত প্রিয়তা হইতে তাহা প্রিয়তরই হইয়া থাকে। জড়-সাম্মুখ্য বা বিরূপতার অপনোদন এবং চিদ্-সাম্মুখ্য বা স্বরূপতার প্রাপ্তি নিবন্ধন, তৎকালে দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদাদি কোন বিষয়েই আর ভ্রান্ত "আমার" বা "আত্মীয়" বোধ থাকিতে পারে না ;—তখন নিজেকেও যেমন "তাঁহার" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বলিয়াই মনে হয়, তেমনি তৎসহ ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সৈকত, সিন্ধু, নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর ও কীটাণু হইতে ব্রহ্মা অবধি চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম—সেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত-রূপে পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তখন সকলই "শ্রীকৃষ্ণের" বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ও সেই চিরসুন্দর - চির-রসস্বরূপের সম্বন্ধে সকলই সুন্দর—সকলই মধুর ও সকলই পূর্ণ-সুখস্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। নব অনুরাগিণী কান্তার নিকট, তরুণ কান্তের সুখ-সম্বন্ধ লিপ্ত তদীয় গৃহ, পরিজন, বসন, ভূষণ, শয্যা ও আসনাদি সমুদয় বস্তুই প্রিয় ও মধুর বলিয়া অনুভূত হইলেও, যেমন সেই প্রতি অনুভূতির মধ্যে—সকল প্রিয়তা ও সকল মাধুর্য্যকে পরাভূত করিয়া কান্তের প্রিয়তম মুখচ্ছবিই জাগিয়া উঠে, সেইরূপ মহা-ভাগবতগণের শুদ্ধ দৃষ্টিতে—কৃষ্ণসম্বন্ধে সকল ভুবন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠিলেও, প্রত্যেক মাধুর্য্যের মধ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়া,—সকল প্রিয় হইতে প্রিয়তম—সকল মধুর হইতে মধুরতম সেই কৃষ্ণমুখ-চন্দ্রমাই স্ফুরিত হইতে থাকেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" (শ্রীচরিতামৃতে)

জীবের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় মহাভাগ্য-সাপেক্ষ—"ভক্তভাব" বা "ভাগবতী-বৃত্তির" উদয়ে, তদীয় বাহ্য আকৃত্যাদি ও ব্যবহারাদি দর্শনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়-মদান্ধ জীবের অবিদ্যা-কলুষিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে উহা দুঃখ-দারিদ্র্যাদি পীড়িত অনভীপ্সিত অবস্থাবিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এবং তন্নিবন্ধন সাধারণ জীব কর্ত্তৃক সেই ভক্ত উপেক্ষিত বা অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন,—যে হেতু চিদ্-বহির্ম্মুখ জীবের জড়ীয়-বৃত্তির সমক্ষে চিন্ময় বিষয় মাত্রের অপ্রকাশতাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে ভক্তিরস বিভাবিত ভক্তের সেই অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবিল আনন্দ, কেবল তাঁহারই বা তৎসদৃশ ভগবৎ-সাম্মুখ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই বিষয় হইয়া থাকে। একই মৃত্তিকায় অবস্থিত নিম্ব ও খর্জ্জুর বৃক্ষদ্বয় যেমন পরস্পর বৃত্তিভেদে একই মৃত্তিকা হইতে তিক্ত ও মধুররস গ্রহণ করে;—বিশাল ধরিত্রীবক্ষে তিক্তরস ব্যতীত কোথাও যে মিষ্টরস আছে, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা নিম্ববৃক্ষের যেমন থাকে না, এবং অন্যপক্ষে, মধুরতা ব্যতীত বসুন্ধরার বুকে যে কোথাও কোন তিক্ততা আছে, তাহা খর্জ্জুর বৃক্ষের নিকট যেমন গ্রাহ্য হয় না, সেই প্রকার জড়-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ও ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীব-বিশেষের বৃত্তি-বিশেষে, যথাক্রমে জড়ভাবের বা নিরানন্দের ও চিদ্ভাবের বা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে ইহাই জানিতে হইবে।

ভক্তি বা "ভাগবতী-বৃত্তির" উদয়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বৃত্তির গ্রাহ্য বিষয় নহে।

ভাগবতগণেরও যে সময়ে সময়ে ব্যবহারিক দুঃখাদি ভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্ম-বন্ধন জন্য নহে; সুতরাং সে জন্য তাঁহাদের কোনও দুঃখস্পর্শ হয় না। বিড়ালী যেমন নিজ শাবককে দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিলেও, তন্নিবন্ধন সুখ ব্যতীত সেই মার্জ্জার-শিশুকে যেমন দুঃখলেশও অনুভব করিতে হয় না, কিন্তু মূষিকাদির পক্ষে তদবস্থা নিদারুণ দুঃখকরই হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম-পাশবদ্ধ জীবের ন্যায় কর্ম্ম-পাশমুক্ত

ভাগবতগণে ব্যবহারিক দুঃখাদি দৃষ্ট হইলেও তাহা ক্লেশকর হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তগণকে এই বিনশ্বর দেহ ধারণকাল পর্য্যন্ত, বাহ্যতঃ একই দশাপন্ন বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সে জন্য কর্ম্মপাশ-বদ্ধ জীবই দুঃখযুক্ত হয়, কিন্তু স্বরূপভাব-প্রাপ্ত ভাগবতগণ সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাবস্থায় সুখময়ই হইয়া থাকেন।

যে সুখবিন্দুর অন্বেষণে জীবমাত্রেই আমরা অনাদিকাল হইতে অহর্নিশি কতই ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি,—সেই সুখের অতল—অনন্ত ও অনাবিল সিন্ধুর সাক্ষাৎকার, কেবল ভক্তির উদয়েই সম্ভবপর হইয়া থাকে এবং উহার প্রাপ্তিতে জীবত্বেরও পরম সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে। ধন-ধান্যাদি জড় বিষয় সকলকে অপেক্ষা করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যথার্থ "সুখ" নহে—"সুখাভাস" মাত্র। সুখের সন্ধান জানি না বলিয়া, যাহা "সুখাভাস" তাহাই আমাদের নিকট "সুখ" নামে পরিচিত বিষয়। যে পর্য্যন্ত আমরা "সুখ" ভ্রমে "সুখাভাসের" কামনা করিব, সে পর্য্যন্ত "সুখাভাস" প্রাপ্তির জন্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্যাদি বিষয়কে অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হইবে,—যেহেতু সুখহীন-বিষয়ে প্রতিবিম্বিত সুখ বা আত্মভাবের নামই "সুখাভাস"; সুতরাং অনাত্মবিষয়কে অপেক্ষা না করিয়া "সুখাভাস" প্রাপ্তির উপায় নাই; কিন্তু যাহা পরমানন্দ—পরম সুখ, তল্লাভের নিমিত্ত নশ্বর ধন-সম্পদাদি কোনও বিষয়কে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। রাজ-চক্রবর্ত্তীই হউন বা কুক্কুরাদিসহ পথনিক্ষিপ্ত অন্ন ভোজীই হউন—ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ,—এমন কি জীবমাত্রেরই উহাতে অধিকার আছে,—কেবল মুখ ফিরাইয়া—অন্তর্মুখ হইয়া সেই পরমানন্দকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিতে পারিলেই হইল; যে হেতু তাহাই নিত্য পদার্থ,—তাহাই জীবের চির আত্মীয়—স্বজাতীয় ও স্বাভাবিক বস্তু। অসার ও অনিত্য সুখাভাসকে প্রাপ্ত হইতে হইলে বিষয়-প্রাপ্তির একান্ত

সুখাভাস প্রাপ্তির ও সুখপ্রাপ্তির ভিন্ন উপায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই চিরাকাঙ্খিত পরমসুখ পরমানন্দ-সিন্ধুর অতল তলে চির-নিমজ্জিত থাকা, কেবল চিদ্-সাম্মুখ্য—ভগবৎ-সাম্মুখ্য কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য ঘটলেই যে কোনও জীবের পক্ষে সুনিশ্চিত সম্ভব হইতে পারে, একথা অভাবগ্রস্ত—দুঃখিত জীব মাত্রেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পরমানন্দ রসে নিমগ্ন থাকিলেও ভাগবতগণের সুখ-সন্ধান-শূন্যতা।

অমলা ভক্তির উদয়ে, পূর্ণতম স্বরূপভাব প্রাপ্ত জীব বা ভাগবতগণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকিলেও, তৎকালে শ্রীভগবৎ-প্রীতি লালসায় তদীয় অনুকূলতাময়ী সেবা ব্যতীত, তাঁহাদের আত্ম-সুখের অনুমাত্রও সন্ধান থাকে না; এমন কি, সেই প্রাপ্ত-সুখের প্রাবল্যে যদি প্রাণকোটি প্রেষ্ঠ—আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোন বাধা হয়, তবে কেবল তৎকালেই সেই প্রাপ্ত-সুখের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য পতিত হয়, এবং তাঁহারা সেই প্রাপ্ত-সুখকে কৃষ্ণ-সেবার বিঘ্ন বোধে ধিক্কার পূর্ব্বক, উহাকে নিদারুণ দুঃখের মতই পরিহার করিতেও ইচ্ছা করেন—শুদ্ধাভক্তির এমনই স্বভাব!

কৃষ্ণ সেবায় আত্মসুখ হইতেও আকর্ষণাধিক্য।

এই অবস্থায় একমাত্র ভগবৎ-সুখবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনও আত্মসুখবাঞ্ছা থাকে না, বা থাকিবার প্রয়োজনও হয় না। "সুখবাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ" (শ্রীচরিতামৃতে)। পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তির ইহাই প্রকৃত অবস্থা ও ইহাই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। পূর্ণানন্দ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে যে, (১) আত্ম-সুখাভিপ্রায় থাকে না, এবং (২) থাকিবার প্রয়োজনও হয় না, তাহার দুইটি হেতু যথাক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে;—

১। পরিপূর্ণ সুখের ইহাই স্বাভাবিকতা।

যেখানে অভাব নাই—ন্যূনতা নাই, সেখানে তৎপ্রাপ্তির জন্য বাঞ্ছা বা কামনাও নাই; আর যেখানে অভাব বা অপূর্ণতা, সেখানেই বাঞ্ছা—সেখানেই কামনা। যে সুখের মধ্যে অভাব আছে—অল্পতা আছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেখানে আরও সুখ চাহিবার প্রয়োজন আছে, সেখানে সুখস্পৃহা—সেখানে অস্থিরতা অবশ্যই থাকিবে ; কিন্তু যে সুখের মধ্যে অল্পতা নাই—অপূর্ণতা নাই - অধিক চাহিবার নাই, তাহাই পূর্ণ সুখ বা পরমানন্দ.—তাহাই প্রকৃত শান্ত অবস্থা সেই পরমানন্দরসে নিমজ্জিত যিনি, পূর্ণ স্বরূপ-ভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন পূর্ণ-সুখ-সাগরে নিরন্তর পরিস্নাত যিনি, তাঁহার পক্ষে আর কোনও সুখের অভাব—সুখের সন্ধান পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না ; এই জন্যই ভগবৎ-ভক্তের আত্মসুখ-বাঞ্ছা না থাকায়, তাঁহাদিগকেই পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ—অতএব শান্ত বা স্থিরতা প্রাপ্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ; যে হেতু পরিপূর্ণ সুখপ্রাপ্তির নিষ্কামতা বা স্থিরতাই স্বাভাবিকতা।

সুখ-সন্ধান-শূন্যতাই পরিপূর্ণ সুখ-প্রাপ্তির লক্ষণ।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥"
(শ্রীচরিতামৃত)

২। কারণের সুখ-সাধনেই তৎকার্য্যের প্রকৃষ্ট সুখ-পোষকতা।

ভক্তির আলোকে, ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ভক্তের অনাবিল ও অভ্রান্ত দৃষ্টির সমক্ষে সকল বিষয়েরই পূর্ণ-স্বরূপ জাগিয়া উঠে ; এই হেতু ভক্তগণই সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন, কার্য্যস্থানীয় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সুখ-সাধন প্রয়াস বা আত্ম-সুখ-তাৎপর্য্য পরিশূন্য হইয়াও কেবল তৎকারণস্থানীয় শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা, ভগবৎ-প্রীতির আনুষঙ্গ বা গৌণ ফলেই যখন তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎ-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও কেবল ভগবৎ-সুখ তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের কোনও স্বার্থকতা বা আবশ্যকতা বোধ, ভক্তের শুদ্ধচিত্তে সমুদিত হয় না।

কারণের সুখ-পুষ্টির আনুষঙ্গ ফলে কার্য্যের সুখ পোষণ।

কার্য্যের স্বতন্ত্র প্রীতি সাধন প্রয়াস অপেক্ষা, তৎকারণের প্রীতি-সাধন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা কার্য্য ও কারণ উভয়েরই সম্যক্ প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-তাৎপর্য্য হৃদয়ে লইয়া অনুকূলভাবে একমাত্র তাঁহারই সেবন দ্বারা, তৎকার্য্য-স্থানীয় নিখিল ভুবনের সহিত ভক্তগণ নিজ আত্মাকেও পরিপূর্ণ সুখময়রূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সুখ-সন্ধানের পরিবর্ত্তে সুখ-বিস্মরণ এবং আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যই পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ; তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তর্পণেই ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলেই সকল আত্মা ও সকল ভূতের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-বিমুখ বা জড়ত্ব-প্রাপ্ত জীবের জড়ীয় বুদ্ধিবৃত্তির নিকট, আত্মসুখ তাৎপর্য্যই সুখ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু এই প্রসিদ্ধি,-- সুখ লাভের এই পন্থা যে দোষদুষ্ট ও মায়া-বিজৃম্ভিত,—তাহা কেবল ভাগবতগণের শুদ্ধ বুদ্ধিতেই পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। ভুক্তি বা মুক্তিকামী—কাহারও পক্ষে এই অবিদ্যার প্রতারণাকে সম্পূর্ণরূপে ভেদ করা সম্ভব নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বা স্ব-সুখ তাৎপর্য্য রূপ কৈতব বা অজ্ঞানতা দ্বারা সংস্পৃষ্ট। কার্য্যস্থানীয় আত্মার সুখাভিপ্রায় ব্যতীত, মুখ্যভাবে কারণাত্মক শ্রীভগবৎ-প্রীতি-বাঞ্ছার কোনও সন্ধান ইহার

ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তির বিশুদ্ধতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম—এই পুরুষার্থত্রয় বা ভুক্তীচ্ছার মধ্যে, আত্মসুখ-তাৎপর্য্যক—দুঃখ পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির বাসনা স্পষ্ট রূপেই প্রকাশ রহিয়াছে; আর মোক্ষ নামক চতুর্থ পুরুষার্থ বা মুক্তীচ্ছা যাহা,—তাহার সিদ্ধাবস্থায় জীব-ব্রহ্মৈকভাব উদিত হওয়ায় তৎকালে আত্মার বাঞ্ছাদি-ধর্ম্মের বিলীনতা নিবন্ধন, আত্মসুখেচ্ছা প্রকাশের অসম্ভাবনা বশতঃ উহা অলক্ষিত থাকিলেও যখন তৎসাধন-কালে, স্বীয় দুঃখ নিবৃত্তির অভিপ্রায় মুখ্যভাবে ও স্পষ্টাকারেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন মোক্ষাভিসন্ধির অন্তরালেও যে, স্বসুখ-তাৎপর্য্য সূক্ষ্মরূপেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবের ভুক্তি বা ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তি বা মোক্ষবাঞ্ছা—স্পষ্টাস্পষ্ট যে ভাবেই হউক উক্ত উভয়বিধ অভিপ্রায়ই যে, আত্ম-প্রীতিবাঞ্ছা-সঞ্জাত ও স্বসুখ-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই যে অল্লাধিক অজ্ঞানতা বা কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট, সুতরাং অকৈতব কৃষ্ণ-ভক্তি পথের বাধক-স্বরূপ,— পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার, শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দেশ অনু-সারেই তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন ;—

"অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

ভক্ত বা ভাগবতগণের যাহা স্বভাব,—তাহারই নাম ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সুখস্পৃহা-শূন্যতা অপর কোন অবস্থায় সম্ভব হয় না; সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষার্থই কৈতবশূন্য নহে। ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে,—ভক্তিভাবের উদয়ে "প্রীতিবাঞ্ছা" জীবাত্মাকে অতিক্রম করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎকারণাত্মক পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপের চরণারবিন্দে সংলগ্ন হওয়ায়,—ভক্তিই কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। ভক্তের পুরুষার্থ ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে পঞ্চম যে ভগবৎপ্রীতি,—সেই ভগবৎ-প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হওয়ায়, উহাকে "প্রেম" বা "পঞ্চম-পুরুষার্থ" বলা হইয়া থাকে। অতএব যাহা পুরুষার্থ হইতে পঞ্চম স্থানীয়, কেবল তাহাই আত্ম-সুখতাৎপর্য্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেই প্রেম-ভক্তি ব্যতীত যে আর কিছু অকৈতব নাই, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

ভক্তিভাব ভিন্ন নিষ্কাম ভাব সম্ভব হয় না।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্"—

তাৎপর্য্য—প্রস্তাবিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছেন। এই পরম ধর্ম্মটি কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন; "প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" (প্র+উজ্ঝিতঃ+কৈতবঃ) অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে কৈতব যাহাতে। শ্রীধরস্বামিপাদ "প্র"শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্য্যন্তও যাহাতে নাই—এই শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম এতাদৃশ অকৈতব; সুতরাং ইহাই মৎসর রহিত সাধুগণাচরিত পরম ধর্ম্ম।

শ্রীভগবৎগুণ-লীলাদি প্রসঙ্গরূপ প্রস্ফুটিত কমল-কহ্লার-শোভিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম কেবল ভক্ত-মরালগণেরই বিহার-দীর্ঘিকা। জীবের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পূর্ণতম স্বরূপই "ভক্তত্ব" বা "ভাগবতপদ"। জীবের পূর্ণতম স্বধর্ম্ম বা পরম ধর্ম্মই "ভক্তি" বা "ভাগবত-ধর্ম্ম"। জীবের জড়ভাব বা "জড়ত্ব" হইতে চিদ্ভাব বা "জীবত্ব" শ্রেষ্ঠতর অবস্থা হইলেও "ভক্তত্বেই" জীবের অভিব্যক্তির অবসান; অতএব জীবত্বই জীবের স্বরূপ নহে—ভক্তত্বই জীবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ণতম ও বিশুদ্ধ স্বরূপ ; এই জন্য ভক্তের অপর নাম "শুদ্ধজীব"। আবার জীবের যাহা পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ স্বভাব,—জড়ত্ব জনিত দুঃখ-নিবৃত্তির পর, পরমানন্দ প্রাপ্তিতেই উহা পর্য্যবসিত নহে ;—প্রাপ্ত সুখের সকল সন্ধান বিস্মরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্নতাই জীবের পরিশুদ্ধ বা পূর্ণতম স্বভাবের প্রতিষ্ঠাস্থল। এক কথায় জীবের স্বরূপ—স্বভাব বা স্বধর্ম্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি যাহা —তাহারই নাম "কৃষ্ণদাস" ও "কৃষ্ণদাস্য"।

"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।"

অর্থাৎ জীবগণ শ্রীহরিরই দাস,—অপর কাহারও দাস নহেন। —পদ্ম পুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে।

জীবের এই পূর্ণতম স্বরূপ বা ভক্তত্বের বিকাশে, পূর্ব্বোক্ত পুরোবর্ত্তী আত্ম সুখের সকল প্রসঙ্গই তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী বা অবসান প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থান হইতে অতঃপর কেবল ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যময় প্রসঙ্গই পরিগীত হইতে থাকে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পবিত্র অগুরু গন্ধে ভক্তের হৃদয়-মন্দির পূর্ণ থাকায়, সেখানে আর আত্ম-সুখবাঞ্ছারূপ পূতিগন্ধের কোনও সন্ধান মিলে না। আত্ম-সুখাভিপ্রায়—সে ত দূরের কথা,—যে জন্ম-মরণরূপ ভববন্ধন ছিন্ন করাই মুমুক্ষুগণেরও মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচিত, সেই ভয়াবহ সহস্র সংসার-দুঃখগ্রহণ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা—ভগবৎপ্রসঙ্গাদি হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচ্যুত হইতে না হয়, তবে আত্মসুখানুসন্ধান রহিত ভাগবতগণ সে দুঃখকেও বরণ করিবার জন্য প্রর্থনা করিয়া থাকেন। (এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ভক্তগণের পক্ষে সকল অবস্থাতেই পূর্ণ সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভবের কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহারা কিন্তু ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না।)

তাই ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছেন ;—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

অর্থাৎ হে নাথ! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে। অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেমন প্রীতি,—তোমাতে যেন আমার সেইরূপ প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই সুরেই সুর মিলাইয়া ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন ;—

"কি এ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ
করম বিপাকে গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥"

ইহারই নাম আত্ম-সুখানুসন্ধান-শূন্যা ও ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তি। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ই উহার অভিব্যক্তির প্রারম্ভাবস্থা এবং নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তেই সেই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তির অভিব্যক্তির অবসান।

দেহ ত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা (অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি ;—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং ॥
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥
(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিধৃত)

(শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আর না আগমন করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতি কষ্টে আর রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলে, তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না।) আমার এই দেহ পঞ্চত্বলাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। 'আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারদীর্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গনাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হয়।

অতএব "ভুক্তি" ও "মুক্তি" হইতে "ভক্তি:ক" অতিশয় গরীয়সীই জানিতে হইবে। ("সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা"।—নারদ ভক্তিসূত্রে) ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বসুখতাৎপর্য্যের মলিনতা যে পর্য্যন্ত লেশমাত্রও অন্তরে সংলিপ্ত থাকে, তাবৎ সেই হৃদয়ে পরমশুদ্ধা ভক্তি সুখের আবির্ভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন ;—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অর্থাৎ যাবৎ ভুক্তি-মুক্তিরূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাবৎ সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হইবে? (অর্থাৎ সম্ভব নহে।)

যে অহৈতুকী সেবা বা ভক্তিসুখের তুলনায় ভুক্তি দূরের কথা—মুক্তি-সুখকেও পিশাচীর ন্যায় অনর্থকর বোধ হইয়া থাকে, কোনও লৌকিক ভাব ও ভাষায় সে আনান্দর কোনও বর্ণনা প্রদান করা যে কতদূর অসম্ভব, তহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। ইহা একমাত্র সাধনগ্রাহ্য বিষয়।

বিশ্বনাথের এই বিশ্বসংসার, ভক্তের শুদ্ধ অনুভবদ্বারা যেমন শুদ্ধরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রাহ্য হয়, ভুক্তি ও মুক্তিকামীর নিকট সেরূপ শুদ্ধস্বরূপে গ্রহণযোগ্য হয় না।

জগৎ-সংসারের সহিত ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী ও ভক্তগণের সম্বন্ধ।

(১) "দেহাত্মবাদী"—জড়ভাবাপন্ন ভুক্তিকামী জীবের নিকট এই মায়িক সংসারই একমাত্র সত্য বস্তু; এই জন্য সেই সকল জীব অত্যন্ত আসক্তির সহিত বিষয়-ভোগ-তৎপর হইয়া কেবল সকাম কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে; অপরপক্ষ—(২) "চিদেকাত্মবাদী"—চিদ্‌ভাবাপন্ন মুক্তিকামী জীবের নিকট বিশ্ব-সংসার সকলই স্বপ্নবৎ অলীক বা অসত্য; সুতরাং তাঁহারা সংসার-সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, কেবল জ্ঞানেই নিমগ্ন থাকেন। (৩) "চিৎকণাত্মবাদী"—কৃষ্ণদাস-স্বভাবাপন্ন সেবাকামী শুদ্ধজীব বা ভাগবতগণ এই জগৎ-সংসারকে শ্রীভগবানেরই শক্তিবিশেষ জানিয়া, ইহার নশ্বরতা অনুভব করিলেও, ইহাকে একান্ত সত্য বা একান্ত মিথ্যা বোধে, সংসারে অত্যন্ত আসক্ত বা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন না। শ্রীভগবান্ এ বিষয়ে নিজেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন;—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি যদি সাংসারিক-কর্ম্মে অত্যন্ত বিরক্ত না হয়েন, অথচ তাহাতে অতিশয় আসক্তিপরায়ণ না হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়।

উর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা তাহার তন্তু বা জালরূপ নিজ শক্তিকে একবার বিস্তার করিয়া পুনরায় গ্রহণ করে বলিয়া, উহা মাকড়সার মত স্থির বস্তু না হইলেও যেমন অবস্তু বা অলীক নহে, সেইরূপ জগৎ নশ্বর হইলেও স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা বা অলীক নহে;—ইহা শ্রীভগবানেরই মায়া বা জড় নামক শক্তি বিশেষের পরিণাম। আবার যেমন উর্ণনাভের ন্যায় উর্ণনাভ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাবকগণ তদীয় স্বরূপ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, সেই জালে বদ্ধ না হইয়া তদুপরি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তৎবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কীট-পতঙ্গাদি তাহাতে সহজেই আবদ্ধ হয়, তেমনি স্বরূপ-ভাবপ্রাপ্ত জীবগণ নির্লিপ্তভাবে ও স্বচ্ছন্দে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-জালের উপর বিচরণ করিতে সমর্থ হইলেও, বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন দেহাত্মবাদী জীব সকল তাহাতেই সংবদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি এই বিশ্বের বাস্তবিকতাকে স্বীকার করিয়া, উক্ত প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহাকে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষের পরিণতিরূপে স্পষ্টতঃ বর্ণন করিয়াছেন ;—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ (মুণ্ডক উঃ)

অর্থাৎ, উর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ-লোমোদ্গম হয়, তেমনি এখানে অক্ষয় পুরুষ হইতে সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তি উভয়েই যখন বস্তুবিশেষ, তখন স্বরূপ শক্তির ন্যায় জড়শক্তিরও বাস্তবিক সত্তা অস্বীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগত কখনও অলীক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। আবার প্রাপঞ্চিক জগৎ সত্য হইলেও, উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিপরীত বা বহিরঙ্গা হওয়ায়, অবিকারী বা অবিনশ্বরাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বরূপ-শক্তির যে বিপরীত ভাব, অর্থাৎ বিকারী বা নশ্বরাদি ধর্ম্ম - বহিরঙ্গাশক্তি তদ্ভাবাপন্না। অতএব বিশ্বসংসার সত্য হইলেও ইহার অনিত্যতা বা

বিশ্ব-সংসারের যথার্থ স্বরূপ ভক্তেরই বিশুদ্ধ দৃষ্টির গ্রাহ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নশ্বরতা নিবন্ধন, অত্যন্ত সত্য মনে করিয়া ইহাতে আসক্তি অথবা অত্যন্ত মিথ্যা মনে করিয়া ইহাতে বিরক্তি,—এই উভয়বিধ অবস্থাকেই আংশিক সত্য বা অজ্ঞানতা মিশ্রিত বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তের পরিশুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভগবৎ সত্তার সত্তান্বিত এই বিশ্ব-সংসার, সেই মহা-বিশেষ্য স্থানীয় শ্রীভগবানের মহা-বিশেষণ বা তন্মহিমারপ্রকাশকরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই গুণবাচক জগৎই সেই গুণাকর জগন্নাথের অনন্ত গুণরাশির প্রথম প্রচারক। নিখিল বিশ্ব-সংসার ঐক্যতানে ঝঙ্কৃত হইয়া বিশ্বপতির গুণগানে নিমগ্ন! সুতরাং সেই প্রিয়তম গুণাকরের সম্বন্ধেই তদীয় গুণগায়ক এই নিখিল বিশ্বই প্রিয় হওয়ায়, ভক্তগণ যেমন তাহাতে বিরক্ত হইতে পারেন না, তেমনি এই প্রিয় বিশ্ব অপেক্ষা প্রিয়তম বিশ্বপতিতে অধিক আবেশ থাকায়, তাঁহারা এই সংসারে আসক্তও হয়েন না। জগতে যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মধুর—যাহা কিছু মনোহর—তাহা দর্শন করিয়া, ভাগবতগণ শ্রীভগবানেরই অসীম সৌন্দর্য্য—অনন্ত মাধুর্য্য ও অতুল মনোহারিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ভাগবতগণের বিশুদ্ধ দৃষ্টিই শাস্ত্রানুমোদিত।

নিখিল শক্তিবর্গের সহিত শক্তিমান্—শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করাই দর্শনের পূর্ণ সার্থকতা। ভাগবতগণের ভক্তি-বিভাবিত দৃষ্টিতেই কেবল সমস্ত বিষয়ের পরি-পূর্ণ স্বরূপ প্রতিভাত হয়,—অন্যত্র সম্ভব হয় না। শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া কেবল শক্তি-বিশেষকেই সত্য বলিয়া জানা, অথবা শক্তিকে মিথ্যা জ্ঞানে কেবল এক নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই সত্য বলিয়া দর্শন করা,—উভয়ই একদেশ-দর্শীতার ফল। তাই প্রকৃষ্ট বা পূর্ণ দর্শনের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

অর্থাৎ যিনি চেতন অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে

৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের আবির্ভাবরূপে দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায়।

বিশ্বনাথের সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া, যাহারা এই বিশ্ব-সংসারে আসক্তি-পূর্ব্বক সংসারসুখ ভোগেই তন্ময় হইয়া থাকে, সেই সকল জীবকে যেমন গভীর অন্ধকার-গর্ভে নিমগ্ন হইতে হয়, তেমনি আবার ইহাতে একান্ত বিরক্ত জীব,—যাঁহারা পরমেশ্বরের মহিম-ব্যঞ্জক এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে অলীক ও অসত্য বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক, সেই জগদীশ্বরেরই অনন্ত স্নেহ, দয়া, প্রেম ও করুণাদি গুণের সহিত তদীয় অপরিসীম মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যাদি শক্তির অপলাপ করিয়া থাকেন, সেই সকল জীবকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার লোকে গমন করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

(ঈশোপনিষৎ)

অর্থাৎ যাহারা কেবল অবিদ্যার (ভক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্মের) অনুসরণ করে, তাহারা ঘোর তামস লোক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা কেবল বিদ্যার (ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানে) রত, তাহারা তদপেক্ষাও ঘোরতর তামস-লোকে গমন করিয়া থাকে।

অতএব যাঁহারা জগদীশ্বর ও জগৎ, কোনও পক্ষের অস্তিত্বের অপলাপ না করিয়া, শক্তিমানের সহিত শক্তিকে ও শক্তির সহিত শক্তিমান্‌কে সামঞ্জস্য পূর্ব্বক দেখিতে জানেন, তাঁহারা জগতের কোনও বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারেন না,—এবং তাদৃশ দৃষ্টিতেই দর্শনের পূর্ণতা। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন ;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

(ঈশোপনিষৎ)

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন, এবং সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।

ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক এই বিনশ্বর বা মরজগতের ভিতর দিয়াই ভগবানকে জানিয়া, তদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক, সাক্ষাৎসম্বন্ধে অমৃতময় শ্রীভগবৎসেবাদ্বারাই জীব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

(ঈশোপনিষৎ)

যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা উভকে একত্র জানেন, (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এককে ত্যাগ ও অপরকে গ্রহণ না করিয়া, যিনি উভয়কেই একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন) তিনি উক্ত অবিদ্যা (বা কর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

অতএব ভক্তগণ সংসারে অত্যন্ত আসক্ত কিম্বা বিরক্ত না হইয়া, অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই এই বিশ্ব-সংসারকেও মধুর ও সুন্দর দেখিয়া, প্রতি অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ; -ইহারই নাম "বিশ্বজনীন-প্রেম"। বিশ্বের সহিত বিশ্বেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা কোনও জীবে পরিপূর্ণাকারে সম্ভব হয় না।

ভক্তি-শাস্ত্রে এবং ভক্তগণের আচরণের ও উপদেশের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণে সুতীব্র সংসার-বৈরাগ্যভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কেবল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহির্মুখ—বিষয়াসক্ত ও মোহগ্রস্ত জীব সকলের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য এবং প্রবৃত্ত-ভক্ত ও সাধকদিগকে সাধন পথে সত্বর অগ্রসর হইবার উৎসাহ প্রদান করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে ; যে হেতু "জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"—(চরিতামৃতে)। নিদ্রিত ব্যক্তির সহিত তাহার কোনও পরমাত্মীয়, মধুর আলাপাদি দ্বারা তাহাকে আনন্দ দান করিতে আসিলেও, যেমন তাহার নিদ্রা ভঙ্গের জন্য প্রথমে কঠিন ও কর্কশ শব্দাদি দ্বারা তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, তদ্রূপ বিষয়-মদিরা পানে নিদ্রিত ও নিরুৎসাহী জীবকে কৃষ্ণভজনে উৎসাহিত করাই ভক্তিপথের তীব্র বৈরাগ্য-বাণীর অভিপ্রায়।

লতিকার বিটপী আশ্রয়ের ন্যায় কোন উৎকৃষ্টতর আশ্রয়কে অবলম্বন করা জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি।

তরুকে আশ্রয় করিবার জন্য লতিকার যেমন স্বাভাবিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়, এবং বিটপীকে আশ্রয় না করা অবধি যেমন তাহার নিরাশ্রয়তার ও অবসন্নতার অবসান হয় না, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, লতিকার মতই এমন কোনও এক উৎকৃষ্ট আশ্রয়-তরুকে অবলম্বন করিতে চাহে,—যাহাতে অবলম্বিত হইয়া, তাহার সকল উদ্বেগ ও অবসাদ,—তাহার সকল বিঘ্ন ও বিষণ্ণতা বিদূরিত হয়। জীব মাত্রের ইহা স্বাভাবিক অভিলাষ হইলেও, সেই অভিপ্রায়, ব্যবহারধর্ম্ম বা স্তূপীকৃত জড়তা দ্বারা আবরিত থাকায়, উহা স্বরূপে প্রকাশ না হইয়া বিবিধ বিরূপেই যে ব্যক্ত হইয়া থাকে, নিবিষ্টতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে।

কৃষ্ণ-কল্পতরু অভিসারিণী বাঞ্ছা-লতিকার নাম 'ভক্তি' বা 'ভাগবতী-বৃত্তি'

জীবাত্মার এই বাঞ্ছা-লতিকা যখন কোনও বিশেষ ভাগ্যোদয়ে পরিশুদ্ধ ও পরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, - সেই আশ্রয়-তরু অবলম্বন করিয়া তাহারই সুখ-সাধনেচ্ছা ভিন্ন যখন অন্য তাৎপর্য্য আর পরিদৃষ্ট হয় না,—জীবের সেই বৃত্তিবিশেষ বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাঞ্ছা-লতিকার পূর্ণ অভিব্যক্তিরই অপর নাম "ভক্তি" বা "ভাগবতী-বৃত্তি"। "কৃষ্ণ-কল্পতরু" ভক্তি-বল্লীর শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন।

আবার নবলতা যেমন তরুণ তমালে অবলম্বিত হইতে চাহে, তেমনি তমালের পক্ষেও স্পষ্টতঃ না হউক—এমন একটা অব্যক্ত অভিলাষ অবশ্যই আছে, যাহাতে তমালও চাহে, সে নব-বল্লীর অবলম্বন হয়। ব্রততী ও বনস্পতির মধ্যে এই যে পরস্পরে অবলম্বিত ও অবলম্বন ভাব,—ইহা যে কেবল উপকৃত ও উপকারক সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত তাহা নহে,—তাহার উপরেও এমন কোনও এক স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধে উভয়ে সংবদ্ধ, যেখানে এই পরস্পরের মিলনে একের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যের অপ্রয়োজনীয়তার কোনও পরিচয় নাই,—আছে কেবল উভয়ের মিলনের জন্য উভয় দিকেই সমান প্রয়োজন বোধ—সমান ব্যাকুলতা।

তরু ও লতার মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ভাবের সম-প্রয়োজনীয়তা বোধ।

পরমাত্মার পূর্ণস্বরূপ বা শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মার মিলন মধ্যেও সেইরূপ উভয় পক্ষেই যে পরস্পর প্রয়োজনবোধ নিহিত রহিয়াছে,—উভয় পক্ষেরই পরস্পর ব্যাকুলতা হইতেই যে, সে মিলন সংঘটিত হয়,—সে সংবাদ ভক্তি-বাদ ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্মমত কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই; ইহা কেবল ভক্তি বা প্রেম-ধর্ম্মেরই বিজয়-বার্ত্তা। জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যে পরস্পর এই যে ব্যাকুলতাভরা মধুর সম্মিলন,—ইহারই নাম "মহা-মিলন"। একমাত্র প্রেম-সূত্রেই মহামিলনের মধুর গ্রন্থি সংবদ্ধ হয়,—তদ্ব্যতীত উহা অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না। জীব-জগতের এই শ্রেষ্ঠতম আশার-বাণী কেবল ভক্তিবাদ—বিশেষভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমবাদ" ব্যতীত, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কোনও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই। প্রেমধর্ম্ম ভিন্ন

জীবেশ্বরের পরস্পর সম-প্রয়োজনীয় 'মহা-মিলন' সংবাদ, একমাত্র ভক্তি বা প্রেমবাদ হইতেই প্রচারিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপর সকল ধর্ম্মের সার মত এই যে,—কেবল দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বররূপ পরতত্ত্বকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু জীবকে প্রাপ্ত হওয়া, পরতত্ত্বের নিজের পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই; যে হেতু তিনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব,—তিনি আপ্তকাম; সুতরাং তাঁহার দিকে কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই; তবে যে শরণাগত জীবকে তিনি সংসার পাথার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক, স্ব-চরণ সমীপে স্থান দান করিয়া, তাহাকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন, সে কেবল তদীয় অহৈতুকী কৃপাগুণে জীবের উপকারক হইয়া জীবকে উপকৃতই করিয়া থাকেন; ইহাতে জীবের প্রয়োজন সাধন ভিন্ন তাঁহার স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই।—পরতত্ত্বের সহিত জীবত্ত্বের এতাদৃশ সম্বন্ধ হইলেও, পরতত্ত্বের সীমা ও জীবত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ যেখানে অবসান-প্রাপ্ত,—সেই ভক্তিরাজ্যে—প্রেমরাজ্যে—ভগবান্ ও ভক্তের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। তাই সকল ধর্ম্মের অগোচর সেই নিগূঢ় বার্ত্তা—জীব-জগতের সেই অভিনব আশার বাণী, কেবল প্রেমধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে জগৎ বিদিত হইয়াছে,—শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, শ্রীভগবানের পক্ষেও জীবকে স্বরূপে বা ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন। কৃষ্ণসেবাবাঞ্ছারূপ পূর্ণতম স্বধর্ম্ম জাগ্রত হইলে, তদীয় চরণাশ্রয় করিবার জন্য জীবের সেই বিশুদ্ধ বাঞ্ছা-লতিকা বা ভক্তিবল্লী যখন কৃষ্ণাভি-সারিণী হয়, তখন সেই অভিসারিকাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া, পরম আদরে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবার জন্য শ্রীভগবৎ-কল্পতরুও নিরন্তর ব্যাগ্র হইয়া থাকেন। মধুকর যেমন মকরন্দের জন্য লোলুপ হয়, ভক্তিবল্লী হইতে বিকসিত প্রেম-প্রসূনের মধুপান করিবার জন্য শ্রীভগবান্ মধুব্রত হইতেও সতত ব্যাকুল। তিনি পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল প্রেম-মকরন্দই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবদ্-ভ্রমরের একমাত্র উপজীব্য। সর্ব্বাধীশ ভগবানের এই প্রেমাধীনতা—এই ভক্তবশ্যতা, ইহা তাঁহার দূষণ নহে, পরন্তু ভূষণস্বরূপই জানিতে হইবে। সর্ব্ব গুণাকর শ্রীভগবানের ভক্তিবশ্যতা—ভক্তাধীনতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পদ; অতএব প্রেমভক্তির বিকাশ দেখিবার জন্য ও বিকসিত প্রেম-প্রসূন প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার নিত্যই আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ আছে। পূর্ণকাম শ্রীভগবানের এই যে অভিলাষ বা আবশ্যকতার সংবাদ,- ইহাই জীবের পক্ষে নিরাশার ঘনান্ধকারের প্রান্ত সীমা হইতে সমুদিত—আশার তরুণ অরুণালোক-স্বরূপ! একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে বিকীর্ণ এই আশার উজ্জ্বলতম আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইলেও, উলুক-স্বভাব জীব-সাধারণ আমরা,—আমাদের বদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে তাহা গ্রাহ্য হইবার বিষয় হয় না। "উলুক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ।" (—শ্রীচরিতামৃতে)

প্রেম-মকরন্দই ভগবৎ-ভ্রমরের একমাত্র উপ-জীব্য।

কেবল প্রেম-ধর্ম্মই প্রচার করিতে পারিয়াছেন,—একমাত্র মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য, তেমনি ভক্তের হৃদয়-কমলভরা প্রেম-মধুই জগজ্জীবন শ্রীভগবানের জীবনোপায়। শ্রীভগবান্ অসীম বলিয়া তাঁহার প্রেম-পিপাসাও অনন্ত; তাই অনন্ত জীব-হৃদয়-কমলে প্রেম-মকরন্দের সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অনন্ত-ব্যাকুলতার বিরাম নাই। এই জন্যই অনাদিকাল হইতে গোলোকে ও ভূলোকে অনন্তবার তাঁহার আসা ও যাওয়া চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। নীড়চ্যুত —"বিপদ"-গ্রস্ত বিহগীর পার্শ্বে বিহগ যেমন ব্যাকুল প্রাণে শতবার আসা যাওয়া করিয়া তাহাকে "স্বপদে" প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে; তাহার মধুর চঞ্চুপুটের প্রেমস্পর্শ প্রাপ্ত হইতে চাহে;—তাহার সকল

"অবতারবাদ"—শুধু জীবের প্রতি কৃপার সংবাদ নহে; ইহা শ্রীভগবানের অনন্ত প্রেম-পিপাসার সংবাদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অভাব" ঘুচাইয়া দিয়া তাহাকে "স্ব-ভাবে"—স্ব-নীড়ে ফিরাইয়া আনা বিহঙ্গীর প্রতি কৃপা নহে,—কৃপা হইতে অনেক উপরের কোনও এক প্রীতি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট স্বপ্রয়োজন বলিয়াই বিহঙ্গ যেমন মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ "অবতার-বাদের" উদ্দেশ্য—জীবকে বারম্বার শুধু কৃপা করিতে আসাই নহে,—এই কৃপার অন্তরতম প্রদেশে শ্রীভগবানেরও এমন একটা নিজ প্রয়োজন লুকান রহিয়াছে, যাহার জন্য স্বপদচ্যুত পতিত জীবের পার্শ্বে না আসিয়া তাঁহারও চলে না। রজত, সুবর্ণ, মুক্তা বা হীরকে জগৎ ভরিয়া উঠিলেও ভ্রমর যেমন সে দিকে দৃষ্টিপাতও করে না; সে কেবল লোলুপ নয়নে চাহিয়া থাকে সেই দিকে—যেথায় একটি শিশিরসিক্ত শতদল উষার আলোকে ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে; ধন, ধান্যে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও যদি কোথাও কুসুম আর প্রস্ফুটিত হইতে দেখা না যায়,—মকরন্দ আর সঞ্চারিত না হয়, তবে মধুকরের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুলতায় ভরিয়া উঠে, সেইরূপ অনন্ত ভক্ত-কমলের হৃদয়জাত প্রেম-মকরন্দ পানে শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে সংরত থাকিলেও, অনন্ত ও অনাদিবদ্ধ জীবকোটি হইতে যদি আর ভক্ত-কমলের বিকাশ না হয়, তবে প্রেম-বিলাসী ভগবানের হৃদয়ে একটা আকুল-ব্যথা জাগিয়া উঠে,—তবে প্রেমের রাজ্যে একটা ব্যাকুলতার হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়! অনন্ত প্রেম-সুধা যাহার একমাত্র উপজীব্য, কেবল সেই জানে, প্রতিবিন্দু—প্রতিকণা প্রেমের মূল্য তাহার কাছে কত অধিক! অতএব জীবের দিকে—ভক্তের দিকে যেমন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও জীবকে ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া ততোধিক প্রয়োজন। যেখানে উভয়ের মিলনে একের প্রয়োজন ও অন্যের নিষ্প্রয়োজন, সেখানে আশার আলোক অতীব ক্ষীণ বলিয়াই জানিতে হইবে। ক্ষুধিত অতিথির পক্ষে অন্ন-

ভক্ত-কমলের বিকাশ দেখিবার জন্য ভগবানের চির-ব্যাকুলতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকিলেই যে অন্ন সুখলভ্য হইবে তাহা নহে,—যদি গৃহস্থের অন্নদানের আবশ্যকতা বোধ না থাকে; কিন্তু ক্ষুধিত অতিথির অন্নপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতেও গৃহস্থের অতিথি-সেবনের আবশ্যকতা যেখানে অত্যধিক, সেখানে উভয়ের প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার সহজ সম্ভাবনা; সুতরাং যে ধর্ম্ম—যে বাণী কর্ত্তৃক জীব ও ঈশ্বরের সম্মিলন সম-প্রয়োজন বলিয়া বিঘোষিত,—সেই বাণীকেই আশার উজ্জ্বলতম আলোকের মত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে সংস্থাপন করা আবশ্যক। ভক্তি-বাদই এই আশার বাণীর প্রচারক এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবাণীতেই তাহার অভিব্যক্তির অবসান।

প্রেম-ভক্তি ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সাধন দ্বারা পরতত্ত্বের সম্মিলন সহজসাধ্য নহে; যে হেতু সেখানে কেবল "জীবত্ব" ও "পরতত্ত্ব" সম্বন্ধ। অপূর্ণ-জীবের পক্ষে দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তিরূপ স্ব-প্রয়োজন লাভের জন্য পরতত্ত্বের সম্মিলন বা সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা থাকিলেও, পূর্ণকাম পরতত্ত্বের পক্ষে "ভক্তি" ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না থাকায়, কেবল জীবভাব-বিশিষ্ট জীবকে তাঁহার পক্ষে প্রাপ্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই জন্য আপ্ত-কাম তিনি জীবের প্রয়োজন লাভ বিষয়ে অপেক্ষাশূন্যই হয়েন। কেবল জীবভাবের নিকটই পরমেশ্বর নিরপেক্ষ সুতরাং সমদর্শী। এই অবস্থায় তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নহে সত্য, কিন্তু তিনি সপ্রয়োজন যেখানে, সেই ভক্তভাবের নিকট তাঁহার নিরপেক্ষতা থাকে না; সেখানে ভক্তকে পাইবার জন্য ও ভক্তের হইবার জন্য ভগবান্ সতত ব্যাকুল! পরমেশ্বরের এই নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা সম্বন্ধে গীতায় তিনি স্বয়ংই শ্রীমুখেও ব্যক্ত করিয়াছেন;—

জীবত্ব ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে পরমেশ্বর জীবের নিকট নিরপেক্ষ হইলেও, ভক্তত্বের সহিত ভগবানের সাপেক্ষ সম্বন্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

অর্থাৎ আমি সকলের পক্ষেই সমান; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নহে। (জীব-সাধারণের সহিত তদীয় নিরপেক্ষ সম্বন্ধের কথা বলিয়া, অতঃপর ভক্তের সহিত তাঁহার সাপেক্ষ সম্বন্ধের কথা বলিতেছেন—) যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি।

অতএব কেবল জীবত্ব ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধ—যেখানে উভয় দিকেই প্রয়োজনাভাব, অথবা এক দিকে প্রয়োজন ও অন্য দিকে প্রয়োজনাভাব—সেখানে উভয় পক্ষের মিলন অসম্ভব অথবা সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে। তাই সেখানে কেবল অজ্ঞাত—অজ্ঞেয় কিম্বা অনন্ত ও অচিন্ত্যাদি স্বরূপেই তাঁহার অবস্থান করা সম্ভব হয়। সেই জন্যই ভক্তি ব্যতীত অপর সকল অবস্থায়—সকল জীবের নিকট তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ"। স্ব-প্রয়োজনপর বা সাপেক্ষ জীব ও নিরপেক্ষ পরতত্ত্বের সম্বন্ধস্থলেই শ্রুতি বলিয়া থাকেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"—(তৈত্তিরী উঃ)

অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া, যাঁহার অন্বেষণ হইতে ফিরিয়া আইসে।

ভক্তির সংযোগ-সূত্র ব্যতীত জীবত্ব ও পরতত্ত্বের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনের জন্য উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ আর কিছুতেই জাগ্রত হইতে পারে না। "আপ্তকাম" পরতত্ত্ব কেবল সেখানেই "ভক্তিকাম"—যেখানে পূর্ণ-সীমতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; আর যেখানে ভক্তরূপে জীবত্বেরও বিকাশ,—জীবত্ব সেখানেই পূর্ণসীমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেম-

মহামিলনের আত্ম-বিনিময়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিসূত্র সংযুক্ত থাকায়, উভয়ের মিলনে উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয়। যেখানে ভগবদ্রূপ পূর্ণ-পরতত্ত্ব,—সেখানে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের পিপাসা নিত্যই বিদ্যমান আছে—সেখানে তিনি নিত্যই প্রয়োজনপর। কেবলমাত্র ভক্তের ভক্তির সম্বন্ধেই তাঁহার এই প্রয়োজনপরতা। তদ্ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই। আপ্তকাম পরতত্ত্বের পক্ষে প্রয়োজনশূন্যতা বশতঃ তদন্বেষণপর জীবের বাক্য ও মনের সহিত তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিবার কথা—যেমন শ্রুতি বলিয়া থাকেন, তেমনি আবার আত্মবৃত ভক্তের সমীপে শ্রীভগবানের আত্মবরণের অভিলাষ বিষয়েও শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে (পরতত্ত্বকে) বেদাধ্যাপন অথবা মেধাদ্বারা কিম্বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না; যাঁহাকে ইনি আত্ম বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই লভ্য হয়েন ;—তাঁহার নিকট ইনি (পরমাত্মা) স্বকীয়া তনূ প্রকাশ করেন।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে পূর্ণকাম পরতত্ত্বের আত্ম-বরণাভিলাষ স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে। তিনি বেদাধ্যাপনাদি অন্য কিছুতেই লভ্য হয়েন না ; কিন্তু যাহাকে এই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব আত্মবরণ করেন, তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য হয়েন ;—তাহার নিকট ইনি (অর্থাৎ এই পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপ যে শ্রীভগবান্) স্বকীয়া তনু প্রকাশ করেন ; অর্থাৎ ঘনীভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপে দেখা দেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাতে একদিকে শ্রীভগবানের যেমন নিত্যই আত্মবরণের অভিলাষ ব্যক্ত হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে "তাহা দ্বারা ইনি লভ্য হয়েন"—অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিদ্বারা লভ্য হইয়া ভক্তের নিকট আত্ম-বরণ করেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। তাহা হইলে, যুগপৎ উভয়পক্ষেই পরস্পরকে বরণ ও পরস্পর কর্ত্তৃক বৃত হইবার অভিলাষ জাগ্রত হইলেই, পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে ইহাই জানিতে হইবে; অর্থাৎ যে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে আত্মবরণ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক বৃত হইতে চাহেন, শ্রীভগবান্‌ও তৎকর্ত্তৃক বৃত হইয়া সেই ভক্তকে আত্মবরণ করেন। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে যথাক্রমে এই যে আত্মসাৎ করিয়া আত্মদান ও আত্মদান করিয়া আত্মসাৎ,—উভয় পক্ষের যুগপৎ এই সমপ্রয়োজন সিদ্ধিরই অপর নাম—"মহামিলন"।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥

অর্থাৎ সাধুসকল আমাতে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে। আমি সাধুগণের হৃদয় অবগত আছি। তাহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না;—ইহা শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানেরই নিজোক্তি; এবং ইহাই 'মহামিলনের' আত্মবিনিময় সংবাদ।

তিনি যে অনন্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তির কাছে সান্ত হইয়া আসেন, তিনি যে অসীম হইয়াও ভক্তের বাহুপাশে সসীম হইয়া ধরা দেন, তিনি যে নিস্পৃহ হইয়াও ভক্তকে প্রেমালিঙ্গনে বক্ষে ধরিতে চাহেন, তিনি যে নিরাকার হইয়াও ভক্তের প্রেমনেত্রের সম্মুখে পূর্ণ-রসময়-তনু প্রকট করেন, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও যে ভক্তের নয়নপথে ও মানসপটে নিরন্তর প্রতিভাত হয়েন,—এই আশার বাণী কেবল ভক্তিবাদ হইতেই যেমন এই মরজগতে প্রচারিত হইয়াছে, তেমনি এই মহতী আশার

শ্রীভগবানের ভক্তি-বশ্যতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্পূরণ কেবল ভক্তি দ্বারাই সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন ;—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্ত বন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিং।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্॥

(হরিভক্তিসুধোদয়ে)

অর্থাৎ আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রেমরজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ, আমি অজিত হইয়াও ভক্ত কর্ত্তৃক বিজিত, এবং আমি অন্যের অবশীভূত হইয়াও তাহাদের নিকট বশীভূত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধুগণের মমতা পরিহার পূর্ব্বক কেবল আমাতেই রতি বিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার এবং সে ব্যক্তিই আমার। আমাদের উভয়ের আর অপর সুহৃদ্ নাই।

শ্রীভগবান্ কেবল যদি আপ্তকাম, অনন্ত ও অচিন্ত্যাদিই হইতেন, তবে জীবের পক্ষে তাঁহার সহিত "মহামিলনের" কোন আশাই থাকিত না ; কিন্তু প্রেমধর্ম্মের অভয় বাণী জীবের নিরাশ হৃদয় আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন,—পূর্ণ স্বরূপভাব-জাগ্রত প্রত্যেক জীবকে "মহামিলন" দান করিবার জন্য প্রসারিত-বাহুযুগে শ্রীভগবান্ নিত্যই প্রতীক্ষা করিতেছেন। যত ক্ষুদ্র—যতই দুর্ব্বল হউক্ না কেন সে, ভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ লালসায় জীব তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুইটি তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া, একান্তভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে চাহিলেই—অগ্রসর হইয়া যাইতে না পারিলেও, শ্রীভগবান্ নিজেই আসিয়া তাহাকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক আত্মদান করিয়া থাকেন। তিনি জীবকে যদি নিজে না চাহিতেন,—জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার আবশ্যকতা—তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যদি না থাকিত,—যে তাঁহাকেই চাহিয়াছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার হৃদয়-দুয়ারে তিনি যদি নিজেই না আসিয়া দাঁড়াইতেন,—তবে সেই প্রাণের প্রাণ -জীবনের চির-সহচর—আত্মার আত্মা,—সেই হৃদয়-বল্লভের সহিত মিলিত হইবার সকল আশা—সকল অভিলাষ অনন্ত শূন্যেই বিলীন হইয়া যাইত। তাই মনে হয়,—

"ছোট দুটি ভুজ পাশে,
সে যদি না নিজে আসে,
অনন্ত মহান্ সে যে—
মিছে আশা তাঁরে ধরা;
(তবে) মিছে আশা তার সাথে,
নীরব নিথর রাতে—
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে
প্রেম বিনিময় করা।"*

তাঁহাকে ধরিতে চাহিলেই তিনি ধরা দিতে নিজেই ছুটিয়া আসেন। ভ্রমর যেমন স্বেচ্ছায় ও সাধ করিয়াই কমলে আবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের হৃদয়-কমলে স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়েন। ইহা কেবল করুণাই নহে,—করুণারও ঊর্দ্ধের কোনও এক আন্তরিকতা।

দাম্পত্য-বন্ধনে নবদম্পতি যেমন যুগপৎ উভয়েই উভয়কে বরণ করিয়া, উভয়ের দ্বারা উভয়ে বৃত হইতে চাহিলেই শুভ-মিলন সংঘটিত হয়,—পরস্পরকে প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্খা পরস্পরের অন্তরে জাগ্রত হইলেই যেমন মিলন সম্ভব হয়—নচেৎ হয় না, সেইরূপ জীব-সমষ্টিকে ভক্তরূপে পাইবার জন্য, শ্রীকরে বরমাল্য লইয়া শ্রীভগবান্ নিত্যই অপেক্ষা করিতেছেন। জীব, ভক্তিভাবে—অকৈতব কৃষ্ণসেবা লালসায় উঁহার

* পরমপূজ্যপাদ কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি মহোদয় কৃত "প্রেমাশ্রু" হইতে উদ্ধৃত।—প্রকাশক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিশিরসিক্ত কমলের মত প্রেমাশ্রুপূর্ণিত নয়নে—প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া, তদীয় রাতুল চরণোপরি নমিত মস্তকে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই, শ্রীভগবান্ সাগ্রহে—সানন্দে সেই জীবকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক আত্মবরণ করেন।

কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে, ভক্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভব হয়; এবং "অবাঙ্‌মনসোগোচর" পরতত্ত্ব যে কেবল ভক্তের ভক্তি দ্বারাই "নয়নগোচর" হয়েন, শ্রুতিতে এই কথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে;—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" (প্রীতিসন্দর্ভধৃত—মাঠর শ্রুতি)

অর্থাৎ ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান; ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন; শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ; ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র, সর্ব্বাধীশ হইয়াও যে ভক্তাধীন এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও যে কেবল ভক্তিদ্বারাই প্রকাশ হয়েন—একথা তিনি উল্লাসভরে শ্রীমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন;—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাংগতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্বন্ধহৃদয়া সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ আমি ভক্তাধীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। আমি ভক্তজনপ্রিয়। ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহাদের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপন আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

ফলতঃ যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ ও পরলোক পর্য্যন্ত সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি ?

সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।

ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎসম্মিলন—পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার অপর কিছুতেই সম্ভব নহে। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, ভক্ত্যা-হমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২০) অর্থাৎ আমি একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি-দ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকি; এবং এই কথা আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, বেদাধ্যায়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না,—আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই।

তবে যে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ বা আংশিক-সবিশেষ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তাহাও জানিতে হইবে ভক্তির সংমিশ্রণ জন্যই। অর্থাৎ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগাদি সাধনের সহিত, যে পরিমিত ভক্তির সংমিশ্রণ থাকে, ভক্তি-সংমিশ্রণের তারতম্য অনুসারে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেও পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ বা সঙ্গলাভ না করিলে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল ভজন-সাধনই অজাগলস্তনের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক ও

ভক্তির সহায়তা ভিন্ন জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মাদির সার্থকতা নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্ফল। শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম সহজে সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিবার জন্য, তাই পরমপূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ;—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥"

শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন, ভক্তির সহায়তায় বা সঙ্গলাভ করিয়াই সিদ্ধ হয়, এই জন্য উহাদিগকে "আরোপসিদ্ধা" ও "সঙ্গসিদ্ধা" ভক্তিই বলা হইয়া থাকে। যাঁহার সম্বন্ধাভাসে ও সম্বন্ধে অন্যান্য সাধন সকল সুসিদ্ধ হয়েন—নচেৎ হয়েন না, পরিপূর্ণস্বরূপে ভগবৎসাক্ষাৎকার বা সম্মিলনের পক্ষে সেই বিশুদ্ধা ভক্তির প্রভাব যে কতদূর অচিন্তনীয়,—সে কথা লৌকিক ভাব ও ভাষার পক্ষে প্রকাশ করিবার কোনই সামর্থ্য নাই। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য-নিরপেক্ষা, বিশুদ্ধা ভক্তি-বল্লীই শ্রীভগবৎ-কল্পতরুর সহিত জীবের মহামিলনের একমাত্র সংযোগ-সূত্র।

ভক্তির সহায়তা ব্যতীত, জ্ঞান, কর্ম্মাদির সার্থকতা না থাকায়, ভক্তি-সম্বন্ধবর্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্মাদির নিন্দাই শাস্ত্রে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; তাহার প্রমাণস্বরূপ কেবল কয়েকটি শ্লোক মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানের নিরর্থকতা বিষয়ে ; যথা,—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে প্রভো! নিখিল পুরুষার্থের আকর স্বরূপ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাভের জন্য শ্রম করে, তাহারা তণ্ডুলহীন তুষ সকলে অবঘাতকারীর মত কিছুমাত্র লাভবান্ না হইয়া, কেবল ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয়।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (শ্রীভাগবতে)

উপাধিরহিত বিমল ব্রহ্ম জ্ঞানও অচ্যুতভাব বর্জ্জিত অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে যখন শোভনীয় হয় না, তখন দুঃখস্বরূপ ও দুঃখপ্রায় যে কাম্যকর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহা যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে শোভা পাইবে।

ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানের ন্যায় ভক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্মাদির নিরর্থকতা ও নিন্দা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য; যথা,—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়া।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া সকল যদি হরিভক্তি-সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশভোগ মাত্রই ফল হইয়া থাকে; অধিকন্তু উহা কুলটা রমণীর ব্যাভিচার সদৃশই দোষাবহ!

যাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া অপর কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না,—যিনি কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপে বা স্বয়ংই সিদ্ধ হয়েন;—কৃষ্ণ-সেবাতাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায় - অপর কোনও অভিলাষ যাঁহাতে লেশ মাত্রও নাই,—তিনিই ভগবৎ-বশীকারিণী "শুদ্ধাভক্তি"। নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সারমর্ম্ম অনুভব করিয়া, পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ, তদীয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তির নিম্নোক্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

শুদ্ধাভক্তি লক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধীয় যে কিছু অনুশীলন অর্থাৎ শরীরিক, মানসিক ও বাচিক চেষ্টা,—তাহা যদি তদীয় প্রতিকুল না হইয়া তদনুকূল অর্থাৎ রুচিকর হয়, তাহাকে "ভক্তি" কহে। [ইহা ভক্তির স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ।] আর পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্য অভিলাষশূন্যা এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদি কর্ত্তৃক অনাবৃতা অর্থাৎ অমিশ্রিতা হয়, তবে তাহাকেই "উত্তমা-ভক্তি" বলা যায়। [ইহা ভক্তির তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ।]

উত্তমা-ভক্তির উদয়েই জীবত্ব পরিপূর্ণ সার্থকতাকে বরণ করিয়া চিরধন্য হইয়া যায়। আপ্তকাম শ্রীভগবানের অন্তরে কেবল একটি বাঞ্ছা—একটি প্রয়োজন নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে। অনন্ত শুদ্ধভক্তের সহিত নিত্য মিলিত থাকিয়াও জীবকোটি হইতে অনন্ত শুদ্ধভক্তের সম্মিলন লাভ করাই তাঁহার সেই অভিলাষ। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে, কেবল সেবার্থে ভগবৎ সম্মিলন ভিন্ন জীবেরও অন্তরে অন্য কোনও অভিলাষ আর জাগে না। জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার লালসা পরিপূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিলেই "মহা-মিলনের"ও বিলম্ব হয় না।

শ্রীভগবান্ জীবকে তাহার পূর্ণ-স্বরূপে বা ভক্তরূপে সর্ব্বদাই পাইতে চাহেন। ভগবানের দিক্ হইতে ঐ "চাওয়া" যেমন নিত্যই রহিয়াছে, সেইরূপ জীবের দিক্ হইতে ভগবান্‌কে "চাওয়া" জাগিয়া উঠিলেই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা যে, ভগবান্‌কে পাই না, তাহার কারণ তিনি সুদুর্লভ বলিয়া নহে,—আমরা তাঁহাকে চাহি না বলিয়া। যাহা চাহিলেই পাওয়া যায়, তাহা হইতে সুলভ বস্তু আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবানকে যখন চাহিলেই পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে "দুর্লভ" না

ভগবান্‌কে না চাওয়াই ভগবান্‌কে না পাইবার কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া "সুলভ" বলাই সঙ্গত; কিন্তু এমন সুলভ বস্তুও যে, জীব-সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াই রহিয়াছেন,—সে দুর্দ্দৈবের একমাত্র কারণ, জীবের দিক্ হইতে তাঁহাকে "চাওয়া" নাই বলিয়া। যেখানে পরস্পরকে পাওয়া পরস্পরের প্রয়োজন,—যেখানে উভয় দিকেই উভয়কে "চাওয়া" আছে,—সেখানে উভয়ের মিলন দুর্লভ না হইয়া সুলভ বা সহজ সাধ্যই হওয়া উচিত। ভগবানের অন্তরে, জীবমাত্রকে ভক্তরূপে পাইবার প্রয়োজনবোধ যেমন নিত্যই জাগ্রত, সেইরূপ জীব-হৃদয়ে তাঁহাকে পাইবার লালসা তেমনি করিয়া জাগিয়া উঠিলেই তখন "মহা-মিলনের" আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হয় না; অতএব শ্রীভগবৎ-সম্মিলন জীবের পক্ষে বাস্তবিক অত্যন্ত সুলভ হইলেও, তাহা যে সুদুর্লভ হইয়াই রহিয়াছে—"তাঁহাকে না চাওয়াই" "তাঁহাকে না পাওয়ার" একমাত্র কারণ। আমরা সমস্তই চাহিয়া থাকি; কিন্তু যাহা চাহিলে সকল চাওয়ার অবসান হয়,—অবিদ্যা-বিড়ম্বিত জীব আমরা কেবল সেই চাওয়াই চাহিতে পারি না,—আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব!

"চাওয়ার" স্বরূপ নির্ণয়।

এখন প্রকৃত পক্ষে "চাওয়া" কাহাকে বলে, আমাদিগকে সহজে তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে। বিষয়ী জীব যে ভাবে বিষয় চাহে, আতুর যেমন আরোগ্য চাহে, পিপাসাতুর যেমন জল চাহে, ক্ষুধাতুর যেমন অন্ন চাহে, অর্থাতুর যেমন অর্থ চাহে,—"চাওয়া" ইহারই নাম। এই ভাবে ভগবান্‌কে চাহিবার নামই "প্রেম-ভক্তি"। তাই ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"যুবতীনাং যথা যূনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥"

এই প্রকার "চাওয়া" ভগবানের জন্য হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। "চাওয়া" আমাদের নিত্যই আছে। "চাওয়া জীবের নিত্যসিদ্ধা-বৃত্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছু না চাহিয়া জীব ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। অবিদ্যাচ্ছন্ন—স্বরূপভ্রান্ত জীবের অনাদি বহির্মুখতা বশতঃ সেই "চাওয়াটা" যতক্ষণ প্রাকৃত বিষয়ে প্রযুক্ত থাকে, সেই সগুণ বৃত্তিই "কাম" নামে অভিহিতা হয়; আর যখন কোনও অতিভাগ্য বলে সেই "চাওয়া" শ্রীভগবান্‌কেই পাইবার জন্য কোনও জীবের অন্তরে জাগিয়া উঠে, তখন সেই নির্গুণা বৃত্তিই "প্রেম" নামে কীর্ত্তিতা হয়েন।

"কাম" ও "প্রেমের" পার্থক্য।

"কাম" বা বিষয় চাওয়া,—সংসার-চক্রে চির আবর্ত্তিত হইবার কারণ; আর "প্রেম" বা ভগবান্ চাওয়া, পূর্ণানন্দের অতল তলে চির-নিমগ্ন থাকিবার একমাত্র উপায়;—

"অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥" (—চরিতামৃতে)

"চাওয়া" পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে "পাওয়া" যায় না। ধন, ধান্যাদি বিষয় সকল আমরা যে ভাবে প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করি, ইহারই নাম পরিপূর্ণ বা অকপট ভাবে "চাওয়া"; সেইরূপ পরিপূর্ণ চাওয়া ভগবানের জন্য হইলেই, সেই পূর্ণ প্রেমের উদয় মাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। শ্রীভগবান্ যাহার নিকট অপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন,—অবশ্যই জানিতে হইবে তাহার অন্তরে "চাওয়ার" অসম্পূর্ণতা আছেই। চাওয়ার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে না পাইবার অপর কারণ নাই। যিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন নাই,—তিনিই যে, ভগবান্‌কে যথার্থরূপে চাহেন নাই—ইহা সুনিশ্চয়।

হয়ত অনেকেই স্বীকার করিতে না পারেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে চাহেন না; অথবা এমন অনেক সাধক-ভক্ত বা ভাগ্যবান্ রহিয়াছেন, যাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্য ও তৎসহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি ও আকুলতা দর্শন করিয়া, অন্ততঃ তাঁহারাও যে ভগবান্‌কে চাহেন নাই, একথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়ত' সহজে কেহ স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না। এরূপ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরিপূর্ণ বা অকপট রূপে "বিষয়-চাওয়া-জীব" যেমন ভগবান্‌কে একেবারেই চাহে না, সেইরূপ সাধক-ভক্তগণ যে, একেবারেই ভগবান্‌কে চাহেন না, তাহা নহে; তাঁহারা ভগবান্‌কে চাহিলেও, সাধক-দশা উত্তীর্ণ না হওয়া অবধি, তাঁহাদের সেই "চাওয়ার" মধ্যে কিছু কিছু "না-চাওয়া" লুকাইয়া থাকে। যেমন 'হাজার বাতি' আলোকের মধ্যেও যে, অন্ধকার মিশান আছে, এ কথা তখনই বুঝিতে পারা যায়,—যখন সেখানে দু-হাজার বাতির আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়; সেইরূপ "ভগবান্-না-পাওয়া" সাধক ভক্তগণের ভক্তি বা "ভগবান্-চাওয়ার" মধ্যে কতটা "না-চাওয়া" মিশাইয়া আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা তখনই উপলব্ধি করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতা আর এক স্তর উর্দ্ধসীমা প্রাপ্ত হয়।

"চাওয়ার" পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদেই সিদ্ধ ও সাধকাবস্থা ভেদ।

প্রেমোদয়ের ক্রম।

প্রেমোদয়ের ক্রম বা স্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃসাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজন ক্রিয়া, পরে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে; সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

প্রেমোদয়ের এই যে ক্রম বা স্তরের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিপূর্ণরূপে ভগবান্ চাহিবার ইহাই ক্রমিক অবস্থা। "শ্রদ্ধা" হইতে "ভগবান্ চাওয়ার" আরম্ভ এবং সেই "চাওয়া" ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইয়া "প্রেমের" উদয়ে তাহার পূর্ণতায় পর্য্যাবসান। (প্রেমেরই আবার স্নেহাদি ক্রমে যে পূর্ণতর ও পূর্ণতম অবস্থা বিশেষের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে।) প্রেমের অর্থ— পরিপূর্ণরূপে বা একান্তভাবে ভগবান্‌কে চাওয়া। তাই বলিতেছি, প্রেমোদয়ের পূর্ণস্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সাধন-ভক্তি ও ভাব-ভক্তির ক্রমানুসারে সাধক-ভক্ত-হৃদয়েও তাঁহাদের "ভগবান্-চাওয়ার" মধ্যে কিছু কিছু "না চাওয়া" মিশ্রিত থাকে; সুতরাং শ্রীভগবান্‌ও সাধক-ভক্তগণের "চাওয়ার" অনুপাতে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, "না-চাওয়ার" অনুপাতে দূরবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যিনি ভগবান্‌কে যত বেশী চাহিয়াছেন - যিনি "পরিপূর্ণ চাওয়া" বা "প্রেমের" যত সন্নিকটতর হইয়াছেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে ততই আসন্ন বলিয়া জানিতে হইবে। সাধকগণের এই "না-চাওয়া" মিশ্রিত "ভগবান্-চাওয়া" যে মুহূর্ত্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ যে "চাওয়ার" মধ্যে আর লেশমাত্রও "না-চাওয়া" লুকান থাকিবে না, –"ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি"—তখনই সেই "চাওয়া" প্রেম-সূর্য্য রূপে উদিত হয়েন। দিবাকরের উদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ হয়, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হয়েন।

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম, ভগবান্ সুলভই বটেন; কিন্তু দুর্লভ হইয়াছেন তিনি—শুধু আমরাই তাঁহাকে চাহি না বলিয়া।

বিম্বের সহিত দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বে, বিষয়ের একতা থাকিলেও যেমন সংস্থিতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, (অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ বিম্বের প্রতিবিম্ব যেমন পশ্চিমাভিমুখ ইত্যাদি প্রকারে পরিলক্ষিত হয়)—প্রতিবিম্ব-স্থানীয় বহির্মুখ জাগতিক ব্যাপারের সহিত জীবের অন্তর্মুখ-ভাব বা বিম্বস্থানীয় ভগবদ্ভক্তির সেইরূপ সম্বন্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় চাওয়া সুলভ কিন্তু পাওয়া দুর্লভ; ভগবান্ চাওয়া দুর্লভ কিন্তু পাওয়া সুলভ।

সংসারী জীবমাত্রেই নিরন্তর বিষয়াভিলাষ করে,—বিষয় চাহে, কিন্তু বিষয় সকল প্রায়ই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। কদাচিৎ কেহ পায়; অধিকাংশ স্থলেই অকপটে বা পূর্ণরূপে বিষয় চাহিয়াও মায়িক ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয় কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত কুক্কুর সকল, বারম্বার তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়াও যেমন খাদ্য প্রাপ্তির আশায় তদভিমুখে বারম্বার ধাবিত হয়, মোহান্ধ জীবকে মায়িক বিষয়সুখ সেই প্রকার বারম্বার উপেক্ষা করিলেও, জীব তৎপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না; অতএব বদ্ধজীব মাত্রের বিষয় সুখ "চাওয়া" স্বাভাবিক ও সুলভ; কিন্তু অকপটে চাহিলেও, সেই বিনশ্বর বিষয়-সুখ "পাওয়া" অতীব সুদুর্লভ; আর শ্রীভগবান্‌কে "পাওয়া" অতি সুলভ,—যেহেতু চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাকে "চাওয়া" অতি সুদুর্লভ। "বিষয়-চাওয়া" সুলভ বা সহজসাধ্য বলিয়া ক্রিমি-কীট পর্য্যন্ত সকলেই বিষয় চাহিতে পারে ও চাহিয়া থাকে। কীটেতেও যে বৃত্তি সুলভ, তাহার মূল্যই বা কি আছে? তাই ইহা অন্ধতম "কাম" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; কিন্তু "ভগবান্-চাওয়া" সুদুর্লভ; এমন কি দেবতাতেও সে বৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই জন্য এই সুদুর্লভ "ভগবান্-চাওয়া" নির্ম্মল ভাস্কর স্বরূপ "প্রেম" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই "প্রেম" বা "পরিপূর্ণরূপ ভগবান্-চাওয়া" ত্রিভুবনে একান্তই দুর্লভ। মহৎকৃপাদি জনিত কোন ভাগ্যে এই সুদুর্লভ "চাওয়া" জীবের অন্তরে উদিত হইলেই, ভগবান্ "পাওয়া" অত্যন্ত সুলভ বা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবান্ অতিশয় সুলভ বস্তু। যাহা চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, তাহাকে "সুলভ" না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু তাঁহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চাওয়াই অতীব দুর্লভ। যে প্রকার আমরা বিষয়-সুখ প্রার্থনা করি,—প্রার্থনা করিয়াও প্রায়ই তৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি, ঠিক সেই প্রকারে যদি শ্রীভগবান্‌কে চাহিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাতে বঞ্চিত হইতাম না। অকপটে তাঁহাকে চাহিয়া কেহ কখনও বঞ্চিত হয় নাই। হা দুর্দ্দৈব! আমরা এমন "সুলভ" মহা-সম্পদ কেবল না চাহিয়া "দুর্লভ" করিয়া রাখিয়াছি, ইহা হইতে আমাদের প্রতি অবিদ্যার প্রতারণা আর কি হইতে পারে!

ভজন-সাধন ভগবানকে পাইবার জন্য নহে—ভগবান্‌কে চাহিবার জন্য।

শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার অন্য কোনও সাধনা নাই; তাঁহাকে পাইবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়—তাঁহাকে চাওয়া; কিন্তু সেই চাওয়াই সুদুর্লভ বলিয়া, যাহা কিছু সাধন-ভজনের কথা—সে কেবল চাহিতে পারিবার সাধন;—নচেৎ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একমাত্র "চাওয়া" ভিন্ন অন্য কোনও সাধনা নাই। যাহাতে জীবের হৃদয়ে সেই "চাওয়া" জাগে,—বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রাণ যেমন কাঁদে, যাহাতে শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ তেমনি করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—তাহার জন্যই সাধন-ভজন। অবিবেকী—বিষয়াসক্ত জীবের বিষয়-সুখ প্রাপ্তির জন্য যে অনুরাগ—ভক্ত তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—হে নাথ! তোমাতে যেন আমার অন্তরের অনুরাগ সেই ভাবে ধাবিত হয়;—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" (বিষ্ণু পুরাণ)

"ভগবান্-চাওয়া" বা প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।

শ্রীভগবৎ-সেবাভিলাষে তাঁহাকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠার নামই "প্রেম";—ভগবান্‌কে পাইবার জন্য এমনি করিয়া চাহিবার নামই "প্রেম"। জীব-হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইবামাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদাব্জ-মধুপ - জীব-হিতৈকব্রত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, শ্রীভগবান্‌কে "প্রয়োজন" রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া, প্রেমকেই "প্রয়োজন-তত্ত্ব" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই প্রেম-ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, জীবের জীবত্ব পূর্ণ সফলতাকে বরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না।

ভগবান্‌কে চাহিবার পক্ষে জীবাত্মার বলহীনতা ও তাহার কারণ।

যে দ্রব্য চাহিবামাত্রই পাওয়া যাইতে পারে,—একান্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা বশতঃ মুমূর্ষু রোগী, কেবল চাহিবার শক্তিহীনতার জন্য যেমন তাহা প্রাপ্ত হয় না,—সেইরূপ "পরমানন্দ" বা শ্রীভগবান্‌কে চাহিতে পারিলেই পাওয়া যায় ইহা অতীব সত্য হইলেও, ভবরোগ-ক্লিষ্ট অবসাদগ্রস্ত জীবাত্মা এতই বলহীন যে, সে "চাওয়া", চাহিবার শক্তি পর্য্যন্তও তাহার বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই অপরিসীম আত্ম-দৌর্ব্বল্যই সংসারী জীবের পক্ষে শ্রীভগবানকে না চাহিবার —অতএব না পাইবার কারণ। জীবাত্মার এই বলহীনতাই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার পথে প্রধানতম অন্তরায়। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়া থাকেন ;—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। (মুণ্ডক)

অর্থাৎ এই পরমাত্মা (পরতত্ত্ব) হতবল জীবাত্মা কর্ত্তৃক লভ্য হয়েন না। আত্মার এই অবসাদ ও বলহীনতার কারণ কি? এখন তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অবিদ্যার ঘনান্ধকারে স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের দেহাত্মবোধ নিবন্ধন, অনাদিকাল হইতে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিতে "আমি" বা "আত্ম" বুদ্ধি থাকায়, সেই মিথ্যা "আমির" তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য, জন্মে জন্মে তৎ-স্বজাতীয় বা জড়ীয় আহার-বিহারাদির অবিশ্রান্ত তর্পণে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিরই বলাধান সংঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিই বলবান। অপরপক্ষে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মস্বরূপ বা চিৎকণ জীবাত্মার কথা বিস্মৃত হওয়ায়, আত্ম-স্বজাতীয় বা চিন্ময় আহার বিহারাদি বিষয় হইতে সেই সত্য "আমি" বা জীবাত্মা চির-বঞ্চিতই রহিয়াছে; এই জন্যই আত্মা বলহীন ও অবসাদগ্রস্ত। আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত জীবের পক্ষে, আত্মার স্বধর্ম্ম বা স্বভাব সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞতা স্বাভাবিক। চিদাত্মার স্বভাব অজ্ঞাত বলিয়াই, তাই আমরা যে অবিশ্রান্ত আহার বিহারাদি জড়ীয় বিষয়ের তর্পণে আত্মতৃপ্তি ও আত্মপুষ্টির প্রয়াস করিয়া থাকি, তাহাতে জড়দেহেন্দ্রিয়াদির বলাধান সাধিত হইলেও যে, সেই বিজাতীয় বিষয়ের দ্বারা কখনই চিন্ময় জীবাত্মার বলাধান ও তুষ্টিবিধান সংঘটিত হইবার নহে,—সেকথা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-পুষ্টির মানসে যথার্থ আত্মাকে যে এইরূপে চির উপবাসী ও চির দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছি,—ইহা আমাদের প্রতি অবিদ্যার ছলনা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। স্বজাতীয়া বলিয়া নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মার একমাত্র স্বাভাবিক পথ্য। ভক্তি-রসায়ন ভিন্ন-প্রেমসুধা ব্যতীত চিৎকণ জীবাত্মার বলাধানোপযোগী অপর কোনও খাদ্য বা পানীয় নাই। ধরণী পৃষ্ঠে কত শত নদ, নদী, প্রস্রবণ—কত জলাশয় বিদ্যমান থাকিতেও সুনীল আকাশ সঞ্চারী মেঘমালা হইতে বারিবিন্দু বর্ষিত না হওয়া অবধি যেমন তৃষিত চাতককে প্রাণভরা পিপাসা লইয়াই দিনের পর দিন কাটাইতে হয়, সেইরূপ জড়জগতে জড়ীয় আহার বিহার সামগ্রী স্তূপীকৃত থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-শ্যামলাকাশ সঞ্চারী ভক্তি-মেঘাম্বুর কণমাত্রও সেবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত—জীব-চাতককেও চির ক্ষুধিত—চির-তৃষিত—চির-অতৃপ্ত থাকিতেই হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই! একান্ত বলহীনতা প্রযুক্ত ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টতঃ আত্মার সেই ক্ষুধা ও পিপাসার প্রকাশ হয় না। শ্রীভগবানকে চাহিবার

ভক্তি-মেঘাম্বুই জীব চাতকের একমাত্র স্বাভাবিক পথ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তিশূন্যতাই জীবাত্মার শ্রেষ্ঠতম বলহীনতার পরিচায়ক। না চাহিতে পারিবার দুর্ব্বলতাই জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মা লভ্য না হইবার কারণ।

প্রকৃষ্টরূপে "ভগবান্-চাওয়ার" অপর নাম "প্রেমভক্তি"। "প্রেম-ভক্তি" বা "ভগবান্-চাওয়া"-সামর্থ্য, "সাধন-ভক্তি"-রূপ আত্মার অমৃত-ময় পথ্যের সংযোগ দ্বারাই সুসিদ্ধ হইতে পারে। জড়দেহের শক্তি যেমন প্রাকৃত অন্ন-রসেরই পরিণতি, সেইরূপ চিন্ময় জীবের পক্ষে "ভগবান্-চাওয়া"-সামর্থ্য বা "প্রেম-ভক্তি," নির্গুণ "সাধন-ভক্তি" রসেরই পরিণতি বা পরিপক্কাবস্থা। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় অনুকূলতাময়ী শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি-রূপা কায়িক, বাচিক বা মানসিক চেষ্টার প্রারম্ভদশার নাম "সাধন-ভক্তি"। "সাধনভক্তি" রূপ নির্গুণ পথ্য বা স্বজাতীয় আহার-বিহারাদি দ্বারা বলহীন জীবাত্মার ক্রমশঃ বলাধান ঘটলে, তখন "ভগবান্-চাওয়া-শক্তি" বা প্রেমের উদয় মাত্র সেই "পরমানন্দ" বা পরতত্ত্বের পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হতবল জীব যে কেবল ভগবান্‌কে চাহিতেই অসমর্থ, তাহা নহে,—জীবাত্মার এতই দৌর্ব্বল্য যে, যাহার সেবনে "ভগবান্-চাওয়া" সম্ভব হয়, সেই "সাধন-ভক্তি" রূপ নির্গুণ পথ্য চাহিবার ও তৎসেবনের জন্য উন্মুখ হইবার ক্ষমতাও তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মায়াহত বলহীন জীবাত্মার জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত বলিয়া, তাহার পক্ষে কোন বস্তুই চাহিবার ক্ষমতা নাই। কোনও ভাগ্যে চিন্ময় জীবের চিন্ময় বিষয় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কিম্বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইলে, স্বরূপতঃ তাহাকেই জীবের জীবত্ব বলিয়া জানিতে হইবে; আর দেহাত্মবোধ-বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত জীবের পক্ষে জড়ীয় আহার বিহারাদি বিষয়ের জন্য যে, অবিশ্রান্ত উদ্যম ও আর্ত্তনাদ, উহা আত্মার বৃত্তি—আত্মার বাণী

প্রেমভক্তি বা "ভগবান্-চাওয়া-সামর্থ্য,"—সাধন-ভক্তিরূপ চিন্ময় পথ্যের পরিণতি।

জীবাত্মার-বাণী ও দেহে-ন্দ্রিয়ের আর্ত্তনাদ—উভয়ের ভিন্নতা নির্ণয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে,—দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহেরই ক্ষুধিত চীৎকার ! চির-উপবাসী ও অবসন্ন আত্মার ক্ষীণস্বর জড়তার কোলাহলের মধ্যে শ্রবণ করা যায় না বলিয়া, আমরা ইন্দ্রিয়াদির চীৎকারকেই ভ্রম বশতঃ আত্মস্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকি ও তৎফলস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান পূর্ব্বক আত্মতৃপ্ত বলিয়াই মনে করি ; বস্তুতঃ উহাকেও অবিদ্যার প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশ ভক্তির আবির্ভাব পক্ষে কেবল কিঞ্চিৎ তৎ-সেবোন্মুখতার অপেক্ষা।

চিন্ময় বস্তু নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ। স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে—স্বকৃপায় ধরা না দিলে আমাদের সগুণ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা নাই। স্ব-সামর্থ্যে চাহিবার যোগ্যতা না থাকিলেও, দুগ্ধপোষ্য দুর্ব্বল শিশু স্তন্যপানের জন্য কিঞ্চিৎ উন্মুখতা প্রকাশ করিলেই, করুণাময়ী জননী যেমন স্বয়ং অগ্রসর হইয়াই তাহাকে স্তন্যদান করেন, তদ্রূপ বলহীন জীবের বলাধানের পক্ষে যাহা একমাত্র স্বাভাবিক ও সুপথ্য,—সেই সাধনরূপা চিন্ময়ী ভক্তিকে স্ব-সামর্থ্যে গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা না থাকিলেও, তৎসেবনে কেবল কিঞ্চিৎ মাত্র উন্মুখতা দৃষ্ট হইলেই, তিনি স্বয়ংই কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও গ্রহণযোগ্যা হইয়া থাকেন। তাই ভক্তিশাস্ত্রে জীবের প্রতি স্বপ্রকাশ ভক্তিদেবীর এই অত্যাশ্চর্য্য কৃপার কথাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ;—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে - শ্রীভগবন্নাম-গুণ-লীলাদি বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি রূপা নির্গুণা সাধন-ভক্তিকে স্ব-সামর্থ্যে, কর্ণ, জিহ্বাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা জীবের গ্রহণযোগ্যতা নাই বলিয়া, এবং তৎ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়তা ও তৎসঙ্গ ব্যতীত চিৎকণ-জীবের পক্ষে জড়স্তূপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বরূপভাব প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই দেখিয়া—হতবল জীবাত্মার পক্ষে উহা চাহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত না থাকিলেও, কেবল কোন প্রকারে উহা সেবনের জন্য যদি কিঞ্চিৎ উন্মুখতাও পরিদৃষ্ট হয়, তবে স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ নাম-কীর্ত্তনাদি রূপা "সাধন-ভক্তি" জীবের সেই সেবোন্মুখ প্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

জড়স্তূপের অন্তরালে সন্নিহিত ও চেতনাহত জীবকে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বরূপে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীভগবান্ ভক্তিদেবীর দ্বারা এতাদৃশী কৃপার বিস্তার করিলেও, জীবের দুর্গতির সীমা এতই বিস্তীর্ণা যে, সে কৃপা-প্রবাহও তাহার দুর্দ্দৈব-মরু অতিক্রম পূর্ব্বক তৎসমীপে পৌছাইতে পারে নাই; যে হেতু উন্মুখ হইলেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইবার সঙ্কল্পে ভক্তিদেবী প্রতীক্ষাপরায়ণা থাকিলেও, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা "সাধন-ভক্তি" সেবনের জন্য সংসারী জীব-সাধারণের কিঞ্চিৎ উন্মুখ হইবার মত আত্মশক্তিও অবশিষ্ট নাই। মৃতদেহে কেবল যে পথ্যাদি চাহিবার শক্তিই বিলুপ্ত তাহা নহে, তৎ-সেবনের জন্য লেশমাত্র উন্মুখ হইবার মত জীবনী শক্তির চিহ্নও তাহাতে যেমন আর লক্ষিত হইতে পারে না, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মায়া বা জড়ের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, জীব এমনই জড়তাগ্রস্ত - এতই হীনবল যে, সেই "মায়াহত" জীবের পক্ষে "সাধন-ভক্তি" রূপ স্বাভাবিক পথ্য গ্রহণে লেশমাত্রও উন্মুখতা জাগিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

সংসারী জীব "মায়াহত" সুতরাং মৃতের পক্ষে স্বতঃ ভক্তি-সেবোন্মুখতা অসম্ভব।

অত্যধিক আহত বা মুমূর্ষু ব্যক্তিতেও কিঞ্চিৎ জীবন-লক্ষণ বিদ্যমান্ থাকে; সুতরাং জীব, মায়া কর্ত্তৃক কেবল "আহত" হইলেও তদবস্থায় হয় ত' ভক্তি সেবনের জন্য কিঞ্চিৎ উন্মুখতা সম্ভব হইত; কিন্তু জীব "আহত" বা মুমূর্ষু নহে—মায়া কর্ত্তৃক "হত" বা মৃত; সুতরাং মৃতবৎ জীবের পক্ষে স্বতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি-সেবনের "উন্মুখতা" সম্ভব হইতেই পারে না। "মায়াহত" জীব ভক্তিদেবীর মহতী কৃপার সীমাকেও স্বীয় অপরিসীম দুর্দ্দৈব দ্বারা এইরূপে অতিক্রম করিয়াছে!

জীবাত্মা চিন্ময় পদার্থ; অতএব নির্গুণ বা অপ্রাকৃত বস্তু। নির্গুণ পদার্থে নির্গুণ ধর্ম্ম ও সগুণ বা প্রাকৃত বস্তুতে সগুণ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। জীবের যাহা নির্গুণভাব, তাহাই জীবত্ব বা জীবের আত্মধর্ম্ম; আর যাহা কিছু সগুণ বা প্রাকৃত ভাব, তাহাই জড়ত্ব বা জড়বস্তুর স্বধর্ম্ম। অবিদ্যা বা জীবমায়া, চিদণু জীবকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া, তাহারই চেতনায় দেহেন্দ্রিয়াদি জড়ীয় পদার্থ সকলকে চৈতন্যযুক্ত করিলেও, উহারা সগুণ বা জড়বস্তু বলিয়া, উহা হইতে নিরন্তর জড়ধর্ম্ম বা মায়িকী-বৃত্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবমায়া কর্ত্তৃক স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের বিরূপতা বা জড়াত্মবোধ নিবন্ধন তাহাতে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, অনাদিকাল হইতেই জীবের স্বধর্ম্ম বা নির্গুণভাব বিলীন হইয়াছে। চিন্ময় জীবাত্মা নিত্যবস্তু,— সুতরাং মৃত্যুহীন বা অমৃত। ধর্ম্মী বা জীব কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবার নহে; কিন্তু মায়া-প্রভাবে তদ্ধর্ম্ম বা জীবত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবত্বহীন জীবকেই "মায়াহত" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "মায়াহত-জীব" বলিতে "মায়া কর্ত্তৃক জীব হত বা মৃত" এরূপ অর্থ নহে; মায়া কর্ত্তৃক জীবত্বে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, জীবের জীবত্বই হত বা মৃতবৎ জড়তাগ্রস্ত। এক কথায়, জীবত্বহীন জীবকেই "মায়াহত জীব" বলিয়া জানিতে হইবে। দেহাদি জড়ে ক্ষুৎ-পিপাসাদি অনুভব রূপ চেতনা-শক্তির প্রকাশ ও চৈতন্য-স্বরূপ জীবে দেহাত্মবোধ রূপ জড়ত্ব,— এই ভাববিপর্য্যয় অসম্ভব হইয়াও অচিন্ত্য মায়াশক্তি কর্ত্তৃক সম্ভব হয় বলিয়া মায়াকে "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী" বলা হইয়া থাকে!

"মায়াহত-জীব" অর্থে— "হতজীব" নহে, "জীবত্ব-হত জীব।"

জড়ীয় দেহাদি বিষয়ে আত্মবোধ নিবন্ধন জীবের স্বরূপভাবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরূপতা বা জড়তা বশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যাবতীয় ক্রিয়া শক্তির উদ্গম হইয়া থাকে, সে সমস্তই সগুণভাব বা জড়ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। মৃতদেহ রৌদ্রে প্রতপ্ত, বায়ুকর্ত্তৃক বিশুষ্ক, সলিলে স্ফীত, ঝটিকায় উৎক্ষিপ্ত, স্রোতবেগে চালিত ও তরঙ্গে কম্পিত হইতে দেখা যাইলেও, যেমন সেই ক্রিয়াশীলতা দ্বারা তাহার মৃতত্বের অপনোদন হয় না, সেইরূপ জীবের জড়ত্ব বা অবিদ্যাচ্ছন্ন জ্ঞান হইতে যে কিছু ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়,—অবিদ্যা-সংবৃত জীবে যাহা কিছু ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সকলই শবের ক্রিয়শীলতার ন্যায় জড়ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অনুকূল্যে ভগবদনুশীলন বা ভক্তি ও ভক্তি-সম্বন্ধ ভিন্ন জীবের যাহা কিছু কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা, তৎসমুদয়কে জড়ত্ব বা মৃতত্ব বলিয়াই জানা আবশ্যক। প্রাকৃত বা সগুণ-ভাব মাত্রেই জড়ত্ব বা জড়ধর্ম্ম। ভক্তি নিগুণা; অতএব ভক্তিভাব ভিন্ন, মায়াহত জীবের আত্মভাব বা জীবন-লক্ষণ অপর কোনও ক্রিয়াশীলতা দ্বারা প্রকাশ হয় না। মহাপ্রতাপান্বিত রাজ চক্রবর্ত্তীর অরিজয়ী অদম্য উৎসাহই হউক, কিম্বা উন্নতিশীল উদীয়মান্ তরুণের অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতাই হউক, অথবা জীর্ণ-কুটীরের নিভৃত প্রান্তশায়ী—তন্দ্রালসে নিমগ্ন কর্ম্মহীন জীবনের অলসতাই হউক,—ভগবদ্ভক্তিভাবের স্ফুরণ ব্যতীত, তৎসমুদয়ই জড়ত্ব বা মৃতত্বের পরিচয় ভিন্ন তন্মধ্যে অণুমাত্রও জীবত্ব বা আত্মধর্ম্মের প্রকাশ নাই। নির্গুণা ভক্তিভাবের উন্মেষ যে জীবে, যে পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে, সেই জীবের জীবত্ব বা জীবনের লক্ষণ সেই পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অলসতাদি তমোভাব হইতে কর্ম্মতৎপরতাদি রজোভাব শ্রেষ্ঠ ও অহিংসা-আত্মত্যাগাদি সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠতর হইলেও প্রাকৃত বা সগুণভাব মাত্রেই জড়ত্ব; সুতরাং কেবল সত্ত্বাদি লক্ষণ দ্বারা নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত জীবের

জীবের জড়ত্ব বা মৃতত্ব নির্ণয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবত্বের প্রকাশ হয় না। নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মার আত্মধর্ম্ম বলিয়া, এই নির্গুণ-ভাবের অধিকতর সন্নিহিত ও দূরত্ব বশতঃই যথাক্রমে তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা এবং সত্ত্ব হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে তমোগুণের অপকর্ষতার হেতু। প্রকাশ-লক্ষণ সত্ত্বগুণ, নির্গুণ ভাবের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়াই অপর গুণদ্বয় হইতে ইহার কিঞ্চিৎ উৎকর্ষতা ও আদর দেখা যায়; নচেৎ সত্ত্বাদি-গুণত্রয় সম্পূর্ণ প্রাকৃত বা জড়বস্তু; অতএব কেবল সত্ত্বাদিগুণের প্রকাশে জড়ত্বেরই প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভক্তিহীন "কর্ম্মজড়" জীবের ক্রিয়াশীলতা, শবের ক্রিয়াশীলতা হইতে অভিন্ন।

জড়ত্বই মৃতত্ব বলিয়া, ভক্তিভাব বর্জ্জিত কর্ম্মাদিরত জীবকে "কর্ম্মজড়" আখ্যা প্রদান করা হয়। শবের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় মায়াহত জীবের যাহা কিছু কর্ম্ম-তৎপরতা,—সে সকলই জড়ত্ব বা মৃতত্ব ভিন্ন যে, লেশমাত্রও জীবত্বের পরিচায়ক নহে, উক্ত "কর্ম্মজড়" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শবাসনের শবদেহ যেমন মৃত বা সম্পূর্ণ জড় হইয়াও কখন হস্তপদাদি সঞ্চালন করে, কখন হাস্য বা রোদন করে, কখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকে, কখন মুখ ব্যাদন করে, কখন সিক্ত চণকাদি ভক্ষণ করে, কখন বা উঠিয়া বসিতে চাহে,—তথাপি উহা যেমন মৃতদেহ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ অজ্ঞতা বশতঃ আমরা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসহীন জড়বৎ নীরব ও নিস্পন্দ দেহকেই 'শব' বলিয়া মনে করিলেও আমাদের জানা উচিত, যখন শবেও ক্রিয়াশীলতা ও কর্ম্ম-তৎপরতা দৃষ্ট হইতে পারে, তখন জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে নিরন্তর উত্থিত জড়ীয় বাসনা ও বিলাসাদি সগুণ-ধর্ম্ম মাত্র পরিলক্ষিত হইলেই, তদ্দ্বারা কখন তাহার জড়ত্ব বা মৃতত্বের অপনোদন হইতে পারে না। যে জীবে নির্গুণা ভক্তি-লক্ষণের লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই, তাহা প্রাকৃত বা ব্যবহার বিষয়ে যতই কেন সার্থকতা বরণ করুক্, অথবা তাহা যতই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম্মতৎপর হউক,—যতই কেন শ্রীমান্ বা কৃতিমান্ হউক্,—যতই কেন উদ্যম ও উৎসাহশীল হউক্,—যতই কেন জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যবান্ হউক্ অথবা যতই কেন সুশ্রী, সুবেশ ও সালঙ্কতই হউক্,—তাহাকে "ক্রিয়াশীল-শব" বা "কর্ম্মজড়" নামক মৃত-বিশেষ ভিন্ন, শাস্ত্র অপর কোনও লক্ষণে লক্ষিত করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কনৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবন্ শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বাসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥

অহো! যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি শ্রবণ করে নাই, তাহার সেই কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র, এবং যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণগাথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তন করে নাই, সে জিহ্বা কেবল ভেক-জিহ্বার ন্যায় অসতী বা ভ্রষ্টা।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষাদি ও মণিময় মুকুট ভূষিত হইয়াও যে মস্তক শ্রীভগবানের পাদপীঠে নমিত হয় নাই, তাহা কেবল ভার মাত্র ; এবং যে করদ্বয় কনক-কঙ্কনাদিযুক্ত হইয়াও শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয় নাই তাহা শবেরই কর তুল্য।

মনুষ্যগণের যে নেত্রদ্বয় শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সন্দর্শন করে নাই, সেই নেত্রদ্বয় কেবল ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত নয়ন সদৃশ ; এবং যাহার পাদযুগল শ্রীহরিক্ষেত্রে বিচরণ করে নাই, সেই পাদদ্বয় বৃক্ষমূলের তুল্য ; (অতএব তাহার দেহও বৃক্ষকাণ্ড-সদৃশ কাষ্ঠময়—জড়।)

যে মনুষ্যের অঙ্গ ভগবদ্ভক্তচরণ রেণুর সংস্পর্শ লাভ করে নাই, সেই দেহ জীবিতাকারেও মৃত ; এবং যে মানব শ্রীভগবদ্পাদ-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস থাকিলেও তাহাকে শব বলিয়াই জানা আবশ্যক।

শিশিরের পত্র-পুষ্পহীন নিরস ও শুষ্কপ্রায় তরুলতার ধূসরিমা মুছিয়া গিয়া, বিকশিত নব-পল্লবের স্নিগ্ধ-শ্যামলিমা ধরিত্রীবক্ষে ছড়াইয়া পড়িলে, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবের কথা তখনই যেমন বুঝিতে পারা যায়, জড়জগতের জড়রাশির অন্তরালে—মর-জগতের মৃতস্তূপের অভ্যন্তরে চির-শায়িত জীবত্বহীন জীবের, জড়ীয় দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও সকল ইন্দ্রিয় হইতে সগুণা "মায়িকী-বৃত্তি" বা জড়ত্বের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবদনুশীলন-রূপা নির্গুণা "ভাগবতী-বৃত্তি" বা ভক্তত্বের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেবল তৎকাল হইতেই জীবের জীবত্ব বা অমৃতত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনাদি মায়াহত জীবের পুনর্জ্জীবন-লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত প্রকারেই নির্ণীত হইয়াছে ;—

ভক্তির বিকাশেই জীবের জীবত্ব বা অমৃতত্বের অভিব্যক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥

সে-ই বাক্য, যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি কীর্ত্তিত হয়, সে-ই হস্ত, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের কর্ম্ম কৃত হয়, সে-ই মন, যাহার দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমে স্ফুরিত শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা যায়; সে-ই কর্ণ যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের পুণ্য কথা শ্রুত হয়।

যে মস্তক, শ্রীভগবানের বিভূতি-বিশেষ জানিয়া স্থাবর ও জঙ্গমে প্রণত হয়—সেই মস্তকই মস্তক, যে চক্ষু বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবন্মহিমাকে অবলোকন করে—সেই চক্ষুই চক্ষু, এবং যে অঙ্গ নিত্য শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্ত-জনের পাদোদকে সংলিপ্ত হয়—সেই অঙ্গই অঙ্গ।

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ও তদনুকূলতাময়ী জীবের যে, কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা—তাহাই জীবন-লক্ষণ। পূর্ণ ভক্তত্বই পূর্ণ জীবত্ব; সুতরাং ভক্তশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ মহারাজের আচরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে জীবের পরিপূর্ণ জীবন লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে;—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

অর্থাৎ সেই মহামনা শ্রীমদম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তায় মনকে, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনাদিতে বাক্যকে, শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে করযুগলকে, ভগবৎকথাদি শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিয়োগ করিলেন।

তিনি দৃষ্টিকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি ও মন্দিরাদিতে, অঙ্গকে ভক্তজনস্পর্শে, ঘ্রাণকে শ্রীভগবচ্চরণার্পিত তুলসীর গন্ধ গ্রহণে নিয়োগ করিলেন।

তিনি রসনাকে ভগবন্নিবেদিতান্ন-আস্বাদনে, চরণযুগলকে শ্রীহরি-ক্ষেত্র গমনে, মস্তক শ্রীভগবচ্চরণ-বন্দনে, কামনাকে বিষয়ভোগের পরিবর্ত্তে কেবল ভগবদ্দাস্যে, এবং সকল কর্ম্মকে ভক্তজনের প্রীতি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন।

উক্ত শাস্ত্রনির্দ্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব—অমৃতত্ব ও মৃতত্ব কেবল ভক্তি ও ভগবৎ সম্বন্ধের উদয় ও অনুদয় অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। জীবনের অন্য কোন লক্ষণ না দেখিয়া, কেবল নাসারন্ধ্রে তুলা ধারণ পূর্ব্বক সামান্যাকারে তাহা স্পন্দিত হইতে দেখিলেও যেমন ব্যবহার-বুদ্ধিতে আমরা তাহাকে আর মৃত জ্ঞান করি না, কিন্তু সঞ্জীবিত বলিয়াই মনে করি, সেইরূপ নিত্য সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেই মায়াকর্ত্তৃক নিহত বা মৃত হইলেও যদি তাহাতে লেশমাত্র ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর মৃতজ্ঞান না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া যথার্থ জীবনপ্রাপ্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। হতজীবে পুনরায় জীবন লক্ষণ—নির্গুণা-ভক্তি-লক্ষণের সংযোগেই সম্ভব হয়—কিন্তু নাসাগ্রধৃত তুলার কম্পনে নহে। আবার ভক্তি উদয়ের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুসারে জীবত্বের প্রকাশ-তারতম্য হইলেও যেখানেই ভক্তির লেশাভাস মাত্রেরও সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট করিবার পক্ষে কোনই বাধা নাই।

মৃতের উপরই যমরাজের অধিকার—কিন্তু জীবিতের উপর নহে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। ভক্তির সংযোগ বা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় ও তদনুকূলতা-ময়ী কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টার লেশমাত্রও স্ফুরণ হইলে, সেই জীবের জীবন-লক্ষণ তৎকালে যতই কেন অত্যল্প হউক,—তাহাকে তখন হইতে জীবিত. সুতরাং যমরাজের অধিকার বহির্ভূতই জানা আবশ্যক।

ভক্তি-সংস্পৃষ্ট বা জীবিত জীব, যমরাজের অধিকার বহির্ভূত।

জীব যে পর্য্যন্ত ভক্তি-সম্বন্ধহীন সেই পর্য্যন্তই মৃত। জীবত্বশূন্য জীবেরই নাম "মৃতাত্মা"। মৃতাত্মা ভিন্ন সঞ্জীবিত বা স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত আত্মার উপর যমের কর্ত্তৃত্ব থাকিতেই পারে না; তাই শ্রীভাগবতে অজামিল-উদ্ধার প্রসঙ্গে দেখা যায়, স্বীয় দূতগণের প্রতি যমরাজের সুস্পষ্ট আদেশ এই,—যে জীবে একটিবার মাত্রও ভক্তি লক্ষণের প্রকাশ বা ভক্তির অত্যল্প সম্বন্ধও দেখা যাইবে না, কেবল সেই অসৎ বা জড়ত্ব প্রাপ্ত জীব সকলকেই আমার ভয়াবহ ভবনে আনয়ন করিও;—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ॥
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

অর্থাৎ হে দূতগণ! যাহাদের জিহ্বা একবারও শ্রীভগবদ্-গুণ-নামাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত একবারও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ করে নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে যাহাদের মস্তক একবারও প্রণত হয় নাই, সেই ভগবদ্ভক্তিহীন অসৎ লোকদিগকেই দণ্ডের নিমিত্ত আমার ভবনে আনয়ন কর।

[উক্ত শ্লোকে "একদাপি" অর্থাৎ একবারও এই পদটি সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য। জিহ্বা, চিত্ত ও মস্তক দ্বারা একবারও কীর্ত্তন, স্মরণ ও প্রণামের উল্লেখ থাকায়, শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় অনুকূলতাময়ী বাচিক, মানসিক অথবা শারীর-চেষ্টারূপা ভক্তির স্বল্পমাত্র উদয়কেও বুঝিতে হইবে।]

পরিশেষে জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব বিষয়ক সারমর্ম্ম, যাহা পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত,—সেই চিরস্মরণীয় পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুরচিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক্ সে ছার খার,
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, ভক্তির সংযোগেই জীবের স্বধর্ম্ম বা যথার্থ জীবত্বের প্রকাশ হয়, এবং তৎসম্বন্ধেই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই সার্থকতাকে বরণ করে—নচেৎ যেমন সমস্তই ব্যর্থ, সেইরূপ ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত হইলেই সকল কর্ম্ম শুদ্ধ হয়, এবং জ্ঞান, যোগ, তপাদি সকল সাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে—নচেৎ সমস্তই মৃত ও জড়তুল্য অসার ও অশ্রদ্ধেয়। মৃতের পক্ষে যেমন কোনও পথ্যাদি সেবনের প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ মায়াহত বা চিরমৃত জীবের পক্ষে, যাহার সংযোগ ব্যতীত সঞ্জীবিত হইবার উপায়ান্তর নাই,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধনভক্তি রূপ সুপথ্য বা অমৃত সেবনের প্রথম প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে,—অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মায়াহত জীবের পক্ষে ভক্তি সেবনের প্রথম উন্মুখতার উপায় অনুসন্ধান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিধেয়-প্রকরণ

নিরতিশয় দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন বাক্‌শক্তিহীন আহত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছুই চাহিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, উপযুক্ত পথ্যাদি-প্রয়োগে তাহাকে সবল ও সুস্থ করিয়া তুলিবার আশায় তৎসমীপে অপেক্ষা করিয়া থাকার সেই পর্য্যন্তই সার্থকতা আছে, —যে পর্য্যন্ত তাহাতে জীবনী-শক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ – পথ্যাদি সেবনের কিঞ্চিৎ উন্মুখতা পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু মৃতের পক্ষে পথ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে কোনও উন্মুখতা বা চেষ্টাশীল হইবার আর কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অতিশয় স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-বন্ধুগণও তদবস্থায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন,—ইহাই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়।

"আহত" ও "হত" উভয়ের পার্থক্য।

জীবের জীবত্ব অনাদিকাল হইতে মায়া কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, জীবত্বহীন জীবমাত্রেই বাস্তবিকপক্ষে মৃত ; সুতরাং মৃতের পক্ষে স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা —সাধনভক্তিরূপ নির্গুণ পথ্যাদি সেবনের জন্য স্বাভাবিক উন্মুখতা সম্ভবপর নহে ; অতএব কিঞ্চিন্মাত্রও সেবোন্মুখ হইলে, স্বপ্রকাশ "সাধন-ভক্তি" কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে স্বয়ং আবির্ভূতা হইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্পা হইলেও, "মায়াহত" জীবের পক্ষে ভক্তিদেবীর এতাদৃশী মহতী কৃপাকে বরণ করিয়া লইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ; যে হেতু মায়ামৃত জীবের পক্ষে শবাসনের শবের ন্যায় অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার প্রকাশ সম্ভবপর হইলেও, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাধন-ভক্তি সেবনে উন্মুখতারূপ স্বাভাবিক জীবন-লক্ষণের স্বতঃ প্রবৃত্তি অসম্ভব।

ভক্তি-সেবোন্মুখতা শূন্য মায়ামৃত জীব সম্পূর্ণ পরিহার যোগ্য হইলেও, ভগবৎ কৃপা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপে মায়াহত জীবের দুর্দ্দৈবসীমা এস্থলে শ্রীভগবানের কৃপার সীমাকে অতিক্রম করিলেও, সেই দয়াময়ের দয়ার সীমাও অনন্ত! তাই যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশার অপেক্ষা না করিয়া, স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-পরিজনও তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকে,—মায়াহত জীবমাত্রেই যথার্থরূপে তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, জীবের প্রতি ভগবৎকরুণা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ ও কৃপার ন্যায় এখানেই অবসান প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি মায়ামৃত জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মৃতের প্রতি তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণের ব্যবহারের মতই জীবকে চির-পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; কিন্তু স্বপদভ্রষ্ট জীবের এই শোচনীয় দুর্গতির সীমা অপরিসীম হইলেও, তদীয় অনন্ত করুণার কিরণ জালে—জীবের সেই দুর্দ্দৈবের অপার অন্ধকার রাশিকেও অতিক্রম পূর্ব্বক, স্বীয় কৃপা-বেষ্টন মধ্যে পুনরায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। মায়া কর্ত্তৃক জীবকে নিহত দেখিয়াও শ্রীভগবান্ নিরস্ত হয়েন নাই; তিনি "মৃতসঞ্জীবনী" প্রয়োগে মায়ামৃত জীবকে সঞ্জীবিত করিয়া, "সাধন-ভক্তি" সেবনে তাহার উন্মুখতা আনয়ন পূর্ব্বক, নির্গুণা সাধন-ভক্তি পথ্যের পরিণতাবস্থা যাহা,—যথাক্রমে সেই "প্রেম-ভক্তি" বা ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসার উদয় করাইয়া, মৃত জীবকে এইরূপে অমৃতত্ব প্রদানের সহিত আত্মবরণ করিতেছেন।

মহৎ-কৃপারূপ মৃত-সঞ্জীবনী প্রয়োগে মায়াহত জীবে প্রথম জীবত্বের প্রকাশ।

মৃতকে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে "মৃতসঞ্জীবনী" প্রয়োগের কথা লৌকিক-জগতে শ্রুতিগোচর হইলেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; এবং কদাচিৎ বা পরিদৃষ্ট হইলেও সে জীবন-লক্ষণ স্বাভাবিক জীবন না হওয়ায়, সেই মৃতসঞ্জীবনীও যথার্থ নহে। উহাতে মৃতেরই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার সাময়িক পুনরাবির্ভাব হয় মাত্র; কিন্তু যাহার প্রয়োগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ হয়, যাহার সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব অফুরন্ত—অনন্ত মধুময় জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই যথার্থ ও অব্যর্থ মৃতসঞ্জীবনীর অপর নাম "মহৎ-কৃপা" !

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে মহৎ-কৃপার লেশমাত্রও সংযোগ ঘটিলে তাহার পর হইতে সেই জীবের স্বাভাবিক জীবনধারা প্রবাহিত হইতে থাকে ; জীবত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে "সাধন-ভক্তি" সেবনের জন্য জীব-হৃদয়ে যে উন্মুখতা—যে চেষ্টাশীলতার বিকাশ হয়, জীবাত্মার সেই স্বাভাবিক সজীবতার অপর নাম "পুরুষকার"। ধন, ধান্য, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাদি সগুণ বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবগণের যে উৎসাহ—যে কর্ম্মতৎপরতা, তাহা নির্গুণ জৈবধর্ম্মের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া, সেই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতাই ব্যবহার জগতে "পুরুষকার" নামে কথিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে উহা কথনই "পুরুষকার" পদবাচ্য হইতে পারে না ; যে হেতু "পুর্ষু শেতে য ইতি পুরুষঃ"—অর্থাৎ যিনি স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহরূপ পুরসকল-মধ্যে শায়িত থাকেন—অবস্থান করেন, তাঁহার নাম "পুরুষঃ" ; সুতরাং দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মাই পুরুষ-পদবাচ্য। আবার সেই "পুরুষস্য কৃতিঃ" অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়া বা চেষ্টা যাহা, তাহারই নাম "পুরুষকার"। আত্মাই পুরুষ ; অতএব নির্গুণ আত্মার নির্গুণ বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা,—উহাও নির্গুণ বলিয়া আত্মার সেই স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতাই যথার্থ "পুরুষকার"। সগুণ বা জড়ীয় বিষয়ের নিমিত্ত অবিদ্যা বা জড়তায় অভিভূত আত্মার যে অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা, তাহা সগুণ বা জড় বলিয়া, ভগবৎসম্বন্ধ বর্জ্জিত সেই সকল চেষ্টাশীলতাকে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির আস্ফালন বা জড়ত্ব ভিন্ন, "পুরুষকার" নামে অভিহিত করা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না। অবিদ্যা কর্ত্তৃক দেহাত্মাবোধরূপ

"সাধন-ভক্তি" সেবন-সামর্থ্যই জীবের প্রকৃষ্ট "পুরুষকার"।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মূলে ভুল" উপস্থিত হওয়ায় আমাদের অস্বাভাবিক জীবন-প্রবাহের আগা গোড়া সমস্তই ভ্রমময় করিয়া তুলিয়াছে।

"মহৎ-কৃপা" রূপ মৃতসঞ্জীবনীর অমোঘ স্পর্শলাভের পর হইতে জীবের যথার্থ জীবন-স্পন্দনের আরম্ভ হয়, এবং তাহারই ফলে মায়ামৃত—হতবল জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতা সম্ভব হয়। ভক্তি-সেবো-ন্মুখতারূপ জীবের যথার্থ পুরুষকার জাগ্রত হইলেই, তখন কৃত-সঙ্কল্পা ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় স্বয়ংই জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধনরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই প্রকারে নির্গুণ ভক্তি-সুধা অনুসেবন দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীভগবৎসেবা প্রাপ্তির পূর্ণ লালসা বা প্রেমোদয়ে জীবের পক্ষে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা "মহামিলন" সংঘটিত হইয়া থাকে। একমাত্র মহৎকৃপাকেই ভক্তি-সেবনোন্মুখতার বা ভগবদনুশীলনের মূল কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।"—(শ্রীচরিতামৃতে)।

"মহৎ-কৃপা" ভক্তি-সেবনোন্মুখতার মূল কারণ।

ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান লাভ যে, কেবল মহৎ কৃপা হইতে আবির্ভূতা ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না, রাজা রহূগণের প্রতি মহানুভব ভরত কর্ত্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা ;
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥

(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ অহে রহূগণ! সেই ভগবৎ-সংজ্ঞক তত্ত্ব, মহৎগণের চরণরজা-ভিষেক অর্থাৎ মহৎ-কৃপা ব্যতীত অপর তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি সংবিভাগ, গৃহস্থধর্ম্ম, পরোপকার কিম্বা বেদাভ্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপসনা,—কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর সংযোগ ব্যতীত মায়ামৃত জীবের পক্ষে অপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন প্রকারে স্ব-প্রকাশ ও সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীর পদরজও স্পর্শ করিবার পক্ষে কোনও চেষ্টাশক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। যেখানেই শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নির্গুণ ভক্ত্যঙ্গের কোনও সংযোগ পরিদৃষ্ট হইবে, তাহার মূলে বর্ত্তমান বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে কোন ভাবে হউক, মহৎকৃপা—ভক্তকৃপা সঞ্চারের সুসংবাদ অবশ্যই নিহিত আছে জানিতে হইবে।

যে জীবের ভাগ্যে কণমাত্রও মহৎ-কৃপামৃতের সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছে, তৎকালে মর্ত্ত্য বা মরলোকের মৃতস্তূপের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলেও সেই জীব, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আর মৃতের মধ্যে গণ্য নহে; তাহার যথার্থ জীবন-নিশ্বাস তৎকালে যতই অল্পাকারে প্রবাহিত হউক,—সেই জীবকে সঞ্জীবিত বলিয়াই জানিতে হইবে। বড়শী-বিদ্ধ ও মুক্ত মীন, একই জলাশয়ে—একই প্রকারে অবস্থান করিলেও বড়শীবিদ্ধ মৎস্যকে যেমন শীঘ্র বা বিলম্বে হউক্ জলাশয় হইতে উঠিতেই হইবে;—পরিজন দ্বারা সংবৃত হইয়া অপরাপর মুক্তমীনের মত তৎকালে জল মধ্যে বিচরণশীল হইলেও তাহাকে যেমন ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ যে জীব মহৎকৃপা রূপ বড়শী দ্বারা একবার সংবিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে তাহাকে ভব-জলাশয়ে অপর সাধারণ জীবের মত একই প্রকারে অবস্থিত দেখা যাইলেও, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক্, সংসার পাথার হইতে তাহার উদ্ধার লাভ অনিবার্য্য। মহৎ-কৃপা-বিমুক্ত জীবের সহিত আপাততঃ তাহার আচরণ ও বিচরণ প্রায় একই প্রকারের লক্ষিত হইলেও, মহৎ-কৃপাবিদ্ধ সেই জীবকে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে। তাই মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শলাভ ব্যতীত যাহা অন্য কোনও কারণ হইতে সঞ্জাত হয় না,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা সাধন-ভক্তি সেবনের সামর্থ্য যেখানে যে কোন ভাবে পরিলক্ষিত হইবে, তৎকালে তাহার সংসারপাশ

'মহৎ-কৃপা সংযোগের অব্যর্থতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিমুক্তির কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও, যথাকালে ও যথাক্রমে সেই জীবের ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি অনিবার্য্য জানিয়া ও তাহার সেই অনাগত সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া শাস্ত্র, সেরূপ জীবকেও বার বার সম্মান প্রদান করিতে বিরত হয়েন নাই ;—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্নন্তি নাম যে ।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে)

অর্থাৎ পরিহাস ও উপহাসাদিতেও যাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীভগবন্নাম স্ফুরিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার।

মহৎকৃপা-স্নাত জীবের, জড়স্তূপের অভ্যন্তর হইতে বিমুক্ত হইয়া চিদানন্দের চির-জ্যোৎস্না-শীতল স্বদেশের দিকে অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য যে ক্রমিক অভিযান,—তাহার গতি কেবল "অপরাধ" ভিন্ন অপর কোনও বিরুদ্ধ শক্তি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইতে পারে না।

ভক্তিপথে 'অপরাধের, শ্রেষ্ঠতম অনর্থকারিতা।

"আরাধনা" যাহা হইতে "অপগত" হয়—দূরীভূত হয়, তাহাই "অপরাধ"। ভজন বিষয়ে শিথিলতা বা এক কথায় ভজন-শৈথিল্যই অপরাধের বিষময় ফল। "সেবাপরাধ" ও "নামাপরাধ" ভেদে উক্ত অপরাধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ হইলেও তন্মধ্যে নামাপরাধই সাধনভক্তি-সেবনে উন্মুখতার পক্ষে—প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের পক্ষে সর্ব্বাধিক অনর্থকর। নামাপরাধ সকলের মধ্যে আবার মহতের নিকট—বৈষ্ণবের নিকট—ভক্তের নিকট অপরাধই ভজনপথের প্রধানতম অনর্থ বলিয়া, উহার অপর নাম "মহদপরাধ"। অপরাধের সারমর্ম্ম এই যে, ভক্তি ও ভক্তজনের সম্বন্ধে নিন্দা, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাদি হইতে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাদের গৌরব ও সম্মান সর্ব্ববিষয়ে যথাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভজনে যে প্রবৃত্তি,—তদ্বিষয়ে পুরুষকারের শৈথিল্য জনিত অক্ষমতাই অপরাধ-লক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংসার-সর্পাক্রান্ত জীব, যে ভক্তি-কল্পলতামূল অবলম্বনে তাহার ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়া সম্পূর্ণ ভয়রহিত ও পরমানন্দিত হইবে, অসতর্কতা নিবন্ধন সেই আশ্রয়লতা মূলে নিজেই "অপরাধ" রূপ কুঠারাঘাত করিলে তাহাতে যে কি পরিমাণ অনর্থপাতের সম্ভাবনা, স্থিরভাবে চিন্তা দ্বারাই তাহা অনুভব করিবার বিষয়। যে জীবের সহিত কোনও প্রকার ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগ দেখা যাইবে, তাহারই মূলে মহৎকৃপার বিদ্যমানতা যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি মহৎকৃপা সংযোগের পরক্ষণ হইতে প্রেমোদয়ের দিকে ক্রমিক অগ্রগতির যদি কোনও প্রবল প্রতিরোধ অনুভূত হয়, তাহা হইলেও সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে, ভক্তি-লতিকা কুঞ্জে "মহদপরাধ" রূপ মত্ত কুঞ্জরের অবশ্যই প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে। ভক্তি-লতাকুঞ্জের পক্ষে অপরাধ মাত্রেই কুঞ্জর সদৃশ অনর্থকর; তন্মধ্যে মহদপরাধ আবার মত্ত-কুঞ্জর সদৃশ ভয়াবহ!

পাতালপুরীর নিদ্রিতা কুমারীর জাগরণের ন্যায় মায়া-নিদ্রাচ্ছন্ন জীবাত্মার জাগরণ-ক্রম।

মায়াবিনীর রূপার কাঠির স্পর্শে, পাতাল পুরীর নিদ্রিতা কুমারী যেমন তদন্বেষণপর রাজকুমার কর্ত্তৃক সোনার কাঠির স্পর্শে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসে;—পরে কর পল্লবে নয়ন মার্জ্জন পূর্ব্বক, ঘুমঘোর কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে, রাজকুমারের অনুপম মাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা কুমারী যেমন তদীয় রাতুলচরণে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ মহা-"মায়া"-বিনীর "অবিদ্যা" নামক রূপার কাঠির স্পর্শে "সংসার" মায়াপুরে চেতনাহত জীব, তদন্বেষণ-পর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক "মহৎ-কৃপা" রূপ সোনার কাঠির সংস্পর্শে সচেতন হইয়া, "পুরুষকার" বা আত্মশক্তিরূপ উত্থান লাভ করে; অতঃপর "সাধন-ভক্তি" পাণিতলে চিত্তরূপ নয়ন-মার্জ্জন পূর্ব্বক, "অনর্থ-ঘোর" কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীব্রজরাজ-কুমারের অনুপম মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তদীয় চিরশান্তি-শীতল চরণকমলে আত্মবরণ পূর্ব্বক জীবত্বের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ণ-সার্থকতা লাভে সমর্থ হয়। ভক্তত্বই জীবের জীবন-যজ্ঞের পূর্ণতম সার্থকতা।

স্বয়ম্ভবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ বলিয়া, ভগবৎকৃপা হইতেই জগতে মহৎ-কৃপামৃতের সমুদ্ভব হইলেও, ভগবান্, ভক্তি ও ভক্তজনের একান্তরতা বশতঃ (" তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ") এবং স্বতন্ত্র ভগবানেরও ভক্তি ও ভক্তপরতন্ত্রতা নিবন্ধন ("ভক্তিবশঃ পুরুষো") ("অহং ভক্তপরাধীনো") ভক্তিকৃপা ও ভক্তকৃপাকেও স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তিদেবী স্বতন্ত্র ভাবে জীবকে কৃপা করিতে উদ্যত হইলেও, তৎকালে মায়াহত জীবের তৎসেবনে উন্মুখতার অভাব বশতঃ, ভক্তকৃপা বা মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব সঞ্জীবিত হইলে, তদনন্তর ভক্তি-পথ্য সেবনে সমর্থ হয়; অতএব ভগবৎকৃপা-বাহনরূপ ও স্বতন্ত্র সাধুগণের কৃপাকেই ভগবদ্ভক্তির "জন্মমূল" বলিয়া জানিতে হইবে।

মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে মায়াতে জীবের জীবত্ব ও তৎসহ প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলে, কেবল সেই জীবের পক্ষেই নির্গুণা সাধন-ভক্তি সেবনের উন্মুখতা বা চেষ্টাশীলতা সম্ভব হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে উহা সম্ভব হয় না। সাধন-ভক্তি'র অনুসেবন দ্বারা জীবের অন্তরে "সাধ্যভক্তি" বা প্রেমের উদয় হইলে তখনই শ্রীভগবৎসেবাপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসা জাগ্রত হয়, এবং সেই প্রেমের আলোকেই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার সংসিদ্ধ হইয়া, জীবের জীবত্ব পূর্ণ সার্থকতাকে বরণ পূর্ব্বক চিরকৃতার্থ হইয়া যায়। একই পূর্ণেন্দু যেমন মেঘজালে আবৃত, কিয়দাবৃত ও অনাবৃত অবস্থাভেদে ত্রিবিধ প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই নির্গুণা ভক্তি, জীবহৃদয়ে স্ফুরিত হইবার

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে একই নির্গুণা ভক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর, চিত্তের অমার্জ্জিত, মার্জ্জিত ও পরিমার্জ্জিত অবস্থাত্রয় ভেদে "সাধনভক্তি", "ভাবভক্তি" ও "প্রেমভক্তি" রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ;—

"সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

একই চিদানন্দিনী শক্তির পরমসাররূপা ও নিত্যসিদ্ধা ভক্তি, প্রধানতঃ উক্ত ত্রিবিধাকারে প্রকাশিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা ভক্তির বিকার বা পরিবর্ত্তন নহে ; পৃথিবীর গতির পরিবর্ত্তনে যেমন সূর্য্যেরই পরিবর্ত্তন এবং উহা যথাক্রমে বালারুণ, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ও সন্ধ্যার রক্তরবির রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের জড়ত্ব হইতে ভক্তত্বের ক্রমবিকাশ অনুসারেই ভক্তির বিকাশভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র ; অতএব ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বের হানি হয় না।

জীবের জড়ত্ব হইতে ভক্তত্বের ক্রম বিকাশভেদে, ভক্তির বিকাশভেদ লক্ষিত হইবার কারণ।

একই নির্গুণা ভক্তি, প্রথমে সাধন রূপে জীবের সেবনীয়া হইবার জন্য প্রধানতঃ নববিধ লক্ষণে প্রকাশিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোকে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কর্ত্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রতি, এই নব-লক্ষণা সাধন ভক্তির কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—

নব-লক্ষণা সাধন-ভক্তি।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, পুরুষ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাহাকে "নব লক্ষণা ভক্তি" কহে।

নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব।

সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধনভক্তি-সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম একত্র চয়ন করিয়া, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুসারে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপে চারি ছত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অপর ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে প্রথমে সহজ-গ্রাহ্য হইয়া, সত্বর চিত্তমার্জ্জন পূর্ব্বক নববিধ ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ করেন বলিয়া, তাহার মধ্যে নামাশ্রয় —নামকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে;—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

তাৎপর্য্য,—ভজনের মধ্যে নববিধ সাধনভক্তিই শ্রেষ্ঠ; কৃষ্ণ-প্রেমোদয় করাইয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে এই সাধনভক্তি মহাশক্তি ধারণ করেন। এতাদৃশী সাধন-ভক্তি সকলের মধ্যে শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরূপ মহা-সম্পদের অধিকার সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নব-লক্ষণা ভক্তির অন্তর্গত "শ্রবণ", "কীর্ত্তন" ও "স্মরণ" এই ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণাদির ন্যায়, তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনামেরও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ অনুশীলন, উক্ত সাধন-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়া, নববিধা সাধন-ভক্তির সহিত একই উচ্চ আসনে—একই উচ্চ সম্মানে সাধন-জগতে সম্পূজিত হইতেছিলেন; কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতম প্রচারক ও জনক—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-ভগবান্, সেই নামকীর্ত্তন—নামাশ্রয়কে নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার বিশেষত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রদানপূর্ব্বক, তাহা সর্ব্বোচ্চ আসনোপরি সংস্থাপিত করিয়া, অতি সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রচার করিলেন,—

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।"

নিখিল সাধনভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ই যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তিনি শুধু এই কথাই প্রচার করিলেন তাহা নহে,—কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি কলি-কবলিত জগৎকে ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে,—

"নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥"

অর্থাৎ কেবল নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতেই যথাক্রমে ও যথাকালে পূর্ণরূপে নববিধ "ভক্ত্যঙ্গ" ও "সাধনাঙ্গ" সকল সমুদিত হইয়া থাকেন। রাজা গমন করিলে যেমন রাজ আমাত্যগণও আপনিই তাঁহার অনুগমন করেন, তেমনি নামাশ্রয়রূপ সাধন-ভক্তির আবির্ভাবে অপর ভজনাঙ্গ সকল যথাক্রমে ও যথাকালে সাধকের ইন্দ্রিয় দ্বারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

প্রেমোদয়ের পক্ষে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের সকল অঙ্গেরই সমতা।

উক্ত নবলক্ষণা ভক্তির যে কোনও একটি অথবা একাধিক অঙ্গ, মহৎকৃপা-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে প্রথমে সামান্যাকারে গৃহীত হইয়া, উহাই যথাকালে ও যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমাবস্থার উদয় করাইয়া থাকেন;—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥ (শ্রীচরিতামৃতে)

নবলক্ষণা ভক্তির সকল অঙ্গই যে যথাক্রমে প্রেমোদয়ের পক্ষে সমান শক্তিসম্পন্ন, শ্রীচরিতামৃতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত ভক্তবাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণ করিয়া, শুকদেব কীর্ত্তন করিয়া, প্রহ্লাদ স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবী তদীয় চরণ-কমলের সেবা করিয়া, পৃথু তাঁহার অর্চ্চন করিয়া অক্রূর তাঁহার বন্দনা করিয়া, কপিরাজ তাঁহার দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, এবং সর্ব্বস্বের সহিত আত্মাকে নিবেদন করিয়া বলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেমন মূল হইতে কাণ্ড ও কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখাদির উদ্গম হইয়া পরিশেষে পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয়, তেমনি মহৎকৃপারূপ ভক্তিমূল হইতে নবলক্ষণা ভক্তিলতার উদয় হইয়া, তাহা ক্রমশঃ "শ্রদ্ধা" ও "সাধুসঙ্গ" নামক সোপানদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক "ভজনক্রিয়া" রূপ তৃতীয় স্তরে সমারূঢ় হইলে, ঠিক তৎ-প্রারম্ভ হইতেই "সাধনাঙ্গ" রূপ বহু শাখা প্রশাখাদি দ্বারা উহা ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া, যথাকালে অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত "নিষ্ঠা" "রুচি" ও "আসক্তি" স্তর অতিক্রম পূর্ব্বক, "ভাবভক্তি" ও পরিশেষে "প্রেমভক্তি" রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নবধা "ভক্ত্যঙ্গ" হইতে তৃতীয় স্তরে তৎশাখাদিস্বরূপ যে "সাধনাঙ্গের" উদ্গম হয়, তাহা বহুবিধ হইলেও, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে উহা "শ্রীগুরুপাদাশ্রয়" আদি করিয়া প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে *। সংখ্যা রহিত

"ভক্ত্যঙ্গ" হইতে "ভজনক্রিয়া" নামক সাধনার তৃতীয় স্তরে "সাধনাঙ্গ" সকলের প্রকাশ।

* চতুঃষষ্টি 'সাধনাঙ্গ' বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ২য় লহরী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধনাঙ্গকে চতুঃষষ্টি সংখ্যায় সংখ্যাত করিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন ;—

"বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহু ত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু 'সাধনাঙ্গ' সার ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধনভক্তির নববিধ "ভক্ত্যঙ্গ" হইতে কালে যে "সাধনাঙ্গ" সকলের উদ্গম হয়, তাহা বিবিধাঙ্গে বহু বিস্তার লাভ করিলেও সেই "সাধনাঙ্গ" সকলের মধ্যে সার বা প্রধান অঙ্গ সকল যাহা, তাহারই কিছু (৬৪ প্রকার অঙ্গ) সংক্ষেপে কহিতেছি।

মহৎকৃপা-রূপ ভক্তিমূল হইতে প্রেমরূপ ফলের ক্রমিক অভ্যুদয় প্রণালী নিম্নোক্ত প্রকার হইয়া থাকে ;—

একই অখণ্ডিতা ও চিদানন্দময়ী ভক্তি, "সাধন ভক্তি" "ভাব-ভক্তি" ও "প্রেম-ভক্তি" ভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ। সাধন-ভক্তির পর ভাব-ভক্তি হইতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। অহৈতুকী মহৎ-কৃপাপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে, প্রথমে সাধনভক্তি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি আবার "ভক্ত্যঙ্গ" ও "সাধনাঙ্গ" ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপে ভক্ত্যঙ্গও আবার নববিধ। মহৎকৃপা সঞ্চারিত জীবের পক্ষে প্রথমে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একাধিক অঙ্গের গ্রহণ-উন্মুখতা লাভ হইলে, তৎসেবনকালে জীবের নিকট উহা প্রথমে সামান্যা-কারে—অনিষ্ঠিতভাবে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। [যাহা বিশেষ নিয়মাদি বা সঙ্কল্পাদি দ্বারা প্রকৃষ্ট-ভজনরূপে অনুষ্ঠিত নহে, এবং যাহা যদৃচ্ছাক্রমে আচরিত, তাহাকেই "সামান্যাকার" ও তদ্বিপরীত যাহা, তাহাকেই "বিশেষাকার" নামে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।]

"মহৎ-কৃপা" রূপ মূল হইতে "প্রেম" রূপ ফলোদয়ে ভক্তি-লতার ক্রমিক অভিব্যক্তি-প্রণালী।

সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ "ভক্ত্যঙ্গের" এক বা একাধিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অঙ্গের সেবন করিতে করিতে, উহা সাধন-স্তরের "শ্রদ্ধা" নামক প্রথম সোপানারূঢ় হইলে, তদবস্থায় সেই জীবের পক্ষে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভজনাদি নিখিল পরমার্থ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে থাকে; তদনন্তর "সাধুসঙ্গ" নামক দ্বিতীয় ভূমিকায় সমাগত জীব, সাধু-ভক্তগণের অনুসন্ধান পূর্ব্বক, তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিয়া ও তাঁহাদিগের সঙ্গ, সেবা ও সদুপদেশাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় প্রকৃষ্ট ভজনে অভিলাষযুক্ত হয়েন। মহৎ-কৃপা লাভের পর হইতে "সাধুসঙ্গ" নামক সাধনার দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত এই সীমায় অবস্থিত জীবকে "প্রবৃত্ত-ভক্ত" নামে নির্দ্দেশ করা যায়। অতঃপর "ভজনক্রিয়া" নামক সাধনার তৃতীয় সোপান। এই স্তর প্রাপ্ত হইলে ভক্তিদেবী কৃপা পূর্ব্বক সেই জীবের নিকট "সাধনাঙ্গ" রূপে নিজেকে বিস্তারিত করেন। এই স্তরে সমাগত হইবার পর হইতে প্রকৃষ্ট ভজন-সাধনের আরম্ভ হয় বলিয়াই ইহাকে "ভজনক্রিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। "শ্রীগুরুপাদাশ্রয়" হইতে চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের প্রথম দশটি অঙ্গ, তৃতীয় স্তরে সমারূঢ় জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভজনের প্রারম্ভ-স্বরূপ উদিত হয়েন। অতঃপর সমষ্টিরূপে অবশিষ্ট সাধনাঙ্গ বা তাহার প্রধান প্রধান অঙ্গ সকলের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন. বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন, এই নবাঙ্গ, তখন "সামান্যাকার" হইতে "বিশেষাকার" প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাও তৎকালে সাধনাঙ্গের অন্তর্ভূত হইয়া যায়; সুতরাং তদবস্থায় এই নববিধ ভক্তি আর সামান্যাকারে থাকেন না; এই অবস্থায় কেবল "সাধনাঙ্গের" প্রকাশ হওয়ায়, সমুদয় সাধনাঙ্গই বিশেষাকারে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, এবং সেই প্রকৃষ্ট ভজন হইতেই 'অনর্থ-নিবৃত্তির' সহিত যথাক্রমে "নিষ্ঠা" "রুচি" "আসক্তি" ও "ভাব" নামক স্তর-চতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। "ভজনক্রিয়া" নামক তৃতীয় স্তর হইতে "ভাব" নামক ষষ্ঠ স্তরের অন্তর্গত জীবকে "সাধক-ভক্ত" নামে নির্দ্দেশ করা হয়। "ভাব" স্তরারূঢ় ভক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামই 'ভাব-ভক্তি' ; ইহা সাধন-ভক্তির পরিণতাবস্থা। এই স্তরে সমারূঢ় সাধক-ভক্তের পক্ষে ভক্তিদেবী ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে প্রীতি,—এই অনুভাব-সকল উদয় করাইয়া, তদনন্তর "প্রেম"নামক পঞ্চম-পুরুষার্থরূপে সেই জীবহৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। প্রেমভক্তি সংপ্রাপ্ত জীবকেই "সিদ্ধভক্ত" বলা হয়। মহৎ-কৃপা রূপ মূল হইতে ভাবরূপ ফুল ও প্রেমরূপ ফল-সম্বলিত ভক্তি-লতার ইহাই সংক্ষিপ্ত বিকাশক্রম।

নির্গুণা-ভক্তির অপর বিভেদ।

উক্ত ভক্তি-লতিকা আবার "রাগভক্তি" ও "বৈধী-ভক্তি" ভেদে দ্বিবিধ লক্ষণান্বিতা, এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ ভাবযুক্তা হয়েন। শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদিতে লোভ-প্রবর্ত্তিতা ভক্তিকে "রাগভক্তি" ও "শ্রীভগবদ্ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য" ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্র-শাসন-প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে "বৈধী-ভক্তি" বলা হয়। যে ভগবদ্ভক্তি কেবল শ্রীভগবৎসেবা-বাসনা ব্যতীত, ভোগ অথবা মোক্ষাদি বাসনা দ্বারা স্পৃষ্টা নহেন, এবং যাহা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান-সাধনাঙ্গের দ্বারা মিশ্রিতা নহেন, তাঁহাকেই শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি কহে। সম্পূর্ণ গুণ-সম্বন্ধশূন্যা বলিয়া শুদ্ধাভক্তির অপর নাম নির্গুণা ভক্তি ; সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার ও তৎসেবনই যাহার মুখ্যফল।

'সগুণা-ভক্তি' ও সগুণা ভক্তির প্রকার ভেদ।

উক্ত ভক্তিই আবার সত্ত্বাদিগুণ-সম্বন্ধযুক্তা হইলে, তাহাকে সগুণা-ভক্তি কহে। সগুণা-ভক্তি সকামা ও নিষ্কামা ভেদে দ্বিবিধ। সকামাভক্তি তামস অথবা রাজস হইয়া থাকে ; আর্ত্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি ইহার অধিকারী এবং পার্থিব বা স্বর্গাদি সুখভোগ ইহার ফল। সকামাভক্তি সাত্ত্বিকী হইলে, উহা ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে মোক্ষবাসনাযুক্ত হওয়ায়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন উহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়; মুমুক্ষুগণই উহার অধিকারী। মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কাম ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান অথবা যোগ দ্বারা মিশ্রিতা হইলে উহা যথাক্রমে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি ও যোগ-মিশ্রা-ভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল—চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সহিত সদ্যোমুক্তি, এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল—পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি বাঞ্ছাদির সংযোগে এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনাঙ্গের সংমিশ্রণে-একই ভক্তির বিভিন্ন প্রকার তারতম্য হইলেও,—মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী—রাগাত্মিকা—মধুরভাবযুক্তা—ব্রজরামাগণের অনুসারিণী শুদ্ধাভক্তিই সর্ব্বভক্তি-সার ও সর্ব্বভক্তি-শিরোমণি। নিখিল ভক্তি-ধারার ইহাই মূল-উৎস স্বরূপিণী। পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-মহাপ্রভু হইতে এই সমুন্নত উজ্জ্বল-রসাত্মিকা প্রেমভক্তি, প্রতিকল্পে একবার করিয়া জগতের উপর বিপুলভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে।

যে ভক্ত যাদৃশী ভক্তির অধিকারী, তৎ-সঞ্চারিত কৃপা হইতে তাদৃশী ভক্তির উদয়।

যে ভক্ত যাদৃশী ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, সেই ভক্তকর্ত্তৃক কৃপা-সঞ্চারিত জীব-হৃদয়েও তাদৃশী ভক্তিরই বিকাশ হইয়া থাকে। পুনরায় যদি সেই জীবের প্রতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তির অধিকারী—এমন কোনও ভক্ত কর্ত্তৃক কৃপা সঞ্চারিত হয়, তবে আবার সেই জীবেই পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তির উদয় সম্ভব হইতে পারে ইহাই জানিতে হইবে।

নবলক্ষণা ভক্তির এক বা একাধিক অঙ্গ প্রথমতঃ সামান্যাকারে অনুশীলন দ্বারা, তাহা হইতে যথাকালে বিবিধ সাধনাঙ্গ প্রকাশ পাইয়া, অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত নিষ্ঠাদি ক্রমে একই প্রকারে কিরূপে ভাব-পুষ্প ও প্রেম-ফলের অভ্যুদয় ঘটে, তাহার সংক্ষিপ্ত প্রণালী প্রদর্শিত হইল। ইহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের সকল অঙ্গেরই প্রেমোদয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সামর্থ্য একই প্রকার ও প্রেমোদয় ক্রম একই রূপ ইহাই স্থিরীকৃত হইলেও, একই শ্রেষ্ঠতম আসনোপরি সংস্থাপিত নববিধ ভক্তির মধ্যে আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া যখন এই কলিঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জগতে, স্বয়ং কলিপাবনাবতার—বেদময় পুরুষ শ্রীশ্রীগৌরহরি কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে তখন অতঃপর আমাদিগকে আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, নববিধ ভক্তির শ্রেষ্ঠতম আসনেরও উপর, আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কোনও এক বিশেষ গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ কি হইতে পারে।

নববিধ সাধন-ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্বের হেতু অনুসন্ধান।

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা বশতঃ ("অভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ") আনুকূল্যে নামীর অনুশীলনের ন্যায়, আনুকূল্যে তন্নামের অনুশীলনও সেই একই ভগবদনুশীলন—কৃষ্ণানুশীলন-রূপ ভক্তি হইলেও, একই শ্রীভগবৎ স্বরূপের "নামী" রূপে প্রকাশ হইতে "নাম" রূপে প্রকাশে কৃপাধিক্যের কথা শাস্ত্রে স্পষ্টই কীর্ত্তিত হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, নামী হইতে নামের এই বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়;—

শ্রীভগবানে ও শ্রীভগবন্নামে অভিন্ন হইয়াও নামী-স্বরূপ হইতে নাম-স্বরূপে কৃপাধিক্য।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ (পদ্ম পুরাণে)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ বা পাপাচরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে। আবার যে নরাধম এমন শ্রীহরির নিকট (অর্থাৎ নামীর নিকট) অপরাধী হয়, যদি সেই ব্যক্তি কখন নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নামপ্রভাবে ভগবদপরাধ হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। নাম সর্ব্বমঙ্গলময়—সর্ব্বোপকারক; অতএব এতাদৃশ নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে নিশ্চয়ই যে অধঃপতিত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও, কৃপার আধিক্যে নামী হইতেও যে নামের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, তদ্বিষয়ক শাস্ত্রমর্ম্ম আমাদিগকে সুবিদিত করাইবার জন্য জীব-হিতৈকব্রত শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকে লিখিয়াছেন,—

বাচ্যং বাচকমিত্যুনেতি ভবতোনাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাত্তবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপিহি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥

অর্থাৎ হে নামন্! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যাত্মক শ্রীবিগ্রহ (অর্থাৎ নামী) এবং বাচক অর্থাৎ "কৃষ্ণ" "গোবিন্দ" "রাম" ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাম,—আপনার এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু আমরা ভদ্রীয় বাচ্য-স্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকেই অধিক করুণ বলিয়া বিবেচনা করি; যে হেতু জীব, বাচ্য বা নামীর নিকট কৃতাপরাধ হইয়া বাচক বা নাম-স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ মাত্রেই নিরপরাধ হইয়া নিত্যানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—নামীর নিকট কৃতাপরাধ ব্যক্তি নামীর আশ্রয়ে সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু তদবস্থায় নামের আশ্রয় লইলে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে; অতএব নামী অপেক্ষা নাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য স্পষ্টই

সেবাপরাধ, সেবা দ্বারা খণ্ডন হয় না—কিন্তু সেবাপরাধ নাম দ্বারা এবং নামাপরাধও নাম দ্বারাই খণ্ডিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার এতাদৃশ পরমকারুণিক নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে, যদিও সে ব্যক্তির পক্ষে অধঃপতিত হওয়া ভিন্ন অপর কেহই রক্ষক বা তন্নিবারক নাই, উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, —তথাপি সেই জীবকে অনন্যোপায় জানিয়া, অনন্ত কৃপালু "নামই" তাহার গতি বিধান করিয়া থাকেন ;—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ (পদ্ম পুরাণে)

অর্থাৎ যাহারা নামাপরাধে অপরাধী, নাম সকলই তাহাদের সেই অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে অবিশ্রান্ত নাম-কীর্ত্তনে সকল প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নাম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অনুসারে যখন স্পষ্টই শ্রীনামী হইতে শ্রীনামে কৃপাশক্তির অধিক প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তখন আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন রূপ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে—নামীস্বরূপের অনুশীলন অপেক্ষা নামস্বরূপের অনুশীলনে যে অধিকতর কৃপাবিস্তারের সুসংবাদ নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মায়াহত জীবের পক্ষে নির্গুণা ভক্তির কোন অঙ্গই গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না,—যে পর্য্যন্ত মহৎ-কৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শ লাভ না ঘটে। অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহৎ-কৃপা প্রভাবে প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল জাগিয়া উঠে বলিয়াই, কেবল সেই জীবের পক্ষে প্রথমে সাধন-ভক্তির অন্তর্গত নবধা ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একাধিক অঙ্গ সামান্যাকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, এবং তাহা হইতে যথাকালে সাধনাঙ্গের উদ্গমের সহিত যথাক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

মহৎকৃপা হইতে সঞ্জীবিত পুরুষকার বা আত্মবলই "ভক্ত্যঙ্গ" গ্রহণ সামর্থ্যের কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যষ্টি-বিহীন পঙ্গুর পক্ষে স্বশক্তি-প্রয়োগে অসহায়তা-নিবন্ধন পথাতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও. যষ্টিপ্রাপ্ত পঙ্গুর পক্ষে যেমন তৎসহায়তায় স্বশক্তি প্রয়োগে পথাতিক্রম করা সম্ভব হয়. সেইরূপ মহৎ-কৃপাবিরহিত জীবের পক্ষে সাধনভক্তি-পথ প্রাপ্তির ও সেই পথে অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকিলেও, মহৎ-কৃপারূপ যষ্টিপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে তৎ সাহায্যে ভক্ত্যঙ্গ সেবনে উন্মুখতা বা প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে; সেই জাগ্রত আত্মশক্তি বা পুরুষকার প্রভাবেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

"চলিয়া যাওয়া" ও "লইয়া চলায়" যে প্রভেদ, অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের যথাক্রমে সেইরূপ ভিন্নতা।

আবার প্রাপ্তযষ্টি পঙ্গুর পক্ষে পথাতিবাহন সম্ভবপর হইলেও, যেমন অবিরত নিজ চেষ্টাশীলতা দ্বারাই উহা অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু যানারোহনে সেই পথ অতিক্রম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, উহা যেরূপ তদপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ মহৎ-কৃপা সংযোগের পর জীবের পক্ষে প্রথমে নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া সাধনপথে যেভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, অপর ভক্ত্যঙ্গের সহিত নামাশ্রয়ে বা প্রথমে কেবল নামাশ্রয়ে, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া তদপেক্ষা সহজ ও সুখকর হইয়া থাকে। পথ চলিয়া যাইতে হইলে যথাক্রমে যে যে স্থান দিয়া ও যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, যানারোহণে গমন করিলেও যেমন ঠিক সেই সেই স্থান ও সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ নামাশ্রয় ভিন্ন অন্য ভক্ত্যঙ্গ, বা নামাশ্রয়ের সহিত অপর ভক্ত্যঙ্গ অথবা কেবল নামাশ্রয় হইতে প্রেমোদয়ের ক্রম বা প্রণালী একই প্রকার হইলেও, পথ চলিয়া যাওয়ায় যেমন "যাইতে হয়" এবং যানারোহণে যাওয়ায় যেমন "লইয়া যায়"—অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে নামাশ্রয় রূপ ভক্ত্যঙ্গের ইহাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুমহান্ বৈশিষ্ট্য। শ্রীনামী-স্বরূপ হইতে শ্রীনাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য হইতেই এই বৈশিষ্ট্য সংঘটিত হইয়া থাকে। নামাশ্রয়ীকে নাম "শ্রদ্ধাদি" ক্রম ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া "লইয়া যান্"; আর নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গাশ্রয়ীর পক্ষে, যথাকাল সমুদিত হইলেই "শ্রদ্ধাদি" ক্রম ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া "যাইতে হয়।" সাধন পথে এই যাইতে পারিবার শক্তি বা প্রকৃষ্ট পুরুষকারের প্রয়োগ যদিও মহৎকৃপা প্রভাবেই জীবের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তথাপি সন্তরণপটু কোনও ব্যক্তির পক্ষে সন্তরণ দ্বারা বিস্তীর্ণ জলাশয় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব না হইলেও, তরণীর সহায়তা লাভ করিতে পারিলে তাহা যেমন অত্যন্ত সহজ ও সুখকর হয়, সেই প্রকার প্রথমতঃ অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয়রূপ সন্তরণপটুতা অপেক্ষা, নামাশ্রয়রূপ তরণীর সহায়তা লাভ করা যে বিস্তীর্ণ সাধন নদী উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে অধিকতর আশাপ্রদ হইয়া থাকে, তাহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের এই মহান্ বিশিষ্টতার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন।" (শ্রীচরিতামৃতে)

নামাশ্রয় হইতে প্রেমোদয় যথাক্রমে দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সাপেক্ষ।

নামাশ্রয়ীর পক্ষে অপর "ভক্ত্যঙ্গ" বা গুরুপাদাশ্রয় ও দীক্ষাদি "সাধনাঙ্গ" আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই—এরূপ মনে করা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে; যে হেতু নাম হইতে প্রেমোদয় হইলেও অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে প্রেমোদয়ের ন্যায়, উহা যথাক্রমেই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গাদি ও গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলকেই উক্ত ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে। "ভক্ত্যঙ্গ" হইতে "সাধনাঙ্গের" উদ্গম হয় বলিয়া, কারণস্বরূপ ভক্ত্যঙ্গের কার্য্যই সাধনাঙ্গ। কার্য্যকেই কারণের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু কারণ কখন কার্য্যাপেক্ষী হয় না; সেই জন্যই কারণ-স্থানীয় শ্রবণ-কার্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সামান্যাকার অনুশীলনাবস্থায়, কার্য্য-স্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা নাই;—"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে;" (শ্রীচরিতামৃতে)—কিন্তু দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের পক্ষে তৎকারণ-স্থানীয় শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অপেক্ষা আছে। নামাশ্রয়, দীক্ষা বা "মন্ত্র" প্রাপ্তিরও কারণ বলিয়া, নাম—"মহামন্ত্র"। আবার ভক্ত্যঙ্গ যেমন গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের কারণ, তেমনি সাধনাঙ্গও আবার অনর্থনিবৃত্তি-নিষ্ঠাদি ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ;—"প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।"—(শ্রীচরিতামৃতে) সুতরাং প্রথমে সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনে দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা না থাকিলেও, সাধনাঙ্গ আবার যে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ,—সেই ভাব ও প্রেমভক্তিরূপ কার্য্যের পক্ষে তৎকারণ স্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অবশ্যই অপেক্ষা আছে।

অপর ভক্ত্যঙ্গের ন্যায় নামাশ্রয় হইতেও একই ক্রমে—একই প্রণালীতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। "জ্ঞান"-স্বরূপ জীবের পক্ষে "ইচ্ছা" ব্যতাত "ক্রিয়া" বা চেষ্টাশীল হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছা হইতেই ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। "ভক্ত্যঙ্গের" আশ্রয় লাভ হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে যথাকালে যে "সাধনাঙ্গ" ও ক্রমশঃ ভাব ও প্রেমভক্তিরূপ কার্য্যের প্রকাশ হয়, তাহা জীবের প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা চেষ্টাশীলতার ফল হইলেও, নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গ-সেবী জীবে, শ্রদ্ধাদি ও সাধনাঙ্গাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাকালে যে

ভজন-ক্রিয়াশীলতার মূলে মহৎকৃপা-সঞ্জাত "স্বকৃত ইচ্ছা" ও "নামকৃত ইচ্ছা" ভেদে দ্বিবিধ ইচ্ছাশক্তির বিকাশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাসনা ও চেষ্টাশীলতা লক্ষিত হয়, তাহা মহৎ-কৃপা দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্বকৃত চেষ্টাশীলতা ; কিন্তু নামাশ্রয়ীর পক্ষে সেই ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতা "স্বকৃত" না হইয়া "নামকৃত" হওয়ায়, অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয় করিয়া সাধনপথে জীবকে চলিতে হয়, আর নাম নিজ আশ্রিত জনকে সাধনপথে লইয়া চলেন ; নববিধা ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের ইহাই সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। স্বকৃত ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, বৃক্ষে যেমন অন্য কোনও এক ইচ্ছা কর্তৃক যথাকালে ও যথাক্রমে শাখা, পত্র, পুষ্পাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ নামাশ্রয় হইতে নামকৃত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া যে ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয়; তৎফলে জীবের পক্ষে যথাক্রমে ও যথাকালে শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সকল এবং যথাকালে ভাব ও প্রেমভক্তির উদ্গম হইয়া থাকে। তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-মুখাব্জ-বিনির্গত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকার, নামাশ্রয় হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবামৃতে চিরনিমগ্ন হইবার সংক্ষিপ্ত স্তর বা ক্রম প্রদর্শন করাইয়াছেন ;—

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

অর্থাৎ নাম-সংকীর্ত্তন—নামাশ্রয় হইতে পাপক্ষয় ও অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া, চিত্তশুদ্ধি বা শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত সর্ব্বভক্তি=নববিধ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধন=সাধনাঙ্গ-সকলের উদ্গমের পর, উহা যথাক্রমে প্রেমোদ্গম করাইয়া, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির সহিত কৃষ্ণসেবামৃত সমুদ্রে মজ্জমান্ ভক্তকে প্রেমামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকেন। নামাশ্রয় হইতে কেবল যে শ্রদ্ধাদিক্রমে—সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদ্গম হয় তাহাই নহে,—নববিধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্ত্যঙ্গের পূর্ণ বিকাশ, নামাশ্রয় হইতেই সহজে সম্ভব হইয়া থাকে; তাই স্বয়ং নামী কর্ত্তৃক নামের এই বিজয়বার্ত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে,—

"নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

নামাশ্রয়ের পর, যথা-ক্রমে ও যথাকালে সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদয়ের অদর্শনের—নামাপরাধই কারণ।

যথাকালাবধি নামাশ্রয় করিয়াও যদি অপর ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গাদি গ্রহণ করিবার জন্য জীবহৃদয়ে নামকৃত ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতার কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে "নামাপরাধের" বিদ্যমানতা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। একমাত্র নামাপরাধ ভিন্ন শ্রীভগবন্নাম-শক্তির অদর্শনের অপর কোনও কারণ নাই—ইহা দৃঢ়তার সহিত জানিয়া রাখা আবশ্যক। শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে;—

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। [বহুদিন]
তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার॥ [শ্রদ্ধাদি-ক্রমে]
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর।"

দশবিধ নামাপরাধ।

পরম করুণাময় শ্রীনাম-স্বরূপও, যে অপরাধ সংঘটিত হইলে সেই অপরাধী জীবের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ কৃপাবিস্তারে কুণ্ঠিত বা বিরত হয়েন, তাহাকেই "নামাপরাধ" কহে। পদ্ম পুরাণে যে দশবিধ নামাপরাধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল;— *

(১) সাধুনিন্দা; (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন; (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা; (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা;

* শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ, শক্তি ও নামাপরাধাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, গ্রন্থকার প্রণীত ও ক্রমশঃ প্রকাশিত "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।—প্রকাশক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে "ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বা প্রশংসামাত্র" এইরূপ মনন; (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন বা কুব্যাখ্যা; (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি; (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন; (৯) শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ; (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অপ্রীতি।

[উক্ত সাধু, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে, যে স্থলে অপরাধ ঘটিয়াছে প্রথমে তৎসমীপেই বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য; তাহাতে অকৃতকার্য্য বা অসম্ভাবনা ঘটিলে, সেই স্থলেই অনন্যোপায় জীব, নামের শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয়—নামকীর্ত্তন করিলে, নামের কৃপায় উক্ত নামাপরাধ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে।]

উক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, শ্রীনামকে নিরন্তর সুপ্রসন্ন রাখা আবশ্যক। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামের একটি সুস্পষ্ট ও প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নামাপরাধ ঘটিলে তৎপ্রশমনার্থ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইয়া, (অপর ভক্ত্যঙ্গ বা সাধনাঙ্গের নহে) একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে, সেই অপরাধ হইতেও উদ্ধার লাভ করা যায়;—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ (পদ্ম পুরাণে)

অর্থাৎ যদি কোন প্রকার অনবধানতা বশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া—একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

সাধনপথে অগ্রসর হইবার কালে অনবধান বশতঃও নামাপরাধ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, এবং নামাপরাধ ঘটিলে নামাশ্রয় ভিন্ন তৎপ্রতীকারের অপর কোনও উপায় না থাকায়, নববিধ ভক্তির মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত প্রকারেও পরম উপকারক বলিয়া, নাম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ শ্রীভগবন্নাম জীবের পক্ষে অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের পূর্ব্বে, অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের সহিত এবং সাধনাঙ্গাদির মধ্যে—এক কথায় প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধ, সকল অবস্থায়—সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করা যে একান্তই আবশ্যক, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীহরিনামাশ্রয়-বর্জ্জিত যে অন্য কোনও স্বতন্ত্র ভজন-সাধন নাই, একথা সর্ব্ব ভজন-সাধনের নির্ণায়ক, শাস্ত্রই ত্রিসত্যরূপে ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা—

শ্রীভগবন্নাম সর্ব্বদা, সর্ব্বভাবে সকলের পক্ষেই আশ্রয়নীয়।

নামাশ্রয়ই কলিযুগ-ধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
(বৃহন্নারদীয়ে)

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের জনক ও মহোপদেশক শ্রীশ্রীগৌরহরি স্বয়ং উক্ত শ্লোকের যে, প্রকৃষ্ট অর্থ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে—অন্ততঃ এই বর্ত্তমান যুগে, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের পক্ষে নিরপরাধে নামাশ্রয় করাই যে শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য,—তাহা বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

"দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপ আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাই' 'নাই' 'নাই' তিন, তিনে 'এব'কার ॥" (শ্রীচরিতামৃত)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

কলিপাবনাবতার – শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-হরি যে কেবল নামোপদেশ দ্বারাই জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠদান-স্বরূপ নাম-প্রচার কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতকে নামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করাইয়া, সমহিমা নামোপদেশ প্রদান ও অবাধে সর্ব্ব জীবকে শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনামতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান, কলি-তমসাচ্ছন্ন জগতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যবিদ্ সুধীবৃন্দও সহর্ষে ও সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন ;—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যৎ তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং
তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে)

অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা কিম্বা তপস্যা, ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও বহুস্তুতি দ্বারাও যাহা লাভ করিতে কেহ সমর্থ হয়েন নাই, তার্কিকগণও যাহা তর্কের গোচর করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অধিক কি যাঁহার অবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দ-প্রেমভাজন বৈষ্ণবাচার্য্যগণও যে রহস্য প্রকাশ করেন নাই, -যিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবতীর্ণ হইলে শ্রীভগবন্নাম দ্বারা সেই ভগবৎ-প্রেম-রহস্য স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই পরমেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি নমস্কার করি।

অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যিনি বিদ্যুৎ-বরণা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা বিমণ্ডিত, সেই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, পরমকারুণিক—কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও তৎপ্রচারিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য ও শ্রেষ্ঠতম উপাসনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসা॥ (শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ ভক্ত বিশেষের দৃষ্টিতে অন্তরে শ্যামকান্তি হইয়াও যিনি বাহিরে গৌরকান্তিতে প্রকাশিত, কিম্বা তথাবিধ হইয়াও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ ও কৃষ্ণগুণ যাঁহার শ্রীবদনে সর্ব্বদা স্ফুরিত; শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দ যাঁহার উপাঙ্গ; শ্রীহরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি যাঁহার পার্ষদ, —স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিশিষ্ট। *

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্নুন্দরের শুভ আবির্ভাব—বর্ত্তমান যুগের মঙ্গলপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। অদূর ভবিষ্যতে, জড়বাদ—ভোগবাদের চিতাভস্মের উপর সমস্ত জগৎ ব্যাপী যে এক বিরাট আত্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে,—যাহার অচিন্ত্য প্রভাবে মানব-হৃদয়ের সকল দুঃখ,—সকল দৈন্য,—সকল বিষাদ,—সকল বিদ্বেষ,—সকল কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া গিয়া, এক অমল—অখণ্ড ভগবৎ-প্রীতির পবিত্র বন্ধনে সমস্ত জগৎ একসূত্রে সংবদ্ধ হইবে, তাহারই নাম শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমধর্ম্ম" ;—তাহাই হইবে বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম।

---

* লেখকের "ফাল্গুনী-পূর্ণিমা" নামক যে প্রবন্ধ, সাইস্তাগঞ্জ পোঃ; জেলা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" পত্রিকার ১৩৩৫ সালের আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ও ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় বহুল শাস্ত্র প্রমাণাদিসহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে,—এই পরিশিষ্ট তাহারই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম লইয়া লিখিত। বর্ত্তমান জগতের অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দিনের অবসানে কোনও এক পরম মঙ্গলময় নবযুগের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে মিঃ ওয়েলস্ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ সম্প্রতি যে আন্দোলন আনিয়াছেন, (আনন্দবাজার পত্রিকা—৫।১০।১৯৩৩। দ্রষ্টব্য।) উক্ত পরিশিষ্টের সহিত সেই মতের মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে কতদূর সাদৃশ্য আছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণের বিবেচনা করিবার বিষয়। পার্থক্য এই যে, উক্ত পাশ্চাত্য মনীষীদিগের ভবিষ্যদ্বাণী সম্প্রতি বিঘোষিত,—'কারণ' অনির্ণীত ও কল্পনা প্রসূত; গ্রন্থকারের প্রয়াস ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও, উহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত,—'কারণ' নির্দ্ধারিত ও সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত। স্বদেশবাসিগণ ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখেন,—ইহাই বিনীত নিবেদন। —প্রকাশক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল ভারতবর্ষ নহে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর দ্বারা আলোড়িত হইয়া,—মথিত সমুদ্র হইতে অমৃতের অভ্যুদয়ের পর তাহা যেমন আপনিই সুশান্ত হইয়া যায়—সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্ম—"প্রেমধর্ম্মের" অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের সকল চাঞ্চল্য—সকল অস্থিরতা—সকল গ্লানি যে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃষ্টরূপে প্রশমিত হইয়া যাইবে,—তাহারই নাম "শ্রীগৌরলীলা"।

শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা যতই অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব,—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিগূঢ় রহস্য জগতের সমক্ষে যতই অধিকতররূপে উদ্ঘাটিত হইবে,—বর্ত্তমান জগৎ ততই পরমানন্দ ও পরম-শান্তির সন্নিকটবর্ত্তী হইবে,—ইহা আমাদিগের সুদৃঢ়রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। পূর্ণতম জীব-স্বরূপের যাহা পূর্ণতম স্বধর্ম্ম—তাহাই শ্রীগৌর-লীলারূপ কারণের কার্য্য বা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিকল্পে একবার করিয়া একযোগে এই জগতে সার্ব্বজনীনভাবে স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের শ্রীগৌর-লীলা এই জগতে অপ্রকট হইলেও, সেই লীলার পরম মঙ্গলময় ও বিরাট প্রতিক্রিয়া, সমস্ত পৃথিবীর উপর সূক্ষ্মভাবে সম্প্রতি কেবল মাত্র আরব্ধ হইয়াছে, যাহার অব্যর্থ প্রভাব জগতের উপর ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিবে, এবং সেই প্রেমধর্ম্মই বর্ত্তমান কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জীবের শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্মরূপে—আত্ম-মহিমায় আপনিই সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, আমাদের এই মনুষ্যলোকের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে দেবলোকের একটি যুগ হইয়া থাকে, যাহাকে এক চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ কহে। এই প্রকার প্রায় সহস্র চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ, ব্রহ্মার একটি দিবস পরিমিত কাল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; যাহাকে "কল্প" নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি ব্রহ্ম কল্প অন্তর্গত চতুর্দ্দশটি মন্বন্তর; এবং একাত্তরটি চতুর্যুগ আবার একটি মন্বন্তরের অন্তর্গত। উক্ত শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসারে শ্রীচৈতন্য-প্রভুর বর্ণনা এইরূপ ;—

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি।
এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥
একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

কলিযুগের পরিমাণ, আমাদের বর্ষ-পরিমাণের ৪,৩২০০০ বর্ষ; দ্বাপর যুগের ৮,৬৪০০০, ত্রেতাযুগের ১২,৯৬০০০, ও সত্যযুগের ১৭,২৮০০০ বর্ষ। তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যলোকের ৪৩২,০০০০০০০, চারিশত বত্রিশ কোটি বর্ষ পরিমিতকালে এক "কল্প" হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার একটি দিন, ও তদনুরূপ দিনের ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস ও তদ্রূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার একটি বর্ষ হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষে ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ; এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধকাল বা শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল স্মরণ করিতেই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি; কিন্তু যাঁহার চক্ষের উন্মেষ ও নিমেষকাল মধ্যে এতাদৃশ ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে,—সেই নিত্যেরও নিত্য—অনাদিরও আদি—সর্ব্ব কারণের কারণ শ্রীভগবানের গুণ-লীলা-মহিমাদি সমস্তই যে, ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তদপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীভগবানের অসীম মহিমা স্মরণ করিয়া, তাই বৈষ্ণবকবি লিখিয়াছেন,—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥" (—বিদ্যাপতি)

এতাদৃশ ভগবল্লীলা ও মহিমাদি শ্রবণে আমরা অধিকতর বিস্ময়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিভূত হইতে পারি,—কিন্তু পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি—ক্ষুদ্র হতে ...পর পক্ষে অপরিচ্ছিন্ন ও অচিন্ত্য শ্রীভগবল্লীলা ও মহিমাদি বিষয়ে অরিশ্বা... আলোড়িত কোনও অধিকার নাই—ইহাও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা ... যমন আপনিই

শাস্ত্রদৃষ্টে জানিতে পারা যায়, ব্রহ্মার এক দিনে বা এ... — "প্রেমধর্ম্মের" চতুর্যুগের মধ্যে শ্রীভগবান্ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য, সত্য, ত্রে... অ... কলিযুগে যথাক্রমে "শুক্ল", "রক্ত", "শ্যাম", ও "কৃষ্ণ" এই ব... এই নাম ধারণ পূর্ব্বক অংশে ও আবেশে যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

(শ্রীলঘুভাগবতে)

কল্পান্তর্গত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে ৯৯৯টি চতুর্যুগ সম্বন্ধে যুগাবতার-আবির্ভাবের ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু প্রতি কল্পের প্রায় মধ্যবর্ত্তী সময়—বৈবস্বত নামক সপ্তম-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ, উক্ত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে একমাত্র অসাধারণ লক্ষণান্বিত। এই বিশেষ চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতাযুগের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; যে হেতু পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চতুর্যুগের ন্যায় "শুক্ল" ও "রক্ত" যুগাবতার কর্ত্তৃক উক্ত সত্য ও ত্রেতাযুগে যথাক্রমে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই চতুর্যুগের কেবল দ্বাপর ও কলিযুগেরই বৈশিষ্ট্য আছে। কল্পান্তর্গত সহস্র দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যে কেবল বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-সংখ্যক চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলিযুগকেই অসাধারণ লক্ষণে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কারণ এই যুগ দুইটিতে যথাক্রমে "শ্যাম" ও "কৃষ্ণ" বর্ণ ও নাম বিশিষ্ট যুগাবতারের পরিবর্ত্তে "কৃষ্ণ" ও "পীত" যুগাবতারের বিষয় শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে যুগাবতার সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—কেবল এই একটি অসাধারণ চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলি-বিশেষেই—প্রতিকল্পে একবার করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[illegible] উক্ত অসাধারণ চতুর্যুগের অসাধারণ যুগাবতার [illegible] প্রসঙ্গোপলক্ষে শ্রীগর্গাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

[illegible] হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
[illegible] পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতে)

[illegible] বিষয়েই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃত- [illegible]

"শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি ।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ ।
এই সর্ব্ব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥"

এই অসাধারণ চতুর্যুগের যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৯ হইতে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকরভাজন কর্ত্তৃক সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে ;—বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না ।

"কৃষ্ণ" ও "পীত" এই যে অসাধারণ যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহারা অবতার নহেন—সর্ব্বাবতার-অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণই উক্ত বিশেষ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় আবির্ভাব-বিশেষে তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভে "পীত" অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌর-সুন্দররূপে প্রকট হইয়া থাকেন। সর্ব্বাংশী স্বয়ং-ভগবানের অবতরণ-কালে সেই সেই যুগে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য যুগাবতারের আর প্রয়োজন হয় না বলিয়া, সেই সেই যুগাবতার সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। "স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের অবতরণ-কালে কেবল যুগাবতারই নহেন,—বিলাস ও স্বাংশাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপই যে, তৎসহ মিলিত হইয়া থাকেন—এই শাস্ত্রনির্দ্দেশ, শ্রীচরিতামৃত-কার সহজ কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"পূর্ণ অবতার অবতরে যেই কা ক্ষুদ্র ... পরে পক্ষে
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে অবিশ্বা ... আলোড়িত
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার। রাখা ... যেমন আপনিই
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আ বা এ —"প্রেমধর্ম্মের"
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় , সত্য, ত্রে ... অস্তি
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ" এই ব ... এই নাম

সুতরাং যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। "শ্যাম"-বর্ণাখ্য যুগাবতার যেমন শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলিত থাকেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,—তৎকালেও সেই কলিযুগের "কৃষ্ণ"-বর্ণাখ্য যুগাবতার, স্বর্ণ-গৌর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে একীভূত হয়েন—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই কারণে কল্পের মধ্যে কেবল সেই দ্বাপর ও কলিযুগ-বিশেষে সাধারণ যুগাবতার কর্ত্তৃক সাধারণ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় না। এই অসাধারণ দ্বাপরযুগে পূর্ণতম শ্রীভগবান্—জীবের পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা "প্রেমধর্ম্ম" জগতে প্রকট করেন এবং নিজ আবির্ভাব-বিশেষে তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভেই পুনরায় প্রকট হইয়া, সেই পূর্ব্বসঞ্চিত "প্রেমধর্ম্ম" তদীয় লীলাকালে বিপুলভাবে বিতরণ পূর্ব্বক, আবার সেই প্রেমধর্ম্মের বীজ, এই কলিযুগের ভাবী জীবগণের জন্য জগতে সঞ্চার করিয়া রাখেন;—যাহার প্রতিক্রিয়ায় গৌরলীলা অপ্রকটের কয়েক শতাব্দী পরেই, সূক্ষ্মাকারে সঞ্চারিত সেই প্রেমধর্ম্ম-বীজ জগতের উপর ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত ও সেই কলিযুগের অবশিষ্ট কাল—সত্যযুগ হইতেও শ্রেষ্ঠ এমন কোনও এক 'প্রেমযুগে' পরিণত করিয়া থাকে। প্রতি কল্পে অর্থাৎ ৪৩২,০০০০০০ কোটি বৎসরের মধ্যে (ব্রহ্মার রাত্রিকাল বা কল্পান্ত-প্রলয়কাল ধরিলে ইহার দ্বিগুণ-পরিমিত বর্ষের মধ্যে) জীবের পূর্ণতম স্বধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ভাবে প্রাপ্ত হইবার এরূপ পরিপূর্ণ সুযোগ, জগতের ইতিহাসে কেবল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

[illegible] আমাদিগের পক্ষে বিশেষ আশার ও আনন্দের সেই অসাধারণ কলিযুগ !

[illegible] ভূমিকর্ষণাদি সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও, [illegible] উদ্দেশ্যই বহন করিয়া তৎকার্য্যের সহায়ক [illegible] উৎপাদনের সাক্ষাৎ কারণ, সেইরূপ অবতারী [illegible] ও শুক্ল-রক্তাদি নিখিল অবতার সকল ধরাধামে [illegible] "আমরা [illegible] সমস্ত লীলা প্রকাশ করেন,—ক্ষেত্র-নির্ম্মাণের ন্যায় সেই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি কার্য্য সকল, জগতে প্রেম-শস্য উৎপাদনের সাক্ষাৎ কারণ না হইয়াও, পরম্পরায় উহা প্রেম-প্রবর্ত্তন-কার্য্যেরই সহায়ক হয়,—প্রেম-শস্য উৎপাদন-উদ্দেশ্যই বহন করিয়া থাকে ; কিন্তু যে মুখ্য উদ্দেশ্য বহন করিয়া সকল অবতারের—সকল লীলার প্রকাশ,—পৃথিবী ব্যাপী সেই প্রেম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকাল সমাগত হইলে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজের সহিত প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া প্রেম-লীলার প্রকাশ করেন। জগতে সাক্ষাৎ প্রেম-ধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ংভগবান্ ভিন্ন অপর কোনও অবতার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় না। তাই বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে প্রেম-লীলা ব্রজে প্রকাশ করেন, সেই প্রেমের বীজ পরবর্ত্তী কলিযুগ-বিশেষে বা "প্রেমযুগে" বিতরণ ও রোপণ করিবার ইচ্ছায়, উহা তখন জগতের উপর সঞ্চিত রাখিয়া, তিনি কিয়ৎকালের জন্য সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েন। অতঃপর জীবজগতের পক্ষে কল্পের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম শুভকাল,—সেই পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা প্রেমভক্তি-দানের প্রকৃষ্ট সময় সমাগত হইলে, তৎকার্য্যের যাহা একমাত্র অনুকূলভাব,—সেই মহাভাব-স্বরূপিণী নিজ কান্তা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা আবৃত—অতএব পূর্ণতম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ব্ব-সঞ্চিত সেই প্রেমবীজ লইয়া, এই কলিযুগের প্রথম-সন্ধ্যাংশে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হয়েন। শা... ক্ষুদ্র ...তে ...পর পক্ষে
শ্রীচরিতামৃতকার নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশ করি... ষয়ে অবিশ্বাস আলোড়িত

"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম ম... গ রাখা ... যমন আপনিই
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহ... নাম বা এ... —"প্রেমধর্ম্মের"
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরে... , সত্য, ত্রে... অ...
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকা... এই ব... এই নাম
...হইয়া থাকেন।

* * *

যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

* * *

আপনে করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে॥

* * *

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপনে ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলযুগের প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়॥

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌর-লীলা অপ্রকট হইলেও, যে প্রেমবীজ সেই লীলা কালে জগতে সঞ্চার করা হইয়াছে, তাহারই অব্যর্থ প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক "প্রেমধর্ম্মের" বিরাট প্লাবনে পরিপ্লাবিত করিবে!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[illegible] ...নির : উই যাহা হইতে সেই প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত [illegible] ...ভাবের ভিতর তাহার সূচনা করা রহিয়াছে। [illegible] ও পূর্ণমে অদূর-ভবিষ্যতে—তাহার বিস্তীর্ণ [illegible] প্রয়াসটি সন্তপ্ত জগাই মাধাইকে সুশীতল [illegible] উদ্ধার লীলায় ভবিষ্যতের সেই বিরাট্ [illegible] ...ঞ্চারিত রহিয়াছে; নচেৎ তৎকালীন সমষ্টির মহা [illegible] ...ভাবে জীবোদ্ধার-প্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়। অদূর ভবিষ্যতে মহদপরাধী কোটি গোপাল-চাপাল যে প্রণালীতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ আত্মাকে পূর্ণ করিয়া লইবে,—এক গোপাল-চাপাল-উদ্ধার লীলায় তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটীশ্বরগণ ইন্দ্রসম-ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া, শ্রীভগবানের মহা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে যে ভাবে ছুটিয়া চলিবে,—প্রকট লীলায় সে কার্য্যের কারণ বা বীজ, এক রঘুনাথের বিষয় ত্যাগের মধ্যে সঞ্চার করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর পক্ষে বিষয়ত্যাগের গৌরব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভবিষ্যতের উচ্চপদ গর্ব্বিত—প্রতিষ্ঠামদ-দর্পিত কোটি কোটি জন, যে বিবেক ও বৈরাগ্যের অমোঘ-স্পর্শে, প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাদিকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় বোধ করিয়া, ভগবচ্চরণ-সেবাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিবে,—প্রকট-লীলায় এক রূপ-সনাতনের গৌড়রাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সেই কার্য্যের কারণ বা বীজ বপণ করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী তাঁহারা,—এ ত্যাগ তাঁহাদের জন্য নহে। অদূর ভবিষ্যতের শত শত রাজ্যেশ্বর,—রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিরত সেবিত হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে যেরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবকগণের চরণ সেবাকেই অধিকতর সুখকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহার বীজ বা কারণ এক প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার লীলায় সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটি জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া যে ভাবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিদেবীর চরণতলে লুটাইয়া দিবে,— শা[illegible] ক্ষুদ্র [illegible]তে [illegible]পর পক্ষে সার্ব্বভৌমের পরিবর্ত্তনে তাহার কারণ করি[illegible]ষয়ে অবিশ্বাস [illegible] আলোড়িত নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহারা, তাঁ[illegible]প্তম [illegible] [illegible]গ রাখা [illegible] যমন আপনিই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটি কোতাহ[illegible]মান বা এ[illegible] —“প্রেমধর্ম্মের” জাতি যে নাম-যজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গনে [illegible], সত্য, ত্রে[illegible] অ[illegible] শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদি দেবতারও বন্দনীয় হইবে,—শ্রী[illegible]” এই ব[illegible] [illegible] এই নাম হরিনাম-সাধনে সেই বিরাট কার্য্যের কারণ বা বীজ [illegible]ইয়া থাকেন। নচেৎ ব্রহ্ম-হরিদাসের যবনত্বপ্রাপ্তি,—ইহা সুবর্ণের লৌহত্বপ্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব। এইরূপ শ্রীগৌরলীলার অনেক কার্য্যই সেই সময়ের জন্য আবশ্যকীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র; কিন্তু ঐ সকল লীলার প্রয়োজনীয়তা—যথার্থ সার্থকতা,—শ্রীগৌর-আবির্ভাব-গৌরবে গৌরবিত এই কলির ভাবী জীবগণের মহা-ভাগ্যোদয়ের জন্য! সত্যযুগের জীবগণের পক্ষেও যাহা দুর্লভ,—কল্পের মধ্যে আর কোন যুগে—কোনও জীবের পক্ষে যাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই,—বর্ত্তমান কলিযুগের ভাবী জীবগণ সেই অবিচিন্ত্য-সৌভাগ্যের বীজ বা কারণ লাভ করিয়া ধন্য! ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সেই ব্রজরমাগণের অনুগত অনাবিল প্রেম,—যাঁহার আবির্ভাব বশতঃ এই কলিহত জীবের ভাগ্যেও প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছে—সেই প্রেমদাতা-শিরোমণি—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সহিত বর্ত্তমান জগতের যে কি মহতী আশা ও বিপুল আনন্দের বার্ত্তা বিজড়িত রহিয়াছে,—তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সাধারণতঃ দ্বাপরান্ত যুগই “কলিযুগ” নামে কথিত হইয়া থাকে বলিয়া, বর্ত্তমান যুগ কলিযুগ নামেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অসাধারণ যুগে সমুন্নত উজ্জ্বল-প্রেমধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে একযোগে বিশ্বের প্রায় সকল মানব মানবীকে পরিপূর্ণতা বা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ত্তমান যুগ, কলিযুগের পরিবর্ত্তে “প্রেমযুগ”

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[illegible] কালস্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের [illegible] দ্বাপরযুগের শেষদিনের পর হইতে [illegible] ও পূ[illegible] পূর্ব্বাবধি কাল, কলির কর্ত্তৃত্ব সীমা [illegible] প্রয়াস বলা হয়। কলি সর্ব্বদোষনিধি ও সাক্ষাৎ [illegible] বশতঃই সাধারণতঃ মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের উপলব্ধি করিয়া, [illegible]কিক বিষয়ে অবিশ্বাসী বা এক কথায় ভগবদ্-[illegible]। কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, শেষ কলিতে নাস্তিকতা বা অধর্ম্ম পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া থাকে—ইহাই সর্ব্বসাধারণ কলিযুগের নিয়ম। সাধারণ কলিযুগের শেষ কলির যে সকল প্রভাব বা লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৪,৩২০০০ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ হাজার বৎসর মাত্র অতীত না হইতেই, পূর্ণকলির প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কলিযুগের এই এক বৈশিষ্ট্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা কলি বিনির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইবার নিদর্শন। এক বিরাট প্রেমযুগের অভ্যুদয় সূচনা জানাইয়া দিয়া, কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে—অপর কলিযুগ হইতে বর্ত্তমান কলিযুগের এই অসাধারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয়।

অভিধানে যেমন চতুর্থ-যুগকে "কলিযুগ" নামে নিরূপিত করা হইয়াছে, তেমনি আবার দেখা যায়, "কলি" শব্দের যুদ্ধ, বিগ্রহ, কলহ প্রভৃতি অর্থ। শাস্ত্র বর্ণিত পূর্ণ কলির লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবার যদি কাহারও অবসর না ঘটে, অন্ততঃ কলি-শব্দার্থের সহিত জগতের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেও কলিভাবের পরিপূর্ণতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। বিদ্বেষ ও কলহের দীপ্ত বহ্নি কেবল ভারতে নহে,—জগতের সর্ব্বত্রই প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শাসক ও শাসিতে কলহ, ধনিক ও শ্রমিকে কলহ, প্রাচীন ও তরুণে কলহ,—জাতিতে জাতিতে কলহ,—বর্ণে বর্ণে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলহ,—স্ত্রী পুরুষে কলহ,—শিক্ষায় শা... ক্ষুদ্র ...তে ...পর পক্ষে:
কলহ—কলহ—সর্ব্বত্রই এই কলহানল্বণ করি... ধিয়ে অবিশ্বাস ...ইবার... আলোড়িত
জ্বলিয়া উঠিতেছে! এক স্থানের কলহাগ্নি ম... ণ রাখা ... যেমন আপনিই
আবার শতধায়—শত ভাবে ছড়াইয়া পড়িত... মান বা এ... —"প্রেমধর্ম্মের"
হিংসা—বিদ্বেষ, এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ..., সত্য, ত্রে... ন অস্তি...
হওয়া, জগতের ইতিহাসে একান্তই বিরল। সকল" এই ব... এই নাম
এই "কলি" শব্দার্থের "কলহ" লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলেও ...হইয়া থাকেন।
কলির পূর্ণাবস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; অতএব এই কলিযুগের প্রারম্ভেই, অন্তিম কলি-প্রভাব যাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে,—গৌরলীলা-প্রভাবই কলির এই মরণ লক্ষণের মূল কারণ—একথা জগৎ ক্রমশঃই বুঝিতে পারিবে।

এই কলিযুগকে "প্রেমযুগে" পরিণত করিতে, প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি স্বয়ং আসিয়া এই জগতের উপর প্রেমবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। যেমন শস্যাদির বীজ বপনের পর, অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে কিছু দিন তাহাকে মৃত্তিকাগর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়, গৌরলীলা-সঞ্চারিত প্রেমধর্ম্ম-বীজেরও এখনও পর্য্যন্ত প্রায় সেইরূপ প্রথমাবস্থা,—ক্বচিৎ কোথাও অঙ্কুর বা দ্বিতীয়াবস্থার বিকাশ হইতেছে মাত্র। কারণ বা বীজরূপে সঞ্চারিত যে প্রেম-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু—নদে ভেসে যায়"—তাহারই কার্য্য বা ফলস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রেমধর্ম্মের এক মহাপ্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষকে ডুবাইয়া, সারা জগত ভাসাইয়া দিবে! যে কলিযুগে বিশ্বব্যাপী প্রেমধর্ম্মের বীজ বা কারণের সঞ্চার হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেম-ক্ষেত্রের উপর কলির অবস্থিতি একান্তই অসম্ভব। তাই অন্যান্য কলিযুগের শেষ লক্ষণ, শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগের প্রারম্ভেই প্রকাশ হইতে দেখিয়া, কলির দ্রুত নিষ্ক্রমণ ও প্রেমযুগের আগমন বা অভ্যুদয় সূচনা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রিশ্লেষণ [illegible] নির উক্ত [illegible] হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রথম কলিতেই প্রাঞ্জল [illegible] প্রাপ্তি [illegible] ভক্তি-[illegible] লি-প্রভাব নির্ব্বাপিত হইবার সূচনা [illegible] পূর্ব [illegible] শ ও পূর্ণ [illegible] কে করতলভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া [illegible] প্রয়াস [illegible] ন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে একবার তাহার পূর্ণ ও [illegible] নিমগ্ন থাকি [illegible] জন্য সমুত্থত হইয়াছে।

উপলব্ধি করিয়া [illegible] বেদীর উপর দেহাত্মবাদ বা ভোগবাদকে [illegible] "আমরা" [illegible] লির শ্রেষ্ঠতম প্রভাব; যাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল— ধর্ম্মে অনাস্থা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এই দুই অনর্থ-কীটের অবিরত দংশনে জীবের অন্তরস্থিত চিদ্‌বৃত্তিরূপ কোমল পল্লব সকল জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তৎস্থলে এক বিকট শুষ্কতা জাগিয়া উঠে—যাহার অন্য নাম নাস্তিকতা। বর্ত্তমান জগৎ, নির্গমনোন্মুখ কলির প্রভাবকৃত জড়বাদ বা নাস্তিকতার এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিবার জন্য সারা বিশ্ব যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! প্রকাশ্যে আস্তিকতা পোষণ করিয়াও আবার অন্তরে অনেকেই জড়বাদী— নাস্তিক। জীবের এই জড়তা, কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণে যতই দ্রুততর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে,—জড়ের উপাসনা বা কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল লালসা—সন্নিপাত রোগীর পিপাসার মত ততই দুর্দ্দমনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। বহির্মুখতার খরস্রোতের ভিতর এখন যেন একখানি জীর্ণ কঙ্কালের মতই ধর্ম্ম ভাসিয়া চলিয়াছেন।

ধর্ম্মই বিশ্বকে ধারণ করেন। ধর্ম্মের বন্ধন যতই শিথিল হইয়া পড়ে, সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য বা অস্থিরতা জগতে ততই জাগিয়া উঠে। আত্ম-ধর্ম্মের অবমাননা হইতেই বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী অসমতা ও অশান্তির উদ্ভব। সকল বৈষম্য—সকল অস্থিরতা—সকল হিংসা, বিদ্বেষ, কলহের একমাত্র কারণ—আধ্যাত্মিক বা আত্মধর্ম্মের শৈথিল্য। কেবল জীব-জগতেই নহে, আধিভৌতিক ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হওয়ায় জড়-জগতেও এক অসাধারণ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক অশ্রুতপূর্ব্ব বৈষম্য স্পষ্টই পরিলা[illegible] শা[illegible] ক্ষুদ্র [illegible] পক্ষে:
ঝটিকা, ঘুর্ণিবাত্যা, জলপ্লাবন, ভূক[illegible] করি[illegible] অরিশ্বাস আলোড়িত
দুর্ভিক্ষ, মহামরক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃ[illegible] রাখা [illegible] যেমন আপনিই
সংবাদ প্রায় প্রত্যহই বঙ্কিতাকারে পাও[illegible] বা এ[illegible] —"প্রেমধর্ম্মের"
কারণ,—সেই ধারণরজ্জুর বা ধর্ম্মের শিথিলত[illegible] সত্য, [illegible] অ[illegible]
একযোগে সমস্ত জগদ্ব্যাপী এই যে অ[illegible] এই ব[illegible] এই নাম [illegible] হইয়া থাকেন।
অশান্তভাব—এই অসাধারণ লক্ষণ সকলই জানাইয়া দিতে[illegible]
সমগ্র জগদ্ব্যাপী কোনও এক বিরাট সাম্যধর্ম্ম বা শান্তভাব আগতপ্রায়! শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের মূল-নীতিই সার্ব্বজনীন সাম্যধর্ম্ম বা পরমশান্তির কারণস্বরূপ হইয়া, এই নির্গতপ্রায় কলির অবসান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উদিত হইবেন। গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। সুস্থির হইবার জন্য—স্থিরতা প্রাপ্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থ অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বর্ত্তমান জগতের এই অস্বাভাবিক অস্থিরতা যে, কোনও এক পরম সুস্থিরতাকে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বরূপ বা সূচনা মাত্র, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যে শান্তিকে - যে স্থিরতাকে—যে সমতার মহামিলনকে জগৎ সুদীর্ঘকাল হইতে অন্বেষণ করিতেছে,—সেই প্রেমধর্ম্মের অভ্যুদয় যে প্রাদেশিক বা আংশিক না হইয়া বিশ্বব্যাপী আকারেই উদিত হইবে—এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চলতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঝটিকা বিধ্বস্ত অমানিশার অবসানের পর যেমন বালারুণ-চুম্বিত স্নিগ্ধ উষার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এই কলিকৃত জড়বাদ বা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার অবসানেই, ভক্তিবাদ—প্রেমবাদের স্নিগ্ধ ও শান্ত উষার আলোকে আবার জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! হিরণ্যকশিপুর বৃদ্ধি হইলেই যেমন প্রহ্লাদের বিকাশ হয়, তেমনি কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃষ্ট আনন্দের বিকাশ বা প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইয়া থাকে;—জগতের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[illegible] দিন উদয় হইবার আর বেশী দিন [illegible]

[illegible] পরিচালিত হইয়া, বর্ত্তমান জগৎ কল্পের [illegible] ও শ্রেষ্ঠতম সুদিনের সন্ধিক্ষণে আসিয়া [illegible] কলির পূর্ণ প্রভাবের পশ্চাতে, জগন্মঙ্গল [illegible] জগতের ভাবী ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় [illegible] "আমরা [illegible] অবতারী—পূর্ণতম-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলার প্রতিক্রিয়ায়, তাঁহার অপ্রকটকালেও বর্ত্তমান জগৎ সর্ব্ববিষয়েই এই পরম বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতেছে। জীবের পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন সেই প্রতিক্রিয়ার পরিপূর্ণ-ফল বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষানীতি—সকল ক্ষেত্রেই সেই একই প্রভাব গৌণভাবে কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে প্রেমযুগের আবির্ভাব-চিহ্নের পরিবর্ত্তে কলির প্রভাবই অধিক ব্যাপক ভাবে দেখা যাইলেও, তাহার জন্য নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই; যে হেতু সেই জগন্মঙ্গল প্রেমযুগের আগমন-সূচনাও কলিকৃত আস্ফালনের অন্তরালের মাঝে মাঝে অল্পাকারে দেখা যাইতেছে। নব-বসন্তের প্রারম্ভেই দুই একটি আম্রমুকুল ইতস্ততঃ দেখা যাইলেও, তাহা হইতেই যেমন অনতিবিলম্বে দেশ জুড়িয়া আম্রমুকুলের বিকাশ হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়, তেমনি কলিপ্রভাব-বিক্ষোভিত এই জগতের ভিতর আপাততঃ প্রেমযুগের আবির্ভাব-লক্ষণ যতই অল্পাকারে লক্ষিত হউক না কেন,—বুঝিতে হইবে অদূর ভবিষ্যতে ইহাই বিপুল ও ব্যাপকভাবে সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। মথিত সমুদ্র হইতেই যেমন অমৃতের উদ্ভব হয়, তেমনি বর্ত্তমানে এই নানাভাবে মথিত—আলোড়িত অস্থির জগতের ভিতর হইতেই—এই বৈষম্যের প্রবল সংঘর্ষণ হইতেই যে প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইবে, - শুধু ভারতের নহে, সমস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথিবীর এই বৈষম্য—এই চাঞ্চল্য [illegible] শা[illegible]-ক্ষুদ্র [illegible] [illegible]পর পক্ষে দ্রুত ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে সে সং[illegible]রণ করি[illegible]য়ে অবিশ্বাস [illegible] আলোড়িত [illegible]

সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হইবার পূর্ব্ব [illegible] [illegible]ণ রাখা [illegible] যমন আপনিই উঠিয়া পড়ে, বিনিষ্ক্রান্তপ্রায় কলিকৃত অন[illegible]মান বা এ[illegible] —"প্রেমধর্ম্মের" [illegible], সত্য, ত্রে[illegible] [illegible] অস্থি[illegible] জগৎবাসীর পক্ষে আপাততঃ ভয়াবহ হই[illegible] [illegible] এই ব[illegible] [illegible] এই নাম কারণ নাই। সমুদ্র মন্থনের মূলে কূর্ম্মদেবরূপে [illegible] হইয়া থাকেন। নীলকণ্ঠের দ্বারা সেই হলাহলের প্রতিকার করাইয়াছিলেন, কূর্ম্মাদি নিখিল অবতারের যিনি অংশী বা অবতারী,—সেই পূর্ণতম ভগবান্ যখন স্বয়ংই এই কলি-মথনের মূলে উঁহার কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন জগতের উপর কলিকৃত বৈষম্য-বিষ বমিত হইলেও, সে উদ্গীরিত বিষের প্রতিকার তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আভাসেই সম্ভব হইয়া যাইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার যেমন মথিত সমুদ্রের ঘাত প্রতিঘাত, উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, কমলা ও কৌস্তভের অভ্যুদয়েই অবসান-প্রাপ্ত হয় নাই—যে পর্য্যন্ত অমৃতের অভ্যুদয় না হইয়াছিল;—সেইরূপ জগতের অপরাপর মঙ্গল সকল এই জগদ্ব্যাপী আলোড়নের ফলে একে একে যাহাই কেন প্রসূত হউক, যে পর্য্যন্ত না প্রেমধর্ম্ম মাথায় লইয়া সেই "প্রেমযুগ" কলি ঘোর-পাথার ভেদ করিয়া, তরুণ তপনের মত সমুদিত না হয়েন—জগদ্ব্যাপী এই অস্থিরতার সম্পূর্ণ বিরাম সে পর্য্যন্ত অসম্ভব।

উষার তরুণ আলোকের মত যে প্রেম-ধর্ম্ম অনতিবিলম্বে বিশ্বে ফুটিয়া উঠিবে, গলিত—জীর্ণ কদলীবৃক্ষমূল হইতে যেমন শ্যামল—সতেজ তরুণ-তরু প্রসূত হয়, সেইরূপ পুরাতনের অবশেষ হইতেই তাহার অভ্যুদয় হইবে। সনাতনধর্ম্ম—নিত্যবস্তু; সুতরাং কোনও অবস্থাতেই তাহার বিলোপ অসম্ভব। সমাজ দেহের স্বচ্ছতার মধ্যে সমুজ্জ্বল ও অস্বচ্ছতার মধ্যে অনুজ্জ্বল রূপে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। যে কোনও অবস্থার মধ্যেই হউক, তাহার অস্তিত্ব লোপ কথনও হয় নাই বা হইতে পারে না। বর্ত্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্লেষণ ... নির উক্তি ...বাদ' প্রমত্ত বিমলিন জগতের সম্মুখে প্রাঞ্জল ও প্রাণ... ...তো—মলিনত—জীর্ণতার ভস্মাবশেষ ... প্রস্ফু... ...শ ও পূ... ...র্ব্বজনীন ও তরুণ প্রেমধর্ম্ম অঙ্কুরিত ... ...প্রয়াস ...ব-বর্জ্জিত—অহমিকা-প্রমত্ত ও ঐহিক-... নিমগ্ন থাকি... ... নহে,—তাহা প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করিয়া ... অনুপ্রাণিত—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত সরস ও ... ব্যক ... "আমরা ...

প্রেমযুগ অভ্যুদয়ের অপর সুস্পষ্ট শুভ সূচনা এই যে, জড়বাদের বিষক্রিয়া হইতেই "হিরণ্যকশিপু ভাব" বা কামিনী-কাঞ্চন-মূলক-সভ্যতা সম্ভূত হইয়া থাকে ; কলি-প্রভাবকৃত জড়তার মোহপাশে মানবের চিদ্‌ভাব যখন আচ্ছন্নপ্রায়,—কামিনী-কাঞ্চনের সাধনা ব্যতীত অপর পুরুষার্থের সন্ধান পর্য্যন্ত যখন বিলুপ্তপ্রায়,—জগতে ঠিক সেই ঘোর অশুভ-মুহূর্ত্তে—কলিপ্রভাবের সেই পরিপূর্ণতার ভিতর হইতে—যেন কাহার মন্ত্রপূত ফুৎকারের স্পর্শ পাইয়া 'ভোগবাদ' ভুজঙ্গের দুইটি বিষদন্ত স্বরূপ সেই "কামিনী" ও "কাঞ্চন" রূপ অনর্থদ্বয়, মানবাত্মাকে আপনিই পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যেমন শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ যোগী কর্ম্মভিস্তজ্যতে হ্যসৌ" অর্থাৎ যেমন যোগী কর্ম্মকে ত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যথাকাল উপস্থিত হইলে যোগীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যে কামিনী-কাঞ্চনাবলম্বিত জড়বাদমূলক সভ্যতা—মানবের চিদ্‌ভাবকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল,—প্রেমধর্ম্মের—মানবের শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্মের অভ্যুদয়কাল সমাগতপ্রায় জানিয়া, তাহা যেন আপনিই অপসারিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

জগতে নারীগণ মোহনিদ্রার অবসাদ হইতে জাগরিত হইয়া উঠিতেছেন। কলিপ্রভাব-বিমুগ্ধ "কামিনী" ভাব পরিহার পূর্ব্বক, জগজ্জননী—মহাশক্তির প্রতীক তাঁহারা—তাঁহাদের স্বরূপভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—বিলাসের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া [illegible] শা[illegible]-ক্ষুদ্র [illegible] [illegible]পর পক্ষে উঠিতেছেন। যদিও তাঁহাদের এই [illegible]রণ করি[illegible] [illegible]বিষয়ে অবিশ্বাস [illegible] আলোড়িত অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় না [illegible]থম [illegible] [illegible]গণ রাখা [illegible] যেমন আপনিই স্থিতির দিকে,—সেই কেন্দ্রাভিমুখেই যে [illegible] [illegible]মান বা এ[illegible] —"প্রেমধর্ম্মের" [illegible]ব্যাপী নারী-জাগরণের ভিতর তাহারই সূচনা, সত্য, [illegible] [illegible] অ[illegible] ভাবের" মোহজাল-বিমুক্ত নারীগণের শক্তিরূপে এই [illegible] [illegible] এই নাম স্বাধীনতার মুক্তসমীরণ সেবনেই অবসানপ্রাপ্ত হইবে না [illegible]ইয়া থাকেন। শক্তিমৎ শ্রীভগবানের সেবিকারূপে—আরাধিকারূপে পরিণত হইবেন, —তখনই হইবে এই নারী-জাগরণের পূর্ণ সার্থকতা। "ব্রজ মাধুরীর" মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, কেবল ভারতের নহে—জগতের নারীগণ যে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম-বিটপীমূলে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, বর্ত্তমানে সেই লক্ষণ অল্পাকারে লক্ষিত হইলেও, তাহারই বীজ বা কারণ যে এই নারী-জাগরণের মূলে নিহিত রহিয়াছে, সে কথা সুস্পষ্টরূপে আজ না হইলেও ক্রমশঃই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

কাঞ্চনে অত্যাসক্তি বা কাঞ্চনের উপাসনাই ভগবৎ-বৈমুখ্য-সভ্যতা-ভুজঙ্গের অপর বিষদন্ত। এই কাঞ্চনাত্মবোধরূপ অনর্থও যেন কাহার কুহকমন্ত্রে মানবের দৃঢ়মুষ্টি হইতে আপনি অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। জড়ের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে না পারিলে মানবাত্মাকে বিমুক্ত করা যায় না; তাই বিশ্ব মানবাত্মার মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী এই অর্থ সমস্যার উদ্ভাবনা,—তাই কাঞ্চন-মত্ততার উপর এই প্রচণ্ড কশাঘাত। আজ অর্থের মূল্য যেমন কমিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে রাজার রাজ্যপাট হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের পাতান সংসার পর্য্যন্ত সমস্তই যে, নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক,—জাগতিক বিষয়-সম্পদের এই অনিত্যতার চিত্র, সমস্ত জগতে আজ যেমন ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, এরূপ বোধ হয় পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

...বিশ্লেষণ ... মাত্র ...নির উক্তি দ্বা সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রাচীন ও প্রাচী... ...রী ভক্তি-সংস্কারণ নির্ণয় অপর কোন উপায়েই ... প্রস্তু... ও পূর্ব আরও কিছু দিন অতীত না হইলে ... ধূ ... প্রয়াস রূপে ঈশ্বর বর্জ্জিত সভ্যতা-সর্পের দুইটি ... নিমগ্ন থাকি... আয়োজনের অন্তরতম-প্রদেশে, প্রেমযুগ উপলব্ধি করিয়া ...াস আছে কি না, চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা ... ব্যক্ত ...রিয়া দেখিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ।

"আমরা ...

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আজ সর্ব্ব বিষয়ে পৃথিবীর এই দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; বিশ্বব্যাপী এক বিরাট "প্রেমযুগের" আবির্ভাব এই পরিবর্ত্তনের মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য।

জগতের এই আগতপ্রায় মহা-সৌভাগ্যের দিন, এক অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর দুর্দ্দিনের অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছে। যদিও কলিপ্রভাব অনতিবিলম্বেই অস্তমিত হইবে, কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে কলির শেষ আক্রমণ জগতের উপর এতই ভীষণাকার ধারণ করিবে, যাহা কল্পনাতীত! পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত অনলের উপর অন্তিম লম্ফন প্রদান করে, সেইরূপ একপক্ষে মরণোন্মুখ কলিপ্রভাবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ও শেষ আক্রমণ, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপর নিপতিত হইবে; সুতরাং এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকেও অগ্নি যেমন মরণোন্মুখ পতঙ্গের আস্ফালন অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় কলির পদাঘাত স্থিরভাবে সহ্য করিতে হইবে। অপরপক্ষে সাধুদিগকেও এই সময়ে এক ভীষণ অনল পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যাহার ফলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকৃত্রিম সাধুত্ব উজ্জ্বল হইবে এ[illegible]য় শা[illegible]-ক্ষুদ্র [illegible]তে [illegible]পর পক্ষে যাইবে। কলিকালাগ্নির শিখা তাঁহা[illegible]রণ করি[illegible]ষয়ে অবিশ্বাস [illegible] আলোড়িত স্পর্শ করিবে। এই সময়ে দিন দিন [illegible]ম [illegible]ণ রাখা [illegible] যমন আপনিই অবমানাদি ঈশ্বর-বিশ্বাসী দিগের শেষ পা[illegible]মান বা এ[illegible] — "প্রেমধর্ম্মের" সঞ্চিত থাকিবে। যাঁহারা যত ধীর স্থির ও [illegible], সত্য, প্রে[illegible] অ[illegible] অবনত মস্তকে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহা[illegible] এই ব[illegible] এই নাম যথার্থ প্রিয়পাত্র। বিশ্বব্যাপী এই প্রেম-যুগের [illegible]ইয়া থাকেন। হইবেন প্রেম-প্রচারের অগ্রদূত। শ্রীভগবানের মহা গৌরবান্বিত বিজয়-পতাকা বহন করিবার এই মহাভাগ্য অর্জ্জন করিতে হইলে, এখন হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। দুর্দ্দিনের অন্ধকার যতই ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ ততই অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া লইতে হইবে,—ধর্ম্ম ও ভগবানের জয়গান নির্ভয়ে ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হইবে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিরোধী আন্দোলনের যে বিষাক্ত বাষ্প ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, অচিরকাল মধ্যে তাহা ঘনীভূত হইয়া উঠিলে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া এখন হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যদি কাহারও সহযোগিতা না-ই পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাসী সৈনিকের মত একা একাই এই কলির মরণ ও নবযুগের জাগরণ-যুদ্ধে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান্ হইয়া,—প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্তও আহুতি দিবার জন্য এখন হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। যথার্থ ভগবৎ বিশ্বাসীর পবিত্র শোণিত যখন নির্য্যাতকের হাত গড়াইয়া বসুন্ধরার উপর পতিত হইবে, তখনই সেই শোণিতাহুতি হইতে কোটি কোটি শুদ্ধভক্তের বিকাশ ও কলিপ্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ যুগপৎ সংঘটিত হইবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাঁহারা—তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ-পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী। শ্রীগৌর-লীলায় ঠাকুর ব্রহ্ম-হরিদাসের বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতের মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

...বিশ্লেষণ ... ...নির উক্তি দ্বারা হল,—তাহারই কার্য্য ব্যাপকরূপে প্রাপ্ত ও প্রা... ...ভক্তি...

... ...শ ও পূ...র অত্যাচার যখন মুখ্যভাবে ধর্ম্ম ও ... প্রয়াস ... আশু বিনষ্ট হইবার তখনই ঠিক সময় ... নিয়ম থাকি... ...ত হইবে।

উপলব্ধি করিয়া, ...সহ ভগবানেরও অসহ্য হয়, তিনি স্বয়ংই তাহা ... ব্যক্ত ...তের জীবগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন ;— "আমরা ...

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥

(শ্রীভাগবতে)

অর্থাৎ যখন দেবতায়, বেদে, গো-সকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুগণে, ধর্ম্মে ও আমার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ-বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তাহার সদ্য-বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

সমষ্টিগত ভাবে উক্ত ঘোরতর অপরাধের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জগতের ঈশ্বর-বহির্ম্মুখতা-ব্যাধি যদি উপশম প্রাপ্ত হইত, তবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের ও মঙ্গলের বিষয় আর কিছুই কল্পনা করা যায় না ; কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্দ্দৈব বশতঃ যদি তাহা একান্তই সম্ভব না হয়, তবে জগদ্ব্যাপী সেই মহারোগের উপযুক্ত চিকিৎসাস্বরূপ অনতিবিলম্বে এমন এক অভূতপূর্ব্ব প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ সমস্ত জগতের উপর সমারব্ধ হইবে, যাহার ফলে জড়বাদের সকল অহমিকা—সকল ঔদ্ধত্য—সকল উচ্ছৃঙ্খলতা একেবারে প্রশমিত করিয়া দিবে—তাহার আয়োজনও পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের ভিতর সঙ্গোপনে চলিতেছে ; আগামী যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে জগতের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই আশঙ্কান্বিত।*

---

* গ্রন্থোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতীত হইয়াছে। যদি আঘাতের পর আঘাত খাইয়া আমরা আত্ম-সম্বিদ্ লাভ করিতে পারিতাম,—জড়বাদের মরীচিকাময় পথ পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা আত্মধর্ম্মের পথে—পরমেশ্বরে বিমল বিশ্বাস-ভক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলিকৃত জগতের উত্তাপ যে ভা... শা...-ক্ষুদ্র ...পর ... পক্ষে পর হইতে বর্ত্তমান যুগের অবশিষ্ট ...ণ করি... ...বিষয়ে অবিশ্বা... আলোড়িত সাম্যধর্ম্ম—মহামিলনের যে বিরাট উৎ... ...প্তম ম... ...ণ রাখা... ...যমন আপনিই তাহাই পূর্ণতম ভগবান্ কলিযুগ-প... ...মান বা এ... —"প্রেমধর্ম্মের" শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম বা তাহারই মূল, সত্য, প্রে... ...ন অ... প্রাপ্ত জীবের পূর্ণ স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরেচ্ছায় যথাক... এই ব... ... এই নাম সভাস্থলে ভারত সমান আসন প্রাপ্ত হইলেও,—কেবল... হইয়া থাকেন। জন্য নিখিল জাতিসঙ্ঘ স্বেচ্ছায়—সানন্দে ভারতবর্ষকে উচ্চাসন প্রদান করিবেন।

পথে পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে প্রকৃষ্ট শান্তির হাওয়া আবার প্রবাহিত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বাণোন্মুখ কলিপ্রভাব কৃত জড়বাদ বা ভোগবাদের বিষবাষ্প দ্বারা বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ অধিকতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায়, সহজে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা ক্ষীণতর হইয়াই আসিতেছে। এই জন্যই আশঙ্কা হয়, তৃতীয় আহুতির অর্পণে যজ্ঞ সমাপনের ন্যায়, কলিপ্রভাব নির্ব্বাপিত হইবার শেষ আহুতি স্বরূপ কোনও এক প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় মহাযুদ্ধ, বর্ত্তমান জগতের দুর্ভাগ্যাকাশে অপেক্ষমান রহিয়াছে। যাহার অন্তে হতাবশিষ্ট জগতের প্রকৃষ্ট আবর্ত্তন আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থাকে "প্রগতি" নামে যতই আমরা জয়ধ্বনি করি না কেন, ইহা যে দ্রুততর দুর্গতির দিকেই—অশান্তি ও ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ, অপরের কথা নহে,—আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, মহামান্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নেহেরুজীর স্বীকারোক্তিরই সারাংশের অনুবাদ, সংবাদ পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রধান মন্ত্রী বলেন, আমাদের এই যুগ হইল সঙ্কটের যুগ। একটির পর আর একটি সঙ্কট দেখা দিতেছে। কোন সময় যদি কিছুটা শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়, সে শান্তিও একেবারে উপদ্রব বিহীন শান্তি নয়। তখনও যুদ্ধের ও সমরায়োজনের আশঙ্কায় সকলেই সন্ত্রস্ত থাকে। নিপীড়িত মানব সমাজ প্রকৃত শান্তির জন্য আজ উদ্গ্রীব। কিন্তু গ্রহের ফেরে মানুষের আকাঙ্খিত বস্তু হইতে তাহাকে ক্রমেই দূরে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[illegible] নির উক্তি দ্বারানও ভীষণ ফেরে পড়িয়া মানুষ সর্ব্বদাই [illegible] ভক্তি-জন্যই মনে হইতেছে।"

[illegible] রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা বড় সঙ্কট। এই মনুষ্যত্বের সঙ্কটের [illegible] আমাদের অন্যান্য সঙ্কটের সমাধান করা কঠিন [illegible] চৈত্র ১৩৫৪সাল।

॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত হউক ॥ * ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প' স্বধর্ম্ম

"জীবের স্বরূপ য. শাং—ক্ষুদ্র হতে ·প পর পক্ষে:

অভিভরণ করি বিষয়ে অরিশ্বাস আলোড়িত

[১ প্রথম মা গণ রাখা ও যেমন আপনিই

মান বা এ

প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি —"প্রেমধর্ম্মের"

স্ত, সত্য, ত্রে স অস্তি

* * * "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" " এই ব এই নাম

নাই আনন্দিত হইলাম। * * তোমার ভ হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার ...

পরিচয় পাইয়াছি। পাইয়া অপরিমিত প্রীতিলাভ করিয়াছি। * * শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা,—তাঁহার কৃপায় তুমি সুখময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর এবং এইরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষায় সিদ্ধান্তগ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া জগতের উপকার করিতে থাক। (৫।১১।১৩৪০)

[২]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় ; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ;—

শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রণীত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। গোস্বামি মহাশয় পরমভাগবত ; শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বহু অধিবেশনে প্রেম-ভক্তি বিষয়ে তাঁহার আবেগময়ী সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমি শ্রুতিযুগল ও অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। তিনি যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রেম-ভক্তির স্বরূপ পরিচায়ক এমন সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার প্রকাশদ্বারা বঙ্গের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার উপর আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সমধিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে সরল ও মধুর ভাষায় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তি তত্ত্ব, জীবস্বরূপ, শ্রীভগবান জীব ও পরমাত্মার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্লেষণ [illegible] [illegible] শাস্ত্রে [illegible] নির উক্তি দ্বারা [illegible]ত গৌড়ীয় ভক্তগণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ও প্রাপ্তি [illegible] এমনই সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন [illegible] প্রকাশ ও পূর্ণ [illegible] হইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া [illegible] প্রয়াস [illegible]রে আর একখানি মহার্ঘ রত্নের সমাবেশ [illegible] নিয়ত থাকিয়া [illegible]াচে বলিতে পারি। আশা করি বাঙ্গলার উপলব্ধি করিয়া, [illegible]দেব প্রচারিত প্রেম-ভক্তির তত্ত্বানুসন্ধিৎসু [illegible] ব্যক্তি [illegible] "আমরা [illegible] পাঠকবর্গের নিকট এই গ্রন্থখানি প্রচুরভাবে পঠিত ও সমাদৃত হইবে। (১৮।১১।১৩৪০)

[৩]

প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়; কলিকাতা :—

* * তোমার প্রণীত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। "কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়"---এই কথা জানিবার জন্যই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীতে চিরদিনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে উপনিষদাদি তাবৎ শাস্ত্রে অনেক রকমে ইহা বিবৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু চির প্রচলিত "বাঁশ বনে ডোম কানা" এই প্রবাদ বাক্য এখানে অনেক সময় বাস্তবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ধার, বিজ্ঞের পক্ষেই অনেক সময় সুকঠিন হইয়া পড়ে। সাধারণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে যে একেবারে দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য।

এই গ্রন্থে, সেই সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেরূপ সহজভাবে ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এইরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পূর্ণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হও। (২২।১১।১৩৪০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[... শা—ক্ষুদ্র হতে ...পর পক্ষে

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল ... করি... বিষয়ে অবিশ্বাস ... আলোড়িত
শ্রীধাম নবদ্বীপ ;— ... ম মা... গণ রাখা ... যেমন আপনিই

গ্রন্থকার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কানু... মান বা এ... —"প্রেমধর্ম্মের"
জগতে সকলের নিকট সুপরিচিত। গ্রন্থের ... সত্য, ... অস্তি...
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রিয়তম ... এই ব... এই নাম
যে সুপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সুধী ও ভা... ইয়া থাকেন।
মাত্রের হৃদয়ে এক অসাধারণ রসের সঞ্চার করিয়াছেন; অথচ সেই ভূমিকাটি কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নহে—সকলই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারময়। প্রথমতঃ ভূমিকা পাঠ করিবার কালে আমি এত আনন্দ লাভ করিয়াছি যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। * * *

প্রিয়তম গ্রন্থকারকে আমি যখন প্রথম দর্শন করি, তখনই তাঁহার মনোমুগ্ধকর রূপ ও ভক্তিময় সুব্যবহারে এবং সুলালিত্যপূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তময় বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে (২৪ শ্লোক) পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতি মহোদয় কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপারসে অভিষিক্ত প্রিয়ভক্তগণের যে সকল সদ্‌গুণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই সকল সদ্‌গুণের সত্ত্বা ইঁহাতে উপলব্ধি করিতেছিলাম।

* * যেমন ভক্তি নম্রতা, তেমনি বিষয়বার্ত্তায় অরুচি, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, অর্থলালসায় বিরতি, শ্রীনামাশ্রয়ে সদা রুচি, ভক্তজনে বন্ধুতা, গুরুজনে নম্রতা, দীনজনে বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ইনি বিভূষিত। এতাদৃশ সদ্‌গুণে গ্রন্থকার আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার অতি আদরের সম্পদ "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বন্ধুপ্রবর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়ের লিখিত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যদ্যপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্লেষণ [illegible] াত্র [illegible]নির উক্ত [illegible] পাঠ করিবার রুচি একেবারেই প্রাঞ্জল ও প্রাণ[illegible] ভক্তি-[illegible] আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং [illegible] ও পূ[illegible] যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত আদরে গ্রহণও [illegible] প্রয়াস [illegible]ণের প্রবন্ধ না পড়িবার কারণ—প্রায়শঃ [illegible] নিমগ্ন থাকি[illegible] [illegible]ও আপাততঃ রমণীয় এমন সকল যুক্তি ও উপলব্ধি করিয়া, [illegible] [illegible]রা হয়, যাহাতে আমার পরমারাধ্য—পরমাশ্রয় [illegible] "আমরা [illegible]-চরণগণের সিদ্ধান্তের উপর গুরুতর আঘাত পড়িয়া থাকে ; কিন্তু এই প্রবন্ধের ভিতর কোন একটি স্থানেও শ্রীপাদ গোস্বামি-গণের আনুগত্য ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও সিদ্ধান্ত ও যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। বিশেষতঃ এই গ্রন্থখানি যেমন ভাষা-লালিত্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে বিভূষিত তেমনি প্রতি ছত্রে অনুভূতি মাখা। * * * আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই গ্রন্থখানি বহুল প্রচার হইলে অনেক বহির্মুখ জীবের শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্তি লাভ হইবে এবং তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক অভিলাষ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইবে। * * (২।১১।১৩৪০)

[৫]

প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ; কলিকাতা ;—

শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রণীত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। যদিও গ্রন্থখানি বৃহদাকৃতি নহে, তথাপি ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের যথাযথ সমাবেশ হওয়ায় গ্রন্থখানি বড়ই মনোরম হইয়াছে। সংক্ষেপে, অল্প পরিশ্রমে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপযোগী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র এ[illegible] শা[illegible]-ক্ষুদ্র [illegible]ত্তে [illegible]পর পক্ষে সংগ্রহ এবং তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা[illegible] করি[illegible]ষয়ে অরিশ্বা[illegible] আলোড়িত ভাজন। প্রভু সীতনাথের চরণে [illegible] ম[illegible]গণ রাখা[illegible] যমন আপনিই করিতেছি এবং এইরূপ সরল মধুর ভাষায়[illegible] বা এ[illegible] "প্রেমধর্ম্মের" সামর্থ্য ভিক্ষা করিতেছি। (২৪।১১।১৩৪০ সত্য, [illegible] অ[illegible]

[৬] [illegible] এই নাম

পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্য ম[illegible]বা থাকেন।

* * * শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী উক্ত শ্রীভগবানের[illegible] বংশসম্ভুত। বংশোচিত বহু সদ্‌গুণ তাঁহাতে নিত্য-বিরাজিত; শ্রীমান্ সচ্চরিত্র, কৃষ্ণভক্ত ও আকৌমার ব্রহ্মচারী। উঁহার বিনয়াদি সদ্‌গুণে আমরা সর্ব্বদাই আকৃষ্ট। শ্রীকানুপ্রিয় ভক্তবৃন্দের প্রার্থনানুসারে "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্র সমালোচিত শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গদেশীয় বহু নরনারীর হিত সাধন করিয়াছেন। উক্ত শ্রীগ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুমধুর হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় বহু বৈষ্ণব সাহিত্যিক, গ্রন্থকারের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। আশা করি তাঁহার এই শ্রীগ্রন্থখানি বৈষ্ণব জগতে প্রচুরভাবে প্রচারিত হইয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমান্ কানুপ্রিয় সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের পরম হিত সাধন করুন। (১৫।১।১৩৪১)

[৭]

শ্রীল মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ; শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীমন্ কানুপ্রিয় গোস্বামী "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে রসাভাসাদি রহিত হইয়া পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থের পঠন পাঠনে জীবের বিশেষ উপকার দর্শিবে। (৮।১।১৩৪১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[৮]

[illegible] ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় ; শ্রীখণ্ড।

[illegible] -বিরচিত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" শীর্ষক [illegible] পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রথমে গ্রন্থের [illegible] রিয়াছিলাম যে. না জানি গ্রন্থকার এই জটিল বিষয়ের [illegible] ভাষার বিভ্রাটে গ্রন্থ সাধারণের দুর্ব্বোধ করিয়া [illegible] ছেন কিন্তু আমার এই ধারণা অল্প সময়ের মধ্যে অন্যাকারে পরিণত হইল। দেখিলাম, ভাষার লালিত্যে এবং বিষয় সন্নিবেশের সারল্যে দার্শনিক জটিল বিষয়গুলিও কাব্যের মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত করিয়া, গ্রন্থকার সাধারণের নিকট ধন্যবাদর্হ হইয়াছেন। * * * এ জাতীয় ক্ষমতার তাঁহার অনন্য সাধারণতা না থাকিলে, মনে হয় তিনি সগৌরবে আত্ম-পরিচয় দানে কৌতুহলী হইতে পারিতেন না। গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক ; কিন্তু আমরা তাঁহার পরিচয় বিষয়ে এই বলিতে পারি যে, তাঁহার নিজ বংশোত্থিত পৌরুষগ্রহে আবাল্য প্রচেষ্টায় তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ সিদ্ধ পুরুষগণের উপযুক্ত বংশধর স্বরূপে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার স্বভাব শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফুরিত ভক্তি সিদ্ধান্তগুলি দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্র সমন্বয়ে রত্নখচিত মণিদামের ন্যায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষী ভক্তবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থখানি বহুলভাবে সমাদর লাভ করিবে। (১৫।১।১৩৪১)

[৯]

স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সলার।

* * পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্ঞানপিপাসু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং জটিল বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে অনু... শাটে—ক্ষুদ্র ...হতে ...পের পক্ষে উপযোগী। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্ব... করি... বিষয়ে অবিশ্বাস ... আলোড়িত ...ম ম...গণ রাখা... যেমন আপনিই ...ন বা এ... —"প্রেমধর্ম্মের" ...ত্রে... অস্ত্... ...এই নাম ...য়া থাকেন।

[১০]

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর; লাহিড়ী প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রণীত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। যাঁহারা গ্রন্থকারকে জানেন, যাঁহারা তাঁহার প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে গ্রন্থকার তাঁহার প্রাণের গভীর অনুভূতিতে তুলিকা ডুবাইয়া ভক্তি-ধর্ম্মের একখানি নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। ভক্তি-ধর্ম্মের এরূপ সরল অথচ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার প্রেম ভক্তির সাগরে অবগাহন করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা অপার; ইহাই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে বারবার মনে হইয়াছে। একাধারে পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবোচিত দীনতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও অপূর্ব্ব রসজ্ঞতা, ভাষার অনাবিল প্রবাহ ও ভাবের স্বচ্ছন্দ লীলা—এই সকল গুণের সমাবেশে তাঁহার রচনায় যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (১৩।৭।১৯৩৪)

[১১]

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর; এম-এ, বি-এল, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি।

* * ইহাতে তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব রস সংযোগে কমনীয় ভাষায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্লেষণ [illegible] শাস্ত্র [illegible] মুনির উক্তি দ্বারা [illegible] শাস্ত্র বাক্যের সহিত অকাট্যযুক্তি ও প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী [illegible] ভক্তি-তত্ত্ব [illegible] তাহার সহিত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রাণ [illegible] প্রকাশ ও পূর্ণ [illegible] গ্রন্থকার এক অভিনব পুস্তক প্রণয়ন [illegible] প্রয়াস [illegible] নিরত থাকিয়া [illegible] দেখাইয়াছেন যে "ভক্তত্বই জীবের স্বরূপ" এবং উপলব্ধি করিয়া [illegible] ও ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম।" তিনি যথার্থই বলিয়াছেন [illegible] "আমরা যে ভগবানকে পাই না. তাহার কারণ তিনি সুদুর্লভ বলিয়া নহে,– আমরা তাঁহাকে চাই না বলিয়া।" আমার মনে হয় যে এই বইখানি ভাল করিয়া পড়িলে, এই "চাওয়ার" পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং জীবন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া দিবার একটা প্রেরণা আসিবে। (৭।১।১৩৪১)

[১২]

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র, হাইকোর্ট, কলিকাতা।

আপনার প্রদত্ত ও রচিত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ভক্তি গ্রন্থের মধ্যে ইহা এক উচ্চ স্থান লাভ করিবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনার জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদ নির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আপনি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তিহীন জ্ঞানের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া শ্রীমৎভাগবত ও গীতা প্রোক্ত ধর্ম্মকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা সুকৃতিবান্ পাঠকের মঙ্গল কল্পেই হইয়াছে। আপনার পুস্তকখানি ভক্ত হৃদয়ে আনন্দ প্রদানে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। * * * (১৩।৪।১৯৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শা...—ক্ষুদ্র ...তে ...পর পক্ষে
[১...] করি... বিষয়ে অবিশ্বা... আলোড়িত
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ...ম ম... গণ রাখা... যেমন আপনিই
মহোদয় ; কলিকাতা। ...নান ...এ... —"প্রেমধর্ম্মের"

* * "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে ...অ...
গ্রন্থকারের গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে বহু অধিকারে... এই নাম
প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ মহা বৈষ্ণব কুলের ... থাকেন

* * তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তাহার মূল ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অসাধারণ বাগ্মী। আমি অনেকবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার অনুপম চরিত্র ও বৈষ্ণবতা সর্ব্বজন বিদিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামি-মহোদয় এই গ্রন্থে অতি সরল ও সুমধুর ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু দুর্ব্বোধতত্ত্ব এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা সকলেরই সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কোন গভীর তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা দ্বারা স্বয়ং দৃঢ় বিশ্বাসে গ্রহণ করিলেই এমন ভাবে তাহা প্রকাশ করা যায়। যাঁহারা অল্প সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে সফল কাম হইবেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ও এই গ্রন্থ পাঠে অনেক তত্ত্ব-বিচারে সাহায্য-পাইবেন। (২৩।১।১৩৪৭)

[১৪]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মহোদয় ; 'লোটাস্ লজ' ; কলিকাতা।

* * তোমার প্রীতি-প্রদত্ত অমূল্য গ্রন্থখানি আমি বিশেষ অভিনিবেশের সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতুল ও অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম! "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" তুমি যেরূপ বিশদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্লেষণ কা বা মাত্রনির উক্ত দ্বারা জগজ্জনকে বুঝাইয়াছ,—যেরূপ প্রাঞ্জল ও প্রাণ দিনা ভক্তি-তত্ত্বের নিগূঢ়রহস্য প্রকাশ করিয়াছ,— প্রস্ফু পর্শ ও পূর্ণ পরিণতির যেরূপ উজ্জল আভাস ও মধু আস্বা যে প্রয়াস পাইয়াছ, স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম সুধা সমুদ্রে চি নিমগ্ন থাকিয়া কৃষ্ণগত প্রাণে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফুরণ সম্পুর্ণ উপলব্ধি করিয়া, কৃষ্ণ প্রেম-পিপাসুগণকে তাদৃশী অবস্থার অব্যক্ত মধুরিমা ব্যক্ত করিতে যেরূপ চেষ্টা ও তৎসাফল্যলাভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। পুস্তক খানি পাঠ করিতে করিতে অনেক বার অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি। * * গোলোকগত তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের তোমার মত লোক পাবন পুত্র লাভের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। * * (১৬।৪।১৩৪৪)

[১৫]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ; ডি-লিট্ ; বেহালা; কলিকাতা।

* * আমি শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক পুস্তক খানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। * * এই পুস্তকে লেখকের পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় আছে, তাহা অসামান্য। সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে দার্শনিক পুস্তকগুলি প্রায় গুরু পাঠ্য ও জটিল হয়; পাঠকেরা প্রণাম করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন; কিন্তু এ পুস্তকখানি সেই শ্রেণীর নহে। ইহার ভাষা সহজ, সুন্দর ও কবিত্বময়। লেখক নিজে বুঝিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং পাঠকের পক্ষে কঠিনতত্ত্বগুলি বুঝিতেও কষ্ট হইবে না। এই গল্প ও উপন্যাস পরিপ্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে পুস্তকখানি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। ই[illegible]-ক্ষুদ্র [illegible] কাল্পত এবং উচ্চ। পাঠকবর্গ পুস্তকখানি হইতে অনেক [illegible] কথা শিখিতে পারিবেন। (১১।২।১১:৪১)

[১৬]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন গুপ্ত ; ভাজনঘাট ; নদীয়া।

তোমার প্রণীত ও প্রদত্ত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি বাস্তবিকই ভক্তিরসের উৎস স্বরূপ ও মধুর হইতেও মধুর। * * শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপা ও প্রেরণা ব্যতীত এরূপ দুর্ব্বোধ্য ও জটিল বিষয়ে এমন সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নহে। নিশ্চয় তাঁহারই প্রত্যাদেশে তোমার সুমধুর লেখনী হইতে এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভক্তিরসের ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে।

* * তুমি আমাপেক্ষা বয়সে ছোট, কিন্তু তাহা হইলেও তুমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন। তোমার ন্যায় সাধু মহাত্মার যে, আমার এক গ্রামে বাটী, ইহা পরম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি এবং বাস্তবিকই যখনই লোক মুখে তোমার সুখ্যাতি ও অশেষ গুণ বর্ণনা শুনি, তখন আমার হৃদয় পরমানন্দে পরিপ্লুত হয় এবং তোমার ন্যায় সাধু ব্যক্তিকে আমার স্বগ্রামবাসী ভাবিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করি। * * (৭।২।১৩৪১)

[১৭]

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল ; ভাগবতের অনুবাদক ; অবসর প্রাপ্ত বঙ্গীয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ; কলিকাতা।

"জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলাম। [illegible] পত্র [illegible]নির উপর বিশেষজ্ঞ দিগের মত, যাহা পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নি[illegible] হইয়াছে, তাহার উপর মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অধিক কিছু বলা পি[illegible] মাত্র ; সেই জন্য সমালোচনা না করিয়া, কেবল এই মাত্র বলিতে[illegible] যে, এই শ্রেণীর এমন এক[illegible]নি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। গীতার সহিত এই পুস্তকখানি কলেজের ছাত্রগণের পাঠ করা বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করি। শ্রীমদ্ভাগবতকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের বোধগম্য করার জন্য যে টীকা লিখিতেছি, তাহা উপলক্ষে এইরূপ একখানি পুস্তক খুঁজিতেছিলাম, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইল। * * * (২।২।১৩৪১)

[১৮]

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, সরস্বতী ; এম. এ মহোদয় কলিকাতা।

স্বনামধন্য বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যথার্থই বাঙ্গালীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার ছাত্রজীবন কেবল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য বা অর্থকরী বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যেই প্রধাবিত। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি দূরের কথা,—প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও দেশের শিক্ষানিয়ন্তৃগণের বিশেষ কোন চেষ্টা নাই ; ইহা বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য। * * ছাত্রগণের মনে এখন নাস্তিকতার প্রভাবই শক্তি সম্পন্ন। কর্ম্মজীবনের সাধুতা ও সরলতা সেই জন্যই এখন লুপ্তপ্রায়। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। গ্রন্থখানি সম্প্রদায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাষা. পারমার্থিক সিদ্ধান্ত-সমূহের শাস্ত্রানুমত বিশ্লেষণ [illegible] অনুভব সম্ভূত উপদেশাবলীর উজ্জলতা ও মর্ম্মস্পর্শিতা যে অতী[illegible]বিশ্বাস[illegible]সনীয় একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ গ্রন্থকার 'আপনি আচরি[illegible]কে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন। আমি ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, তি[illegible]শতায়ু হইয়া এইরূপ ধর্ম্মপথের গহন বনে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি বিকিরণ করুন। বাঙ্গালীর জীবনপ্রবাহ পুনরায় ধর্ম্মের পথে পরিচালিত হউক। (২৪।৪।১৩৪১)

[১৯]

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল. পি. আর. এস. বেদান্তরত্ন মহোদয় ; কলিকাতা।

* * আপনার "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক পুস্তক পাইয়াছি ; তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের সুযোগে পড়িয়াছিলাম। পড়িয়া বেশ ভাল লাগিয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িবার সুযোগ হইল, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। * * (৩।৪।১৯৪১)

[২০]

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল ; সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, কলিকাতা।

* * ইহা যে শুধু বৈষ্ণবের পাঠ্য তাহা নহে. যাঁহারা এই ব্যবহারিক জাগতিক সত্তার বাহিরাবরণ ভেদ করিয়া ইহার মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যমশীল, জাতিধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সকলেই ঐ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। * * * লেখক শুধু সুবক্তা ও সুলেখক নহেন, তিনি হৃদয়বান্ প্রেমিক বৈষ্ণব ; সুতরাং তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেখনীমুখে ... ত অনুভবসিদ্ধ ভাবধারা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিস্ম... রণ ঘটে নাই। * * (২৫।২।১৯৩৪)

[২১]

শ্রীমৎ কৃষ্ণপ্রেম বৈরাগী (formerly Mr. R. H. Nixion, M. A. (Oxon)

শ্রীশ্রীরাধিকা মোহনো বিজয়তে।

Uttara Brindaban,
P. O. Mirtala ; Dist. Almora.
20 5. 34.

My dear Goswamiji Maharaj,

Very many thanks for your kind post card and good wishes * *

Yes I have now read your book—a first reading that is to say, for it will repay further study but it would be quite inappropri te for one like me to express an opinion on it. I have not the competence and to attempt it would be অনধিকার চর্চ্চা। Neverthless I must atleast express my appreciation of the clear why in which you have expounded the main doctrines of Gouriya Siddhanta. The skilful way in which you have marshalled the shastric texts bearing on the subjects involved and the transparently clear exposition of the philosophy should make it an invaluable book for all Gouriya Vaishnavas and indeed for all who are interested in the teachings of Sriman Mahaprabhu. I atleast have never come across any book which performed this task with such clearity and conciseness. Comparetively few people are aware that a carefully thought out system of philosophy underlies the latter's bhakti teachings and Kaviraj Goswami drew attention to the necessity of a study of 'Siddhanta' for those who wish to acquire bhaki. The original writings of the six Goswamis are

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

very voluminous (also expensive) and b[illegible] means all of them are available in Bengali. To [illegible] a complete study of them is beyond the power of most. In your book, however all the essential doctrines of Goswami Siddhanta are available in a clear and compressed form which should be of great service to many and will perhaps encourage a few to go on to make a study of the original books such as 'Satsandharbha'; I can only hope that the book will reach all who care for these things—too few, I fear, in this materialistic days and that, by extracting profit for themselves from it, they will repay you for your labour of love. For myself, I shall value my copy no less for the kind thoughts which prompted you to send it to me than for the valuable thoughts expressed threin.

Please accept my pronams.

Your very sincerely
Sri Krishna Prem.

[২২]

Prof: P. Tucci, Reale Accademia D' Italia.

My dear Sir,

It has been a great pleasure for me to read your book "Jiber Swarup-o-Sadharma" which has renewed, as it were, my love of Lord Chaitanya teachings.

To resume in a clear way the doctrine of his school and to expound the case and the essence of his thought is not an easy tusk; it is very difficult to analyse mystic experiences so deep and profound as those which inspired the Chaitanya movement. But with the insight of the lover you could interpret all this and Succeeded in giving a very intersting and very learned exposition of the fundamental points of the Vaishnava School of Bengal. With my revered thanks. (28. 8. 34)

[এইরূপ আরও অনেক অভিমত পত্র স্থানাভাবে বর্ত্তমানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা।

(স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল)

আনন্দবাজার পত্রিকা ; ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

* * গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনেক কঠিন তত্ত্ব তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখা করিয়াছেন। * * তাঁহার ভাষা সুন্দর, সে জন্য কঠিন দার্শনিক তত্ত্বও লেখার গুণে সরস হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বসুমতী ; ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

* * * শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী বৈষ্ণব বংশধর। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বৈচিত্র্যের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এবং প্রেম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সহজ ও সরল ভাষায় অতি অল্প শিক্ষিতের পক্ষেও সহজবোধ্য করিয়া এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণবতত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে চিন্তাধারার অভিনবত্ব আছে ; সে বিশ্লেষণে তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ভক্তিরসজ্ঞ পাঠক এই ধর্ম্মহীনতার যুগে তাঁহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। * বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইবে সন্দেহ নাই।

হিতবাদী ; ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সাল।

* * তত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সাধকের চিত্তে যে কয়েকটি প্রশ্ন সর্ব্ব প্রথমে জাগ্রত হয়, শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই কয়েকটি প্রশ্নই শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই এক প্রকার বা অন্য প্রকার সেই প্রশ্নকারীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জগতের সেই সকল সম্প্রদায়ের মুল প্রশ্নের মিমাংসা জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম নির্ণয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুলেখক ও সুবক্তা– নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী এই পুস্তকখানিতে জগতের সেই চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি স্বকপোল কল্পিত উত্তর না দিয়া, শ্রুতিশির উপনিষদ শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, এবং শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যে প্রণালীতে পরম বুদ্ধিমান শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই পুস্তকে অতি প্রাঞ্জল অথচ বিশুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ পাঠ করিলে অনায়াসেই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মুল কথা জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ ; চৈত্র, ১৩৪০ সাল।

* * * এরূপ মধুর গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে আর আমাদের হস্তগত হয় নাই। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম জানা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ভজনই আরম্ভ হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই এই বিষয় চিন্তা না করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হই। সেই জন্য ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান উপলব্ধি হইবে। গ্রন্থখানিতে সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্ব ভক্তির ভিতর দিয়া নবীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভক্তি ও ভাবের মধ্য দিয়া গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ হওয়ায় অতীব কঠিন তত্ত্বগুলিও একান্ত সুখবোধ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের ভাবের মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। অধুনা বৈষ্ণব সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ একান্ত বিরল। * * গ্রন্থকারের গোস্বামী শাস্ত্রের গভীর অভিজ্ঞতার প্রমাণ গ্রন্থের প্রতি পত্রে সমুজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থে সরল অথচ মধুরাক্ষরে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। * * গ্রন্থকার শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া "কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়" এই মহাবাক্যের উত্তর দিয়াছেন। অনুভূতির দ্বারা গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। যিনিই এই গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রবর্ত্তক। ভাদ্র। ১৩৪১।

* * বাঙ্গালার বৈষ্ণব দর্শনের অন্তরঙ্গতত্ব ও রহস্য এমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করা যায়—ইহাতে আমরা নবীন গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব-পরিচয়ে সত্যই আনন্দলাভ করিয়াছি। সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয় ভেদে ত্রিবিধ প্রকরণে গোস্বামী মহাশয় এই দার্শনিক চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকট করিয়াছেন—কোথাও নীরস লাগে নাই; আগাগোড়া সমস্ত বিশ্লেষণের ধারা একটা আন্তরিক তন্ময়তা বিমিশ্রিত হইয়া এমন আস্বাদ্য রস নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে, যাহা উপভোগ করিয়া অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কঠিন তত্ত্বকে এরূপ সরস, সজীব করিয়া তোলা, শুধু লিপি-কুশলতা নহে—মরমী ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই মনোরম বইখানি পড়িবার পর, বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনরাজ্যে অনুপ্রবেশ করিবার পক্ষে অনুকূল মানসিক ভিত্তি ও চিন্তাপ্রণালী লাভে যথেষ্ট সহায়তা হইবে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

উদয়ন। ভাদ্র। ১৩৪১।

* * দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

The Amrita Bazar Patrika ; 1st. April 1934.

* * * The subject matter though purely theological and metaphysical are very lucidly explained in this work in a style. chaste, elegant and eloquent and the

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

exposition is original, marked by cogent and scholarly reasonings. We have no doubt a careful and attentive perusal of this book will benifit every student of Vaishnavic Theolgy. Though this is the first work of its author, it reflects his considerable merit and scholarship, indecating his bright and promising future as a writer on subjects, theological, metapysical and spiritual. We are optimistic of the author's success as a writer if he dovotes himself assidiously to this particular field and we are happy to find ample evidence of this devotion in this, his first attempt.

The Advance ; 10th. June, 1934.

This book by a devout Vaisnava and written in an elegant discusses some of the main tenets of Vaisnavism as preached by Sri Chaitanya Deva and shows the author as a person who has complete mastery over an intricate subject and very good graps over the problem of Prem and Bhakti. Jiba and Paramatma as set forth by Sri Chaitanya. Vaisnavism has profound influence over the Bengali mind and this book is a sure indication that the sudy of such a subject occupies the leisure of many followers of the Saint of Nadia.

The East Bengal Times ; Saturday, June 22, 1935.

* * Every line of the book is eloquent of the fact that the author has a call from High to enlighten and warn the world rushing headlong towards a cataclysm under the fascination of siren sisters—woman and gold, the base of modern civilisation. * * We wish so much that this book were rendered in to English so that the world might know that Goudiya Vaishnabism is the fulfilment of all world religions—the fulfilment beyond dream of the dreams and visions of the mystics and prophets of all times and climes ; * *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি প্রণীত

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি।

(প্রথম কিরণ)

——০:০:০——

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডি-লিট্, মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত)।

"স্থিরভাবে চিন্তার সহিত এই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে পারিলে, শ্রীনামতত্ত্ব উপলক্ষে ভক্তি জগতের প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে অন্তরে অনুভূত হইতে পারে।" – যুগান্তর। ৩০শে শ্রাবণ; ১৩৪৯।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ভারতাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, এম. এ, পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., পি. আর, এস, বেদান্তরত্ন রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. বি. ই. প্রমুখ সুধীবৃন্দ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা কর্ত্তৃক উচ্চ ভাষায় সমালোচিত।

(স্থানাভাবে নিম্নে কয়েকটি সমালোচনার সংক্ষিপ্তাংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল)

"গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক ও বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থখানিই বোধ হয় তাঁহার নাম চিরকালের জন্য স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৪শে আশ্বিন; ১৩৪৯।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"এই গ্রন্থে যেরূপ সুগভীর বিচার ও মৌলিক উদ্ভাবনা-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা আজিকার দিনে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। * * দেশে ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তিভাবের পুনরুত্থানের জন্য এই পুস্তক আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

—যুগান্তর। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯।

"* * প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় দুরূহ বিষয়ে এমন গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় খুব কমই আছে, এবং এই বিশেষ বিষয়টির সম্বন্ধে এমন পুস্তক নাই,—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"

—দেশ। ২৩শে আশ্বিন; ১৩৪৯।

"The Book is a valuable contribution to modern Vaishnava literature and we can say without reserve that it will meet splendid reception not only at the hands of the vaishnavas, but of all who are intrested in Hindu religion and Hindu culture."

—Hindustan Standard. 4. Oct. 1942.

"It is difficult to speak too highly of this learned and illuminating monograph which deserves to be read from cover to cover by every seeker of truth."

—A. B. Patrika. 9. Aug. 1942.

(প্রথম সংস্করণের অল্প পুস্তকই অবশিষ্ট আছে)

মূল্য (বর্দ্ধিত) ২॥০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরমানাথ গোস্বামী

৫।এ, বারাণসী ঘোষ লেন। পোঃ—বিডন ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi